রেবা

৫।১ বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা।

সুসংবাদ—বাহির হইয়াছে।

"মীনা" লেখক—জনপ্রিয় নাট্যকার
শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
আর একখানি নূতন নাটক

আরবি-হুর

(মনোমোহন ও ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

পাঁচকড়ি বাবুর সরস রচনার নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। এমন সুললিত মধুর রচনা আর হয় না, তাহার উপর তিনি এই নাটকে এমন এক অভিনব ঘটনাবলীর অবতারণা করিয়াছেন, যাহা এ পর্য্যন্ত আর কোন নাটকে কেহ দেখাইতে পারেন নাই। পড়ুন, অভিনয় করুন, বা দেখুন—মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে চমকিত, স্তম্ভিত, বিস্মিত হইবেন, শিহরিয়া উঠিবেন; পরক্ষণে যেমন দম ভরিয়া হাসিবেন, আবার তেমনি প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবেন। মূল্য ৸০ মাত্র

রেবা

(নাটক)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
বাণী-পীঠ—৫।১নং বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা

মীনা গ্রন্থকারের

অন্যান্য নাট্যাবলী

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

আরবি হুর	৸৹
আজব গলৎ	।৶৹

Published by R. C. Dey for Paul Brothers & Co.
Bani-pith—5-1, Vivekananda Road, Calcutta.
Printed by C. C. Santra, Lalit Press,
81, Simla Street, Calcutta.

1936.

—মনোমোহন থিয়েটারের—

লয়লীমজনু	।৹
বিয়ের বাজার	।৶৹
পরদেশী	॥৹
পিয়ারের নজর	॥৹
নজরে নাকাল	৸৹

রাণু,

দেবার মত সঙ্গতি নেই, কিন্তু আকাজ্ক্ষা আছে। স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতি "abstract" জিনিষগুলো দেওয়া যায়; কিন্তু তা কেউ চোখে দেখ্‌তে পায় না, শুধু মন বুঝ্‌তে পারে তার অনুভূতি দিয়ে। জানি না কোন্‌টা বড় "abstract" না "material"; তবে এটা ঠিক, সার্থকতা দুইদিকেই। তাই আজ আমার "রেবাকে" তোমার হাতে দিচ্ছি; ব্যথিতা সঙ্গিনীটি তোমার সু-নজরে পড়্‌বে আশা করি। ইতি—

তোমার দাদা

নাট্যোক্ত চরিত্র-পরিচয়।

পুরুষ

রঘুনাথ সিংহ—বিষ্ণুপুরাধিপতি।

সমরেন্দ্র—ঐ পালিত পুত্র।

লক্ষ্মণসিংহ—গোবিন্দসিংহের পুত্র।

ত্র্যম্বক—রঘুনাথের বয়স্য।

বাঘমোড়ল—চিড়িমার পল্লীবাসী।

ভিখুরাম—ঐ

অধিকারী—সরাই-রক্ষক।

মন্ত্রী, কবিরাজ, ভৃত্য, রক্ষিদ্বয়, পারিষদত্রয়, অমাত্যগণ, অনুচরগণ, রোগিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

মায়াদেবী—বিষ্ণুপুর-রাজ-মহিষী।

ইরা—ঐ কন্যা।

রেবা—ত্র্যম্বকের কন্যা।

ফিরোজাবাই, লালবাই } পাঠান-নেতা জমীরখাঁর কন্যাদ্বয়।

মঙ্গলা—অধিকারীর স্ত্রী।

ধাত্রী, গোয়ালিনী, প্রহরিণী, সহচরীগণ, নর্ত্তকীগণ, পল্লীবাসিনী রমণীগণ প্রভৃতি।

রেবা

প্রথম অঙ্ক

বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথ সিংহের সুসজ্জিত রংমহল। সুবিস্তীর্ণ কক্ষটী দেখিলে মনে হয়, পূর্ত্তকার্য্যের বৈচিত্র্য ও ইহার সাজ-সরঞ্জামাদি প্রত্যেকটী প্রাচীন যুগের শিল্প-কলার চরমোৎকর্ষের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই বিস্তীর্ণ কক্ষের পূর্ব্বদিকে একটী দ্বার। ঐ দ্বার দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী এইরূপ আর একটী কক্ষে প্রবেশ করা যায়। উত্তরের মুক্ত গবাক্ষ দিয়া নদী-বক্ষে ছোট-বড় কয়েকখানি নৌকা দেখা যাইতেছিল। তখনও প্রভাত উত্তীর্ণ হয় নাই। রঘুনাথ সিংহ একটী সুখাসনে অর্দ্ধ-শায়িত। তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট বদনমণ্ডল দেখিলে মনে হয় যেন, তিনি সুদীর্ঘ রজনীব্যাপী প্রমোদ-উল্লাস পরিহার করিয়া শুধু সহচরী চিন্তাদেবীকে লইয়া একান্তে বিনিদ্র নিশাযাপন করিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে দীপাধারের ক্ষীণ আলোক তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। নৌকায় বসিয়া জনৈক মাঝি তাহার স্বভাব-সুলভ সুরে প্রভাতী গান গাহিতেছিল। রঘুনাথ সিংহ সহসা উঠিয়া গিয়া উত্তরের গবাক্ষ সন্নিধানে দাঁড়াইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ নদীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং কক্ষমধ্যে দ্রুত পদচারণা করিতে করিতে আপন মনে বলিলেন ;—

তাই ত এখনও ত তারা ফিরুল না। অকর্ম্মণ্যের দল !

[সহসা তোরণ-দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি হইল ; ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া রঘুনাথের মুখে চোখে উল্লাসের নিদর্শন ফুটিয়া উঠিল। রঘুনাথ স্ফটিক-নির্ম্মিত কলস হইতে সুরা ঢালিয়া পাত্র পূর্ণ করিলেন এবং পূর্ণপাত্র এক নিঃশ্বাসে পান করিলেন।]

রক্ষীর প্রবেশ।

কি সংবাদ ?

রক্ষী ॥ সেনাপতি গোবিন্দ সিংহ ফিরেছেন।

রঘু ॥ তার পর ?

রক্ষী ॥ বন্দিনী দুই মুসলমানী মহারাজের আদেশ প্রতীক্ষা করুছে।

রঘু ॥ বন্দিনী দুই মুসলমানী ! তারা পরিচয় দিয়েছে ?

রক্ষী ॥ না, মহারাজ ! তারা কোন পরিচয় দেয় নাই। তাদের প্রার্থনা শুধু—মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

রঘু ॥ [অন্যমনস্কভাবে কিয়ৎক্ষণ দ্রুত পদচারণা করিতে লাগিলেন ; পরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া যেন কি চিন্তা করিলেন ; তার পর বলিলেন] আর সেনাপতি গোবিন্দ সিংহ ?

রক্ষী ॥ তিনি নিতান্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন, তাই ক্ষণকাল বিশ্রাম—

রঘু ॥ [বাধা দিয়া তীব্রকণ্ঠে] বিশ্রাম ! অকৃতজ্ঞ ! আমি এখানে পরিপূর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে তার আগমন প্রতীক্ষা করুছি—এই নির্জ্জন কক্ষে—বিরামহীন—তন্দ্রাহীন—চিন্তাভারে অবসন্ন, আর

অকৃতজ্ঞ সে—ক্ষণেকের জন্য সাক্ষাৎ না ক'রে নিশ্চিন্ত বিশ্রামের কোলে গা ঢেলে দিয়েছে ? চমৎকার !

[কঠোর দৃষ্টিতে রক্ষীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রক্ষী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—নির্ব্বাক্। ক্ষণকাল পরে আবার বিরক্তি-পূর্ণ স্বরে আপন মনে বলিলেন।]

যাক্—প্রয়োজন নেই !

[অনন্তর সাহস অথচ গম্ভীরস্বরে বলিলেন।]

বন্দিনীদের এইখানে নিয়ে এস। কিন্তু সাবধান—যেন কোনরূপে তাদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয় ! যাও—

[রক্ষীর প্রস্থান।

[রঘুনাথ পূর্ব্ববৎ কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে করিতে বলিলেন]

বন্দিনীদ্বয় মুসলমানী ! তবে কি তারা বিদ্রোহী পাঠান জমীর খাঁর আত্মীয়া ? দেখা যাক্।

বক্ষী সমভিব্যাহারে লালবাই ও ফিরোজাবাইয়ের প্রবেশ।

রঘুনাথ॥ [অপলক নেত্রে বন্দিনীদ্বয়ের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখিতে লাগিলেন।]

[রক্ষীর প্রস্থান।

ফিরোজা॥ মহারাজ—

[রঘুনাথের যেন চমক ভাঙিল ; কিন্তু তিনি কোন কথা কহিলেন না। সুন্দরীগণের রূপসুধা আকণ্ঠ পান করিয়াও যেন তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন না। ক্ষিপ্রহস্তে পান-পাত্রে উপর্য্যুপরি কয়েকবার পূর্ণ করিয়া পান করিলেন, ইহাতে যেন তাঁর কথঞ্চিৎ তৃপ্তি হইল ; তিনি একটী তৃপ্তির

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অদূরবর্ত্তী সোফার উপর উপবেশন করিলেন।]

অভাগিনী বন্দিনীদের প্রতি কি আদেশ হয়, মহারাজ ?

রঘু॥ বন্দিনী! কে বন্দিনী ? তোমরা ? না—সুন্দরি, তোমরা বন্দিনী নও—মুক্ত বিহঙ্গিনীর মত রাজ-অন্তঃপুরের উদ্যান তোমাদের মধুর কলস্বরে মুখরিত কর। রূপৈশ্বর্য্যের অভাবে যে রাজ-অন্তঃপুর এতদিন শ্রীহীন ছিল, সৌন্দর্য্যের রাণী তোমরা—তোমাদের সুবিমল রূপের বিভায় তার লুপ্ত শ্রী আবার অভিনব প্রভায় প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠুক। আক্ষেপ ক'রো না, সুন্দরি! বন্দিত্ব দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক হ'লেও, জেনে রেখো—এতেই তোমাদের সৌভাগ্যের সূচনা!

[ফিরোজা একটী অজানা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল এবং কয়েক পদ পশ্চাতে সরিয়া গেল। লালবাই নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে রঘুনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।]

ওকি—স'রে যাচ্ছ কেন, সুন্দরি ? এস—আমার পাশে এসে ব'স!

ফিরোজা॥ [স্বগত] জাহান্নমের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি—সম্মুখেই মূর্ত্তিমান্ সয়তান!

রঘু॥ সুন্দরি! তোমরা আমার অনুচরের কাছে আত্ম-পরিচয় গোপন করলেও, আমার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে প্রতারিত করতে পারবে না। তোমরা যে পাঠান-নেতা জমীর খাঁর কোন নিকট আত্মীয়া, আমার এ অনুমান বোধ হয় অভ্রান্ত।

ফিরোজা ॥ মহারাজের অনুমান অনেকটা সত্য, তবে আমি—

রঘু ॥ তুমি ?

ফিরোজা ॥ আমি বাঁদী।

রঘু ॥ বাঁদী! সে আক্ষেপ আর কর্‌তে হবে না, সুন্দরি! আমি তোমায় রাজরাজ্যেশ্বরী কর্‌ব—তোমার একটী ইঙ্গিতে বিষ্ণুপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সসম্ভ্রমে তোমার সম্মুখে শির নত কর্‌বে। বিষ্ণুপুরের অমিত-প্রতাপ মহারাজাধিরাজ রঘুনাথ সিংহ ভৃত্যের মত তোমার আদেশ পালন কর্‌বে।

[ফিরোজা চমকিত হইয়া আর কয়েক পদ পশ্চাতে সরিয়া গেল]

ওকি—চম্‌কে উঠ্‌লে কেন, সুন্দরি ? স'রে যাচ্ছ কেন ?

ফিরোজা ॥ স'রে যাচ্ছি কেন—চম্‌কে উঠ্‌লুম কেন—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যে জিভ্ আড়ষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে, মহারাজ! আতঙ্কে প্রাণ শিউরে উঠ্‌ছে—চোখের সাম্‌নে দোজাকের ভীষণ দৃশ্য যেন সুস্পষ্ট ভেসে উঠ্‌ছে!

রঘু ॥ সুন্দরি—সুন্দরি! তুমি কি বল্‌ছ ?

ফিরোজা ॥ মহারাজ! যা বল্‌তে যাচ্ছি, তার একবর্ণও মিথ্যা নয়। কিন্তু বল্‌তে পার্‌ছি না; না—না—পার্‌ব না—কিছুতেই বল্‌তে পার্‌ব না! মহারাজ! আমায় বিদায় দিন্।

[ফিরোজা অস্বাভাবিক রূপে উদ্বিগ্ন ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, রঘুনাথ তাহার ওরূপ ভাবান্তর দেখিয়া বিচলিত হইলেন এবং সবেগে আসন হইতে উঠিয়া তাহার হস্তধারণের উদ্যোগ করিলেন; ফিরোজা আরও কয়েকপদ সরিয়া গেল।]

স্পর্শ করবেন না—স্পর্শ করবেন না, মহারাজ! আমি আপনার স্পর্শযোগ্যা নই।

রঘু॥ সে কি বলছ, সুন্দরি? তুমি কি মনে করেছ, তুমি মুসলমান-কন্যা ব'লে আমার স্পর্শযোগ্যা নও? তা নয়, সুন্দরি! রঘুনাথ সিংহের হৃদয় এতখানি সঙ্কীর্ণ নয়। সে যে-চক্ষে হিন্দুদের দেখে, সেই চক্ষে মুসলমানকেও দেখে। সঙ্কোচ ত্যাগ কর, সুন্দরি! এস—আমার পাশে ব'সো।

ফিরোজা॥ জানি—মহারাজ! মহারাজের মহান্ হৃদয়ে এ সংস্কারের আবিলতা স্থান পায় না; কিন্তু তবুও বলছি, মহারাজ! অধীনী অস্পৃশ্যা—মহারাজের অযোগ্যা।

রঘু॥ হেঁয়ালী রাখ—নারি! স্পষ্ট বল, কেন তুমি আমার অযোগ্যা

ফিরোজা॥ মার্জ্জনা করুন, মহারাজ! সে ঘৃণিত কথা উচ্চারণ ক'রে আপনার এ পবিত্র মন্দির কলুষিত করতে পারব না।

রঘু॥ না—না—তোমায় বলতেই হবে! বল—স্পষ্ট বল—তুমি কি বিবাহিতা?

ফিরোজা॥ না।

রঘু॥ তবে?

ফিরোজা॥ [নীরব রহিলেন]

রঘু॥ তবে কি—রমণি, তুমি মনে মনে কাকেও পতিত্বে বরণ ক'রে আপনাকে আমার অযোগ্যা মনে করছ?

ফিরোজা॥ না—মহারাজ, তাও নয়!

রঘু ॥ তবে ?

ফিরোজা ॥ বলেছি ত, মহারাজ ! সে পাপ-কথা উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌ব না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন—আমি আপনার সম্পূর্ণ অযোগ্যা—অস্পৃশ্যা।

রঘু ॥ একি রহস্য ! না—তোমায় বল্‌তেই হবে, সুন্দরি ! তবে কি তুমি তোমার কৌমার্য্য হারিয়েছ ?

ফিরোজা ॥ মহারাজ ! কি আর বল্‌ব—তস্করে আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেছে। যুদ্ধে যখন পিতার—না—না পাঠান-নেতা জমীর খাঁর মৃত্যু হ'ল, আমি একাকিনী নিরাশ্রয়া অভাগিনী—আত্মহত্যা ক'রে সকল জ্বালা জুড়াব মনে করেছিলুম ; কিন্তু আমারই সমবেদনা-কাতরা এক সঙ্গিনীর মুখে আপনার অতুল রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে মুগ্ধ হ'লুম—স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার কর্‌লুম—ভাব্‌লুম—কুমারী-জীবনে সে সৌভাগ্য হয় না ! হয় আপনার রূপ ধ্যান ক'রে ক্ষুদ্র জীবনের বাকী দিন ক'টা আনন্দে কাটিয়ে দোব। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার প্রতিকূলে দাঁড়াল—তস্করের করে আমি সর্ব্বস্ব হারালুম !

[ফিরোজার কথায় রঘুনাথ যেন বিচলিত হইলেন এবং তীব্র-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন।]

রঘু ॥ তস্কর ! হেঁয়ালী রাখ, নারি ! বল কে সে দুর্ব্বৃত্ত ?

ফিরোজা ॥ অভাগিনী আশ্রয়হীনা পথের ভিখারিণী আমি—আমার যে বল্‌তে সাহস হয় না, মহারাজ !

রঘু ॥ নির্ভয়ে বল, নারি ! তোমার কোন শঙ্কা নেই। যদি সে কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন সৈনিক কিংবা পদস্থ ব্যক্তি হয়—এমন

কি সে আমার বংশের দুলাল পুত্রও হয়, তথাপি জেনে রাখ—নারি, তার এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই ! বল—নারি ! কে সে দুর্ব্বৃত্ত ?

ফিরোজা ॥ একটা নগণ্য সৈনিকের এতখানি স্পর্দ্ধা হ'তে পারে না, মহারাজ ! যাঁর নেতৃত্বে বিষ্ণুপুর-রাজের বিরাট্ বাহিনী চালিত—যাঁর সমর-নৈপুণ্যে পাঠান বীর জমীর খাঁ নিহত—মহারাজের দক্ষিণ হস্ত সেনানায়ক গোবিন্দ সিংহই আমার সর্ব্বস্ব—

রঘু ॥ গোবিন্দ সিংহ—সেনাপতি গোবিন্দ সিংহ ! ভ্রাতার অধিক স্নেহ ঢেলে যাকে—না—কিছুতেই না—বিশ্বাসঘাতকের এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই ! কে আছিস্ ?

রক্ষীর প্রবেশ।

সেনাপতি গোবিন্দ সিংহের ছিন্ন মুণ্ড—এখনই—এই মুহূর্ত্তে—

[রক্ষী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া অবাক্‌বিস্ময়ে রঘুনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ।]

দাঁড়িয়ে রইলি যে, বেয়াদব্ ? যা—এখনই—এই মুহূর্ত্তে গোবিন্দ সিংহের ছিন্ন শির দেখ্‌তে চাই ।

[রক্ষী নতমুখে প্রস্থান করিল ।

পরিতৃপ্ত হয়েছ, সুন্দরি ? রঘুনাথ সিংহের নীতিশাস্ত্রে বিশ্বাস-ঘাতকের শাস্তি এইভাবেই হ'য়ে থাকে ।

ফিরোজা ॥ একটা সামান্যা রমণীর জন্য, মহারাজ—আজ আপনি আপনার দক্ষিণ হস্ত হারালেন !

রঘু ॥ ব্যাধিগ্রস্ত হস্ত কর্ত্তন করাই বুদ্ধিমানের কাজ । [স্বগত]

আঘ্রাত কুসুম রঘুনাথ সিংহ কখনও স্পর্শ করবে না। [প্রকাশ্যে] যাও, নারি! মুক্তা তুমি—যথা-ইচ্ছা গমন করতে পার।

ফিরোজা॥ [স্বগত] পিতৃহত্যার চমৎকার প্রতিশোধ! মূর্খ রাজা, মনে ক'রেছিলে—ফিরোজাকে তুমি আয়ত্তে পেয়ে তার উপর যথেচ্ছাচার করবে; কিন্তু মূর্খ তুমি—সামান্য নারীর বুদ্ধি চাতুরীর কাছে আজ তুমি পরাভূত। [প্রকাশ্যে] তা' হ'লে বিদায়, মহারাজ! বাঁদীর সেলাম গ্রহণ করুন।

[প্রস্থান।

রঘু॥ সুন্দরি! সঙ্গিনীর মত তুমিও কি দুর্ভাগিনী? তা যদি না হও, এস—রাজরাণী হবার সৌভাগ্য তোমায় সানন্দে অভিনন্দন করছে।

লালবাই॥ মহারাজের প্রস্তাবের উত্তর দিতে আমায় একটু অবসর দিন্—মহারাজের কাছে আমার এই প্রার্থনা!

রঘু॥ একটু অবসর? এক পল না একদণ্ড? না—না—একদণ্ড—এত দীর্ঘকাল অবসর দিতে পারব না! কে আছিস্—

রক্ষীর প্রবেশ।

উদ্যান-সংলগ্ন প্রাসাদ-কক্ষে সুন্দরীকে অর্দ্ধ দণ্ড নিভৃতে অবস্থান করতে দাও। কক্ষের প্রহরায় থাকবে তুমি, মনে থাকে যেন—অর্দ্ধ দণ্ড।

[রক্ষী সহ লালবাইয়ের প্রস্থান।

স্বর্গের সুধাপাত্র হাতে এসে বিষ-পাত্রে পরিণত হল! যাক্—যেতে দাও—লালবাইও সুন্দরি—বিকশিত-যৌবনা মাধুরিমাময়ী মোহিনী-প্রতিমা—

পারিষদগণের প্রবেশ।

একি—তোমরা এমন অসময়ে যে ?

১ম পারি ॥ আমাদের আবার সময়-অসময় কি, মহারাজ ? বিশেষতঃ মহারাজের প্রাণে অফুরন্ত আমোদের প্রস্রবণ যাতে দিন-রাত সমভাবে বইতে থাকে, সেইজন্যই ত মহারাজ আমাদের মত অর্ব্বাচীনদের পারিষদরূপে মহারাজের পার্শ্বে স্থান দিয়েছেন।

২য় পারি ॥ দিনরাত একটানা ফূর্ত্তির স্রোতে যাতে মহারাজ গা-ভাসান্ দিয়ে যেতে পারেন, তার ষোল আনা রকম ব্যবস্থা করাই ত আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

১ম পারি ॥ মহারাজের সুখে আমাদের সুখ—মহারাজের দুঃখে আমাদের দুঃখ—

২য় পারি ॥ মহারাজের জীবনে আমাদের জীবন—মহারাজের মৃত্যুতে—থুড়ি—আমাদের মৃত্যুতে—

১ম পারি ॥ অপোগণ্ড—বেল্লিক—অকাল-কুষ্মাণ্ড ! মহা-রাজের অকল্যাণ ? আশিস্-বচন আউড়ে দোষ ক্ষালন কর্।

পারিষদগণ ॥ [১ম পারিষদের সঙ্গে] শতবর্ষ পরমায়ু বৃদ্ধি ভবন্তু—সহস্রাণি রোগঃ শোকঃ তাপং ভয়ং সব যাক্ যমের বাড়ী।

রণু ॥ চুপ্ কর, উন্মাদের দল ! আমি শ্রান্ত—বিশ্রাম প্রয়োজন।

[উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় একবার সম্মুখ ভাবে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন, পরে অবসন্নের ন্যায় পার্শ্ববর্ত্তী সোফায় গিয়া বসিয়া পড়িলেন।]

কে আছিস্—না—থাক্। বন্ধু, বড় পিপাসা !

১ম পারি ॥ [সুরাপাত্র হইতে সুরা ঢালিয়া] এই যে, মহারাজ! পিপাসার সেরা পানীয় তরলা তরঙ্গগামিনী, তৃষিত-তারিণী, শ্রান্তিহারিণী, অমৃত-সঞ্জীবনী! প্রথম চুমুকে ধর্ম্ম—দ্বিতীয়ে অর্থ—তৃতীয়ে কাম—চতুর্থে মোক্ষ! নিন্—মহারাজ, একে চন্দ্র থেকে সুরু করুন—

[পান-পাত্র প্রদান করিলে রঘুনাথ তাহা এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া পাত্রটী রাখিয়া দিবামাত্র, দ্বিতীয় পারিষদ আর একটী পাত্র পূর্ণ করিয়া মহারাজের সম্মুখীন হইয়া বলিল।]

২য় পারি ॥ এই দুয়ে পক্ষ, মহারাজ!

৩য় পারি ॥ [তৃতীয় পাত্র লইয়া] এই তিনে নেত্র, মহারাজ!

১ম পারি ॥ ওগো, বিশ্বেশ্বরীরা! মহারাজ বড় শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন ; একটা ঘুম-পাড়ানো গান গেয়ে মহারাজকে একটু ঘুম পাড়িয়ে দাও।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ ॥—

গান।

রূপ-সায়রে আমরা ক'টী
নবীন নলিনী ;
প্রেমের হাওয়ায় দোদুল্ দুলি,
ব্যথা জানি নি।

ভালবাসা-পরাগ মাখি গায়,
চাঁদের সুধার তড়াগ মাঝে
রাখি প্রেমিক জনায় ,
নিয়ে হৃদাকাশে হেসে চলি,
বিরহের ধার ধারি নি ॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ।

১ম পারি ॥ ওগো, আমরা ত যেতে বলি নি—ওগো নলিনীর দল ! ফেরো—ফেরো—

[প্রস্থান ।

২য় পারি ॥ চল, বন্ধু ! নলিনীর দল ডুব দিয়েছে, আমরা এবার অবগাহন করি—

[প্রস্থান ।

পারিষদগণ ॥ প্রেমের সায়রে—

[প্রস্থান ।

রঘু ॥ শান্তি কোথায় ? অসংখ্য নর শোণিত-প্লাবিত সমর ক্ষেত্রে—না এই কলকণ্ঠী সুন্দরীগণের সুকণ্ঠ-নিঃসৃত সুধা-সঙ্গীত মুখরিত প্রমোদ-কক্ষে ?

[সহসা নেপথ্যে কোলাহল ধ্বনি]

একি—কিসের কোলাহল ?

একটী স্বর্ণপাত্রে সেনাপতি গোবিন্দ সিংহের ছিন্নমুণ্ড লইয়া গোবিন্দ সিংহের পুত্র লক্ষ্মণ সিংহ প্রবেশ করিল ।

লক্ষ্মণ ॥ একজন রাজদ্রোহী উপযুক্ত দণ্ড পেয়েছে কি-না, মহারাজ—তাই রাজ্যবাসী প্রজারা মহারাজের জয়-জয়কার ঘোষণা কর্‌ছে !

রঘু ॥ কে তুমি, বালক ?

লক্ষ্মণ ॥ আমি মহারাজের একজন দরিদ্র প্রজা। রাজভক্ত প্রজা—তাই সেই রাজদ্রোহীর মুণ্ডুটা মহারাজকে দেখাতে এসেছি।

[ছিন্নমুণ্ডের আবরণ উন্মোচন করিল ; রঘুনাথ তাহা দেখিয়া চমকিত হইয়া কয়েক পদ হটিয়া গেলেন এবং বলিলেন।]

রঘু ॥ একি—গোবিন্দ সিংহ! সত্যই কি এ গোবিন্দ সিংহের ছিন্নমুণ্ড ? বল—বালক, সত্য বল—এ সত্য না প্রতারণা ? গোবিন্দ সিংহের ছিন্ন মুণ্ড! না—না—এ মিথ্যা কথা! আমি তাকে হত্যা করতে বলি নি—আমি তাকে হত্যা করতে বলি নি! এ হয় মিথ্যা—না হয় ষড়্‌যন্ত্র!

লক্ষ্মণ ॥ তা ঠিক জানি না, মহারাজ, এর মূলে কোন ষড়্‌যন্ত্র আছে কিনা ? তবে এটা যে গোবিন্দ সিংহের ছিন্ন মুণ্ড, সে বিষয়ে সত্যতা—আপনার আমার বেঁচে থাকার মত সত্য!

[রঘুনাথ কাঁপিতে কাঁপিতে সোফার উপর ঢলিয়া পড়িলেন ; তার পর দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন।]

রঘু ॥ গোবিন্দ—গোবিন্দ—ভাই—আমায় মার্জ্জনা কর! আমি অপরাধী, আমি তোমায় বিনা-দোষে হত্যা করেছি—না—না—বিনা-দোষে নয়, ন্যায়-বিচার ক'রে দণ্ড দিয়েছি! গোবিন্দ সিংহ! অকৃতজ্ঞ তুমি—পরস্ব-লোভী তুমি—আর তুমি বিশ্বাস-ঘাতক—

লক্ষ্মণ ॥ মহারাজ—

রঘু ॥ বালক! বালক! তুমি কি আমায় মার্জ্জনা করবে ?

লক্ষ্মণ ॥ অনুতপ্ত রাজা! অনুতাপ কর—অনুতাপ কর—চোখের জলে পৃথিবী ভাসিয়ে দাও ; কিন্তু যা হারিয়েছ, তা আর পাবে না!

রঘু ॥ ওঃ, কি করেছি—কি করেছি! রাক্ষসীর কথায় কেন বিশ্বাস ক'রেছিলুম?

লালবাইয়ের প্রবেশ।

[সহসা লালবাইকে দেখিয়া রঘুনাথ যেন একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন ; পরক্ষণে আত্ম-সংবরণ করিয়া কহিলেন।]

যাও—বালক, এই কদর্য্যতার নিদর্শনটাকে এখান থেকে স্থানান্তরিত কর!

লক্ষ্মণ ॥ মহারাজ!

রঘু ॥ যাও—নিয়ে যাও—অসহ্য এ বীভৎস দৃশ্য!

লক্ষ্মণ ॥ আরও অসহ্য হবে, মহারাজ, যখন বীভৎসতার বিরাট্ সমুদ্রে প'ড়ে মহারাজ হাবু-ডুবু খাবেন! আরও অসহ্য হবে—মহারাজ, যখন বিশ্বাস-ঘাতকতার আনায়-মাঝে প'ড়ে একটা বিশ্বাসী আত্মীয়ের জন্ম মহারাজকে হাহাকার কর্‌তে হবে! আরও অসহ্য হবে— মহারাজ, যখন অনুতাপের তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত হ'য়ে একটুখানি শান্তির আশায় উন্মাদের মত সারা বিশ্বময় ছুটে বেড়াতে হবে! সেইদিন মহারাজ, শুধু সেইদিনের প্রতীক্ষায় আমি আমার স্বর্গগত পিতার এই ছিন্ন শির উষ্ণ অশ্রুর স্মৃতি-অর্ঘ্য ঢেলে মৃত্যুর আশাপথ চেয়ে থাক্‌ব। মনে রাখ্‌বেন—মহারাজ, সেইদিন—সেইদিন—

[প্রস্থান।

রঘু ॥ কে আছিস্—ধ্বংস কর্—বিশ্বাসঘাতকের শেষ স্মৃতি ও বীভৎস ছিন্ন মুণ্ডটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে নদীগর্ভে নিক্ষেপ কর।

[ইতস্ততঃ পরিক্রমণ]

জনৈক রক্ষীর প্রবেশ।

কে—কে—কে তুই ? কি চাস্ ? আমি—আমি কি তোদের কোন আদেশ দিয়েছি ? না—না—কিছু না—যা তুই—আমার কোন প্রয়োজন নেই এখন।

রক্ষী ॥ মহারাজ যে, এইমাত্র আদেশ দিলেন—গোবিন্দ সিংহের ছিন্নমুণ্ডটা—

রঘু ॥ খবরদার—ও কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিস্ নি ! যে ওকথা উচ্চারণ করবে, আমি তার জিভ্ কেটে দোব। যা—চ'লে যা—

[রক্ষীর প্রস্থান।

কে, লালবাই—তুমি এসেছ ? এতক্ষণ চিন্তা ক'রে কি স্থির করলে ?

লাল ॥ স্থির করেছি, মহারাজ, আপনার প্রস্তাবে সম্মত হ'তে পারি—কিন্তু কয়েকটী সর্ত্তে।

রঘু ॥ সর্ত্তে ? কি সর্ত্ত পালনে বিষ্ণুপুরাধিপতি রঘুনাথ সিংহকে বাধ্য করতে চাও, সুন্দরি ?

লাল ॥ আমার প্রথম সর্ত্ত—মহারাজকে সাদী করতে হ'লে, আমি মুসলমানী—মহারাজকে আমার ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'তে হবে। মহারাজ—প্রস্তুত ?

রঘু ॥ তার পর ?

লাল ॥ প্রথম সর্ত্ত পালিত না হওয়া পর্য্যন্ত বাঁদী আর কোন প্রস্তাব কর্‌বে না।

রঘু ॥ কিন্তু জান কি নারি, আমি হিন্দু—আমার পূর্ব্ব পুরুষগণও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন ?

লাল ॥ তা জানি, মহারাজ ! আর এটাও বোধ হয়, মহারাজের অজ্ঞাত নয় যে, আমার পূর্ব্বপুরুষগণও পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, আর আমার মত কেউ কাফেরকে সাদী কর্‌তে অগ্রসর হয় নি ?

রঘু ॥ কিন্তু লালবাই, তুমি কি ভুলে গেছ—তুমি আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে ?

লাল ॥ জানি, মহারাজ ! কিন্তু মহারাজ বোধ হয় জানেন না—লালবাইয়ের জীবন-মরণ তার ইচ্ছাধীন, আর তার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ কর্‌তে পারে, এমন লোক বোধ হয়, দুনিয়ায় নেই। পরীক্ষা কর্‌তে চান্, মহারাজ ?

রঘু ॥ পরীক্ষা—পরীক্ষা ! ভাব্‌তে হবে—বিচার কর্‌তে হবে—কিন্তু লালবাই ! তার পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসা করি—

এই কক্ষ প্রমোদ-আগার মোর
জনশূন্য—আছি শুধু তুমি আর আমি ;
বহির্দ্দেশে প্রহরায় আছে রক্ষিগণ—
ইঙ্গিতে চালিত মোর
সম্মুখে তোমার—
লালসার তীব্রতা বাড়াতে
সুতীব্র মদিরা সুসজ্জিত থরে থরে,
রুদ্ধ কক্ষদ্বার,

সহায় তোমার নাহি একজন।
এইক্ষণ কহ, লো সুন্দরি !
আমি পানোন্মত্ত অন্ধ লালসায়
সলাজ-আনত ওই রক্তিম কপোলে,
সোহাগে আঁকিয়া দিই
যদি চুম্বনের রেখা,
কে রক্ষিবে তোমা, বরাননে ?

লাল ॥　কে রক্ষিবে মোরে, মহারাজ ?
পরমুখাপেক্ষী কভু নহে লালবাই,
করুণার নহেক প্রত্যাশী কারো,
আপনি সে রক্ষী আপনার।

রঘু ॥　ভাল—দেখি, নারি!
কোন্ শক্তিবলে
রক্ষা কর আপনারে তুমি—
মোর দৃপ্ত লালসার আক্রমণ হ'তে।

[পানপাত্রে সুরা ঢালিয়া কয়েকবার উপর্য্যুপরি পান করিলেন, পরে মত্তাবস্থায় লালবাইকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন ; লালবাই মুহূর্ত্তমধ্যে কটি-দেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া রঘুনাথকে আক্রমণ করিলে, রঘুনাথ সিংহ অবলীলাক্রমে লালবাইয়ের উদ্যত হস্তের মণিবন্ধ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিয়া একটা উচ্চ হাস্য করিলেন। লালবাই বামহস্তের হীরকা-ঙ্গুরী মুখ-বিবরে প্রবেশ করাইবার উদ্যোগ করিলে,

রঘুনাথ বামহস্তে তাহার বামহস্তখানিও ধরিয়া ফেলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একবার উচ্চহাস্য করিলেন।]

কহ, লাল বাই—কোন্ অস্ত্রে এবে
আত্মরক্ষা করিবারে চাও ?
মোর মুষ্টিমধ্যে দুইবাহু তব,
করি আক্রমণ যদি
চারুদেহ-লতা সহ ওই হিয়াখানি,
মুহূর্ত্তে মিশায়ে যাবে
উন্মুক্ত এ হৃদয়ে আমার।
কহ, নারি—কোন্ শক্তি আর
তোমারে করিতে রক্ষা আছে দুনিয়ায় ?

লাল। মূর্খ রাজা !
ভাবিয়ো না শক্তিহীনা লালবাই।
যেই বক্ষ হিয়াখানি সহ
ভাবিতেছ কামনার নিধি আপনার,
গাঢ়-আলিঙ্গনে যাহা
নিবাইবে লালসার দৃপ্ত হুতাশন,
সেই বক্ষে কর নিরীক্ষণ—
সাক্ষাৎ শমন তব।

[লালবাই উপর্য্যুপরি কয়েকবার শ্বাস-প্রশ্বাস লইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অঙ্গরাখার দুইটী বোতামঘরের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে একটী উদ্যত ফণা বিষধর

সর্পশিশু পরিদৃশ্যমান হইল ; রঘুনাথ লালবাইয়ের হস্ত ছাড়িয়া দিয়া সভয়ে কয়েক পদ পশ্চাতে হটিয়া গেলেন।]

এস, রাজা!
সম্মুখে তোমার কামনার নিধি—
সুন্দরী কামিনী,
স্ফুরিত-যৌবনা,
অরক্ষিতা শূন্যকক্ষ মাঝে,
লালসার দৃপ্ত তেজে
কর আলিঙ্গন তারে।

[বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া রঘুনাথের দিকে অগ্রসর হইল।]

রঘু॥ রক্ষা কর—ক্ষমা কর মোরে,
দাও অবসর দিনেকের তরে
চিন্তা করিবার—
আপনার করিতে তোমায়
পালিব কি না পালিব সর্ত্ত তব
ধর্ম্মান্তর করিয়া গ্রহণ।

[পূর্ব্বভাবে লালবাইএর অগ্রসরও পশ্চাতে হটিতে হটিতে রঘুনাথের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রমোদ-কক্ষ

পারিষদগণ মদ্যপানে নিরত, নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ ॥—

গান।

প্রেম-নদীতে বান ডেকেছে,
ফাল্গুনে হাওয়ায়।
বাসনার আকুল টানে
তরী রাখা দায় ॥
টানে তরী চল্‌ছে ভেসে,
জানি না কোন্ অচিন্ দেশে,
কোথা সে অচিন্ প্রেমিক,
ব'সে কার আশায় ॥

[প্রস্থান।

১ম-পারি ॥ মহারাজ কি সত্যই মুসলমান হবেন?

২য়-পারি ॥ হবেন কি—মৌলবী ডেকে কল্মা প'ড়ে মুসলমান হ'য়ে এখন নূতন বন্দিনীকে সাদী কর্‌বার যোগাড়ে আছেন।

১ম-পারি ॥ তা' হ'লে সম্পূর্ণ মুসলমান হয়েছেন? ক্রমশঃ নয়?

৩য়-পারি ॥ তাই ত, বড়ই ভাবনার কথা! হিন্দু আমরা— একসঙ্গে ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া কেমন ক'রেই-বা চল্‌বে ?

১ম-পারি ॥ বাবা, পারিষদ হ'য়ে যখন জন্মেছ, বড়লোকের খোসামদ কর্‌তে—বড়লোকের পায়ের জুতা হ'য়ে থাক্‌তে— বড়লোকের প্রসাদ পেতে, তখন আর নিষ্ঠার এত বিচার কেন ?

২য়-পারি ॥ জাত-জন্ম আর কিছুই রইল না দেখ্‌ছি !

৩য়-পারি ॥ বাবা, রাজসভায় আস্‌বার সময় কল্মা পড়্‌তে পড়্‌তে মুসলমান হ'য়ে এস—আর বাড়ী ফের্‌বার সময় পঞ্চগব্য ক'রে ঘরে গিয়ে গিন্নীর সঙ্গে প্রেমালাপ ক'রো। এই দোটানা—

ত্র্যম্বকের প্রবেশ।

ত্র্যম্বক ॥ দোটানা কি, বাবা! এ শাঁখের করাত—যেতেও কাট্‌বে, আস্‌তেও কাট্‌বে।

১ম-পারি ॥ এই যে, ত্র্যম্বকজি! বল্‌তে পার, ভাই, কি করা যায় ? রাজা ত কল্মা প'ড়ে মুসলমান হয়েছেন, এখন আবার মুসলমানীকে সাদী কর্‌তে চলেছেন।

ত্র্যম্বক ॥ বেশ ত, বাবা! এখন ত আমাদেরই পোয়াবারো! হিন্দুমতে লুচি-কচুরি, আবার অহিন্দু-মতে নবাবীখানা—কালিয়া দম্‌ হর্‌দম মুখ বদ্‌লাও—আবার মুখ বদ্‌লাও—

১ম-পারি ॥ কিন্তু রাজ-পরিবারের মধ্যে যে, একটা বিরাট্‌ বিপ্লবের সৃষ্টি হচ্ছে, তার কি খবর রাখ্‌ছ ?

ত্র্যম্বক ॥ আদার ব্যাপারী—মহারাজের খবর দরকার কি, বাবা ? যেদিন পোলাওয়ের হাঁড়ী ফাট্‌বে—লুচির কড়াই

ওল্টাবে—মদের গুদমের চাবি হারাবে, সেইদিন বুঝ্‌ব, বাবা, রাজ-সংসারে সত্যই বিপ্লব ঘট্‌বে আর আমাদেরও কপাল পুড়েছে ! এই যে, মহারাজ—

রঘুনাথ সিংহের প্রবেশ।

রঘু ॥ বন্ধুগণ ! আমোদ চল্‌ছে ?

ত্র্যম্বক ॥ ভাদ্রের ভরা নদীর মত আমোদের স্রোত একটানাই চল্‌ছে, মহারাজ, এতটুকু বাধা পায় নি ! তবে কি জানেন্‌— পূর্ণিমার রাতে চাঁদ না উঠ্‌লে যেমন মেজাজ্‌টা বিগ্‌ড়ে যায়, মহারাজের অভাবে আমাদের এমন আনন্দটা যেন কেমন বেয়াড়া হ'য়ে যাচ্ছিল ; এখন মহারাজের শুভাগমনে আমোদের ভাঙা আসরটা আবার সরগরম হ'য়ে উঠুক্‌। নাও—নাও—পাত্র চালাও। কে আছিস্‌— নাচ্‌নেওয়ালী—

[পানপাত্র রঘুনাথকে প্রদান করিল]

রঘু ॥ [সুরাপান করিয়া] নাচ্‌নেওয়ালী—নাচ্‌নেওয়ালী— নাচ্‌নেওয়ালী—শুধু এক ঘেয়ে নাচ্‌নেওয়ালী—শুধু নাচ আর গান—একঘেয়ে একটানা আমোদ আর ভাল লাগে না, ত্র্যম্বকজি !

১ম-পারি ॥ সত্যই ত, সেই থোড়-বড়ি-খাড়া—খাড়া-বড়ি-থোড় !

২য়-পারি ॥ রকম-ফের্‌ কর, বাবা, রকম-ফের্‌ কর !

৩য়-পারি ॥ নাচ্‌নেওয়ালীর বদলে নাচ্‌নেওয়ালা—আর মদের বদলে তাড়ি—

১ম-পারি ॥ তুমি একটী আহাম্মুখের ধাড়ী।

৩য়-পারি ॥ কি আমায় আহাম্মুখ বলা! মহারাজ অনুমতি করুন—আমি এ অপমানের প্রতিশোধ নোব!

ত্র্যম্বক ॥ আহা-হা—রসভঙ্গ কর কেন, চাঁদ? আহাম্মুখ কথাটা ত আর অপমানসূচক নয়। তদ্ধিত-প্রকরণটা যদি জান্‌তে, তা' হ'লে বুঝ্‌তে, আহাম্মুখ শব্দের ব্যুৎপত্তি-লব্ধ অর্থ কি? আহাম্ ছিল মুখ—আহাম্ সংস্কৃত শব্দ; অহম্ আবাম্ বয়ম্, ব্যাকরণেই আছে। তাতে যোগ হ'ল মুখ, এমন ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থ হচ্ছে—অহম্ শব্দে 'আমাকে' বুঝ্‌তে হবে, এখন আমাতে যোগ হ'ল ঐ মুখ; যদি ঐ মুখটী যোগ না হ'ত, তা' হ'লে আমায় কন্ধকাটা হ'য়ে থাক্‌তে হ'ত। এখন মুখটী যোগ হওয়ায় মানুষ হয়েছি। এখন বুঝে দেখ—আহাম্মুক বল্‌লে অপমান করা হয় না বরং স্বরূপ বলা হয়।

রঘু ॥ রেখে দাও তোমার ঐ ব্যাকরণের নট্‌খটি! এখন আমি জান্‌তে চাই—তোমাদের মধ্যে কে পার্‌বে?

১ম-পারি ॥ আজ্ঞে, কি কর্‌তে হবে?

ত্র্যম্বক ॥ আগে পার্‌বে কি-না তার ঠিক নেই, ব'লে বস্‌লেন কি কর্‌তে হবে?

২য়-পারি ॥ আমরা না পারি কি? তবে কাজটা—

ত্র্যম্বক ॥ কাজের কথাটাই যদি মহারাজ ব'লে দিলেন, তবে আর তোমাদের জিজ্ঞাসা কর্‌বেন কেন—তোমরা পার্‌বে কি না?

রঘু ॥ তোমরা তাকে দেখেছ?

১ম-পারি ॥ আজ্ঞে, কাকে মহারাজ?

ত্র্যম্বক ॥ তাও যদি বলে দিতে হয়, তা' হ'লে দেখ্‌লে কি ?

রঘু ॥ বোধ হয় দেখ নি—দেখ্‌লে আর ভুল্‌তে পার্‌তে না।

ত্র্যম্বক। নিশ্চয়ই দেখি নি, মহারাজ! নইলে যা দেখা যায়, তা কি ভোল্‌বার ? তখন আমার বয়স তিন কি তেরো—আমাদের পাড়ার গয়লা-বৌকে দেখেছিলুম, তাদের বুধী গাই দুইতে ; আজও তা ভুলি নি, মহারাজ!

রঘু ॥ এ দেখা আর সে দেখায় অনেক প্রভেদ, ত্র্যম্বক! তুমি দেখেছ, একটা নগণ্যা গোয়ালিনীকে তার গাভী দোহন কর্‌তে, আর আমি দেখেছি সে লাবণ্যময়ীকে—

ত্র্যম্বক ॥ মাঠে মাঠে গোবর কুড়িয়ে বেড়াতে কি, মহারাজ ?

রঘু ॥ মূর্খ!

ত্র্যম্বক ॥ মাপ্‌ কর্‌বেন, মহারাজ! আমি ঐ গব্যরস ধ'রেই আলোচনা কর্‌ছিলাম।

রঘু ॥ এ অনুমান নয়—কল্পনা নয়—এ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ! স্নানান্তে সেই আলুলায়িতকুন্তলা লাবণ্যময়ী পূর্ণ কলস কক্ষে নদীতীর হ'তে গৃহে ফিরে যাচ্ছিল। ক্ষীণ কটি কলসের ভারে একটু নুয়ে পড়েছিল ; মরালগামিনী বঙ্কিমগ্রীবা একটুখানি হেলিয়ে ঈষৎ বক্রদৃষ্টিতে আমার পানে একটিবার মাত্র চেয়ে নিমেষে আমার দৃষ্টিপথ হ'তে অন্তর্হিত হ'ল। আমি সেই লাবণ্যময়ীকে চাই—সেই রূপসীর রূপসুধা আকণ্ঠ পান ক'রে আমার রূপ-পিপাসা মেটাতে চাই। পার্‌বে কি, বন্ধুগণ, তাকে এনে দিতে ?

১ম-পারি ॥ মহারাজের আদেশ পেলে, তাকে কেন শুধু—তার বাবাকে শুদ্ধও এনে হুজুরে হাজির কর্‌তে পারি। সুন্দরী—

তন্বঙ্গী—কলসী কাঁখে—নদীর ঘাট থেকে ফিরছিল ! ব্যস্—আর যাবে কোথা ?

২য়-পারি ॥ আর তার পরণে কি ছিল, মহারাজ ?

রঘু ॥ নীলাম্বরী।

১ম-পারি ॥ ব্যস্—ব্যস্—ব্যস্—সুন্দরী পরণে নীলাম্বরী—কলসী কাঁখে, নদীর ঘাট থেকে ফিরছিল ! ব্যস্—একে ত এনেছি বল্লেই হয়, মহারাজ।

৩য়-পারি ॥ সে সুন্দরীর আর কোন নিদর্শন ছিল, মহারাজ ?

১ম-পারি ॥ আবার নিদর্শন কি ? সুন্দরী—তন্বঙ্গী—পরণে নীলাম্বরী—কলসী কাঁখে, নদীর ঘাট থেকে ফিরছিল—ব্যস্ !

রঘু ॥ আর কোন নিদর্শন ? কই, স্মরণ হয় না ; তবে কানে ছুটি হীরের দুল—তার রূপের প্রভায় হীরকের দীপ্তি যেন দ্বিগুণ বেড়ে উঠেছিল।

১ম-পারি ॥ ব্যস্—ব্যস্—ব্যস্—আর কিছু বল্‌তে হবে না, মহারাজ ! সুন্দরী—তন্বঙ্গী—পরণে নীলাম্বরী—কানে হীরের দুল—কলসী কাঁখে নদীর ঘাট থেকে ফিরছিল। চল্ ভাই সব—মহারাজের রূপপিপাসা মেটাতে আমরা সুন্দরীর অনুসন্ধান করি।

পারিষদগণের প্রস্থান।

রঘু ॥ তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে, ত্র্যম্বক ?

ত্র্যম্বক ॥ ভাব্‌ছি, মহারাজ, যাব কি না !

রঘু ॥ কারণ ?

ত্র্যম্বক ॥ কারণ এই—এ তৃষ্ণা কখনও মেটে না—সান্নিপাতিক ব্যাধির মত ক্রমে বাড়্‌তেই থাকে—শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি !

তাই বল্‌ছিলুম কি, মহারাজ—সওদা-করা বাজারের রূপসীর মর্‌চে-ঘসা চক্‌চ'কে রূপসুধা পান ক'রেই এখন রূপ-পিপাসার শান্তি করুন, পবিত্রতার গণ্ডীঘেরা রূপের আগুনে ঝাঁপ দিতে যাবেন না।

রঘু॥ মূর্খ! তোমাদের মত পতঙ্গ তাতে ভীত হ'তে পারে; কিন্তু বিষ্ণুপুরাধিপতি রঘুনাথ সিংহকে সে ভয় দেখিয়ো না! যাক্, এখন আমি জান্‌তে চাই—আমার আদেশ পালনে তুমি সম্মত কি না?

ত্র্যম্বক॥ গোলামীত্বের শৃঙ্খলে যতক্ষণ হাত পা বাঁধা থাক্‌বে, ততক্ষণ ইচ্ছায় হোক্—অনিচ্ছায় হোক্, মহারাজের আদেশ পালন করতেই হবে।

রঘু॥ [একবার তীব্রদৃষ্টিতে ত্র্যম্বকের আপদমস্তক দেখিয়া লইলেন; তার পর কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কি চিন্তা করিয়া বলিলেন।] ভাল—তা' হ'লে অবিলম্বে তোমার সঙ্গীদের অনুসরণ কর।

[ত্র্যম্বক নতমুখে অভিবাদন করিল এবং বক্রদৃষ্টিতে একটিবার মাত্র রাজার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

পদলেহী কুকুরের দাম্ভিকতা কি বিসদৃশ! একি! রাণি—তুমি—তুমি?

মায়াদেবী প্রবেশ করিলেন।

এখানে? এই প্রমোদ-কক্ষে?

মায়া। হাঁ, মহারাজ আমি! কর্ত্তব্যের গুরুভারে বাধার তুলাদণ্ড ছিন্ন হয়েছে, তাই অসূর্য্যম্পশ্যা রমণী হ'য়েও শত লোক-

লোচনের সম্মুখীন হ'তে সাহসী হয়েছি। মার্জ্জনা কর্‌বেন, মহারাজ! বিবেকের তীব্র কশাঘাত সইতে পারি নি -তাই, প্রাণের দায়ে ছুটে এসেছি, শুধু একটা কথা জান্‌তে। যা শুন্‌ছি তা কি সত্য, মহারাজ?

রঘু॥ প্রয়োজন যতই গুরুতর হোক্—কর্ত্তব্য যতই কঠোর হোক্, সহস্র লোক-লোচনের সম্মুখে রাজ-প্রমোদাগারে আত্মপ্রকাশ—রাজ-অন্তঃপুরচারিণী রাজরাণীর পক্ষে যে কতখানি লজ্জাজনক—কতটা গর্হিত আর কতদূর অপমানজনক, তাকি তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা কর্‌বার অবসর পাও নি? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! তোমার এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে বিষ্ণুপুরাধিপতি রঘুনাথ সিংহের মর্য্যাদা যতদূর ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তার শাস্তি—যাক্, সে বিচার পরে। হাঁ, কি শুনেছ বল্‌ছিলে—কি সত্য?

মায়া॥ পাঁচজনে বল্‌ছে, মহারাজ না কি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কর্‌ছেন?

রঘু॥ যদি তাই করি, তাতে কি তোমার আপত্তি আছে, রাণি? বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। আড়ম্বর পূর্ণ পৌত্তলিকতার উপর যদি আমার আস্থা না থাকে, আমি কি আর কোন উপায়ে ঈশ্বরের আরাধনা কর্‌তে পারি না?

মায়া॥ যে পৌত্তলিকতার উপর প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক মহারাজের পূর্ব্বপুরুষগণের বিশ্বাস চির অক্ষুণ্ণ ছিল—যে বিশ্বাসের ফলে এই বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি পুরুষ শ্রীভগবানের কৃপালাভে সমর্থ হয়েছিলেন—যে পৌত্তলিকতার উপর আসমুদ্র ভারতবাসী কোটি কোটি নর-নারীর অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসের ফলে পৃথিবীতে একটা

আদর্শ জাতি সৃষ্টির আদি যুগ হ'তে আজও মহান্ গৌরবের শ্রেষ্ঠতম আসনে অধিষ্টিত, সেই পৌত্তলিকতার উপর এমন আকস্মিক অবিশ্বাসের কারণ কি, মহারাজ ?

রঘু ॥ নারী তুমি—স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি ; তোমার সঙ্গে এমন একটা দুরূহ বিষয়ের তর্ক করা, বিষ্ণুপুরাধিপতি রঘুনাথ সিংহের পক্ষে নিতান্ত লজ্জাকর। তবে যখন নিতান্ত কৌতুহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে জান্‌তে চাইছ, তখন জেনে রাখ—ভিন্ন লোকের ভিন্ন মত্—আর এই মত্‌ভেদের জন্যই এই অধঃপতিত ভারতে এতগুলো বিভিন্ন জাতি।

মায়া ॥ জানি, প্রাজ্ঞবুদ্ধি বিষ্ণুপুরাধিপতির সঙ্গে তর্ক কর্‌বার যোগ্যতা আমার নেই - তথাপি মহারাজের ধর্ম্মসঙ্গিনী আমি—মহারাজের এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে প্রাণে মর্ম্মান্তিক ব্যথা পেয়েছি ব'লে আজ মহারাজের কার্য্যের প্রতিবাদ কর্‌তে ছুটে এসেছি। মহারাজ ! দাসীর একমাত্র অনুরোধ আপনি যা ইচ্ছা হয় করুন—রাজ্যের সর্ব্বনাশকারী উচ্ছৃঙ্খল সঙ্গীদের নিয়ে দিবারাত্রি কুৎসিত আমোদে ডুবে আছেন, কোন প্রতিবাদ করি নি ; নীচ বারাঙ্গনা-সহবাসে অধঃপাতের অধস্তমস্তরে একটু একটু ক'রে নেমে যাচ্ছেন, কোন কথা বলি নি ; পুণ্যের সংসার বিষ্ণুপুর রাজভবনে ব্যভিচারের স্রোত অবাধ গতিতে চলেছে, চোখে দেখেও তার এতটুকু প্রতিবাদ করি নি ; কিন্তু আজ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রে বিষ্ণুপুর-রাজবংশের অক্ষুণ্ণ গৌরব যে আজ আপনার দ্বারা ক্ষুণ্ণ হবে, ধর্ম্মসঙ্গিনী হ'য়ে আমি তা কেমন ক'রে সহ্য কর্‌ব, মহারাজ ? পায়ে ধরি, মহারাজ ! যা ইচ্ছা হয় করুন—সনাতন হিন্দুধর্ম্মত্যাগ

ক'রে আপনাকে কলুষিত করবেন না—বিষ্ণুপুরের চির পবিত্র রাজবংশে কলঙ্কের কালিমা লেপে দেবেন না!

রঘু॥ অল্পবুদ্ধি নারী, তুমি কি বুঝ্‌বে—তুমি কি জান্‌বে—কেন আমি এ ধর্ম্মান্তর গ্রহণে সঙ্কল্প করেছি? সঙ্কীর্ণ হৃদয় হিন্দুদের সঙ্কীর্ণ প্রাণের মধ্যে মহান্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোথায়? ঈশ্বর বিশ্বাসই বা কোথায়? যিনি অনন্ত অব্যয় মহান, বিরাট্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে যাঁর সত্ত্বা, তাঁকে কি একটা ক্ষুদ্র পুত্তলিকার ক্ষুদ্রমূর্ত্তির মধ্যে কল্পনা করা যায়, রাণি? না—সেই বিরাট্ পুরুষের অস্তিত্ব ঐ ক্ষুদ্র পুত্তলিকা-দেহে বিদ্যমান থাকা সম্ভব? এই বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি পুরুষ যদি সত্যই ভগবানের করুণা লাভ ক'রে থাকেন, তা' হ'লে সে করুণা কখনও ঐ মাটির পুতুলের মাটির হাত তোলা আশীর্ব্বাদে নয়—নিশ্চয়ই সেই আদি পুরুষের মহান্ বিশ্বাস বিরাট্ বিশ্ব-নিয়ন্তার উপরেই নির্ভর করেছিল; নইলে মাটির পুতুলের শক্তি এতখানি হয় না—হ'তে পারেও না। যে পুতুল নিয়ে শিশুরা খেলা ক'রে—ইচ্ছামত তোলে, ফেলে, ভাঙে, সেই মাটির খেল্‌না পূজা করা কি মূর্খতার পরিচায়ক নয়, রাণি? তুমি কি দেখাতে পার, রাণি, কোন্ দেশে—কোন্ ধর্ম্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটা ক্ষুদ্র মাটির খেলানার মধ্যে বিদ্যমান? শুধু দেখ্‌তে পাবে কেবল এইখানে—এই ভারতে—এই হিন্দুজাতির মধ্যে! আমি এতদিনে বুঝেছি—জেনেছি—তাই আমার বিশ্বাস—হিন্দুধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী কেটে মহান্ ঈশ্বরের অনুসন্ধানে ছুটেছে—কোন বাধা মান্‌বে না।

মায়া॥ যদি তাই হয়—মহারাজের এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমি এতটুকু প্রতিবাদ কর্‌তে চাই না। যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রেই

মহারাজের অতৃপ্ত চিত্ত মহান্ ঈশ্বরের অগাধ প্রেম সুধাপানে পরিতৃপ্ত হয়—মহারাজ বিশ্ব-নিয়ন্তার করুণালাভে সমর্থ হন্, দাসীর এর চেয়ে সুখের—এর চেয়ে গৌরবের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু মহারাজ—এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণের মূলে যদি কোন জঘন্য স্বার্থ লুকানো থাকে—যদি কোন বিধর্ম্মী কামিনীর রূপ-পিপাসার তীব্র উন্মাদনা যদি মহারাজকে আকুল ক'রে থাকে—

রঘু॥ [বাধা দিয়া] রসনা সংযত কর, রাণি! তোমার এ প্রগল্ভতার শাস্তি কি জান?

মায়া॥ জানি—হয় ত এর শাস্তি মৃত্যু! যার স্বামী হীন রূপের নেশায় কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে আপনাকে নরকের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, সেই নরক হ'তে তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌বার জন্য তাঁর ধর্ম্মসঙ্গিনী স্বেচ্ছায় প্রাণ উৎসর্গ কর্‌বে—নারীর এর চেয়ে সুখের—এর চেয়ে গৌরবের—এর চেয়ে কামনার আর কি আছে? মহারাজ! আমি সব শুনেছি, মহারাজের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের মূল—ধর্ম্মে অবিশ্বাস নয়—রূপের নেশায় সেই মুসলমানীর রূপ মহারাজকে উন্মত্ত করেছে। এখনও বল্‌ছি—পায়ে ধ'রে বল্‌ছি, মহারাজ, এখনও সময় আছে—প্রত্যাবৃত্ত হন্।

রঘু॥ যদি শুনে থাক, রাণি, ভালই হয়েছে! এমন একটা—এ কথা যে আমাকে তোমায় শোনাতে হয় নি, এও সুখের! এইখানেই বুঝ্‌তে হবে, মঙ্গলময়ের মঙ্গল-ইচ্ছা আমার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ। রাণি, আমি সত্যই সেই মুসলমানীর রূপে ভুলেছি—মজেছি—আত্মহারা হয়েছি। ধর্ম্ম কোন্ ছার—আমি তাকে লাভ কর্‌তে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে পারি! রাজ্য—ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী—পুত্র—এমন কি

প্রয়োজন হ'লে এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও এতটুকু দ্বিধা করব না—এই আমার সঙ্কল্প। সমগ্র জগৎ প্রতিকূলে দাঁড়ালেও বিষ্ণুপুররাজ রঘুনাথ সিংহের সঙ্কল্প কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হবে না!

মায়া॥ তা' হ'লে মার্জ্জনা করবেন, মহারাজ! যা কখনও কল্পনায় মনোমধ্যে স্থান পায় নি, তাও সম্ভব হবে! পতিব্রতা হিন্দু-নারী কর্ত্তব্যের জন্য—স্বামীর জন্য—ধর্ম্মের জন্য তার সর্ব্বস্ব—তার ইহকাল পরকাল, তার হৃদয়-দেবতার প্রতিকূলে দাঁড়াবে—প্রাণ পর্য্যন্ত পণ।

[প্রস্থান।

রঘু॥ [সুরাপান করিতে করিতে] হা—হা—হা—

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নদীতীর সন্নিহিত পথ

দুধের কেঁড়ে কক্ষে গীতকণ্ঠে গোয়ালিনীর প্রবেশ

গোয়ালিনী॥

গান।

এক বিয়ানের খাঁটি দুধ,
কে নিবি তা বল্।
খাঁটি-জ'লো নাও না দেখে,
দিয়ে পরখ-করা কল্।
ঘন জ্বালে পুরু সরে,
কত লোলায় জল সরে,
পল্‌কা প্রাণে বল্‌কা শুধু
যোগায় মনে বল।

দিই না ব'লে এ দুধ ধারে,
কত জনা যায় ফিরে,
নগদ দিয়ে নাও না সওগাত,
আমি জানি নাকো ছল্ ।

১ম পারিষদের প্রবেশ ।

১ম-পারি ॥ [স্বগত] সুন্দরী—তম্বঙ্গী—পরণে নীলাম্বরী—হুবহু মিলে যাচ্ছে ! তবে কাঁখে কলসীর বদলে কেঁড়ে ; তা হ'তেই পারে—রোজই যে কলসী নিয়ে আস্‌বে, তারই বা মানে কি ? ঘরে হয় ত একটি কলসী আর ঐ কেঁড়েটি সম্বল। কলসীতে জল ভরা ছিল, কাজেই কেঁড়ে আন্‌তে বাধ্য। নদীর ঘাট থেকে আস্‌ছে, এটাও হুবহু মিলে যাচ্ছে। তার পর কানের হীরের দুল—হয় ত খুলে রেখেছে। আরে, চব্বিশ ঘণ্টাই কি হীরের দুল কানে প'রে থাক্‌বে ? যদি হারিয়ে যায় ? ঠিক খুলেই রেখেছে। মহারাজের সেই লাবণ্যময়ী এ না হ'য়ে আর যায় না ! এখন কোন রকমে একে নিয়ে যেতে পার্‌লে হয়। দেখাই যাক্—[অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে] বলি, ওগো লাবণ্যময়ি ! বলি, শুন্‌ছ ?

গোয়ালিনী ॥ কে রে মুখপোড়া ড্যাক্‌রা ! বলি, রসিকতা কর্‌বার জায়গা পাও নি ?

১ম-পারি ॥ [স্বগত] তাই ত, মহারাজের লাবণ্যময়ীকে আমার লাবণ্যময়ী ব'লে সম্বোধন করাটা বোধ হয় ভাল হয় নি ! তাই উনি বোধ হয়, চটেছেন। একটুখানি সুর পাল্‌টে ধ'রে দেখা যাক্, কতদূর কি হয়। [প্রকাশ্যে] সুন্দরি ! আমার অপরাধ হয়েছে। মহারাজের লাবণ্যময়ী আপনি তা জানি ; তবু কেমন আল্‌গা মুখ কি না, হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে গেছে !

গোয়ালিনী ॥ মরণ আর কি—হতচ্ছাড়া মিন্‌সে! ন্যাকামো পেয়েছ? বিনি গয়লানীর খ্যাংরার বহর জান না বুঝি?

১ম-পারি ॥ আহা হা—চটো কেন, চাঁদ! আমরা গোলাম বৈ ত নয়। আর গোলাম ব'লেই আর কিছু বুঝি আর নাই বুঝি—তোমাদের ঐ শতমুখীর বহরটা পূরোদস্তুর বুঝি! যাক্, আর কথা কাটাকাটিতে কাজ নেই—এখন দয়া ক'রে আমার সঙ্গে চল; মহারাজ্ তোমার জন্যে একেবারে উতলা—হন্যে হ'য়ে বেড়াচ্ছেন।

গোয়ালিনী ॥ [চমকিত হইয়া স্বগত] ও বাবা! মিন্‌সে বলে কি? লম্পট মহারাজের নজর শেষে আমার মত দুঃখিনী গয়লানীর উপরও পড়েছে! নিশ্চয়ই তাই—নইলে পিশাচের সঙ্গী এই নরকের দূত আস্‌বে কেন? এখন কি করি? যদি স্ব-ইচ্ছায় এর সঙ্গে না যাই, লম্পট পিশাচ জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাবে। তার পর যা শুনেছি—তা যদি সত্য হয়, তা' হ'লে কৌশলে ধর্ম্মরক্ষা কর্‌তে পার্‌ব; আর যদি তা না হয়, মরণ ত হাতেই আছে।

১ম-পারি ॥ বলি, হ্যাঁগা! কি ভাব্‌ছ?

গোয়ালিনী ॥ ভাব্‌ছি, মহারাজের হুকুম কি এখনই যেতে হবে? না দুধের যোগান্‌টা সেরে যাব?

১ম-পারি ॥ [স্বগত] যাক্, বেশী কষ্ট কর্‌তে হ'ল না—বেটী মহারাজের নামে একেবারে জল হ'য়ে গেছে! [প্রকাশ্যে] তা দেখ, যখন কষ্ট ক'রে এসেছি, তখন একা ফিরে যাওয়াটা কি ভাল দেখায়? আর মহারাজই বা বল্‌বেন কি? তার চেয়ে আগে

আমার সঙ্গেই চল—দুধের যোগান না হয় আজ্‌কের মত শিকেয় তোলা থাক্।

গোয়ালিনী ॥ তাই চল—

[উভয়ের প্রস্থান।

অপর দিক্ দিয়া দ্বিতীয় পারিষদের প্রবেশ।

২য়-পারি ॥ তাই ত, বাবা! নমুনা মত একটাও মেয়ে মানুষ ত নজরে পড়্‌ল না। যদি সুন্দরী মিল্‌ল, ত তিনি বিশালাক্ষী—পরণে লালের চুড়ী—তন্বঙ্গী মিলে ত তিনি কোটরাক্ষী—চ্যাপ্‌টা নাকী—পরণে হাতী-পাড়! আবার নীলাম্বরী মিল্‌ল ত বিকট বিস্তার-বিহীন রেখার মত দীর্ঘাঙ্গী! তার কানে হীরের দুল চুলোয় যাক্, কারুর হাতে গরুর দড়ি—কারো মাথায় গোবরের ঝুড়ি—কারো হাতে দীর্ঘ সম্মার্জ্জনী! ঘুরে ঘুরে পা-দু'খানা আড়ষ্ট হ'য়ে উঠেছে—ক্ষিধেয় বত্রিশ নাড়ী পাক্ দিচ্ছে—অথচ সুন্দরীর অনুসন্ধান করতেই হবে! দুত্তোর গোলামী—যা থাকে অদৃষ্টে, এইখানে একটু বসি। [উপবেশন] আঃ দিব্যি ঝুর্‌ঝুরে হাওয়া! ক্ষিধেয় গা ঝিম্ ঝিম্ কর্‌লেও ঘুমের বোঝা যেন চোখ দুটোকে ক্রমশই ভারি ক'রে তুল্‌ছে। একটু গড়াই—

[শয়ন করিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই নিদ্রিত হইল]

তৃতীয় পারিষদের প্রবেশ।

৩য় পারি ॥ আচ্ছা লাবণ্যময়ীর পাল্লায় পড়া গেছে যা হোক্! ঘুরে ঘুরে দফা-রফা হ'য়ে গেল—লাবণ্যময়ী চুলোয় যাক্, মেয়ে মানুষের বদলে একটা মাদী মাছিও দেখ্‌তে পেলুম না! কি করি—আর ত পা চলে না! এই যে, ভায়া এখানে চৌদ্দ পোয়া।

আমারই বা এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয় কেন? তায়ার পাশে একটু গড়ানো যাক্, তার পর তায়ার অদৃষ্টে যা আছে, আমারও তাই হবে।

[শয়ন করিল, কিন্তু অত্যধিক ক্লান্তিবশতঃ অনতিবিলম্বে নিদ্রিত হইল।]

ত্র্যম্বকের প্রবেশ।

ত্র্যম্বক॥ বিবেক যে কার্য্যে বাধা দেয়—প্রবৃত্তি পশ্চাৎপদ হয়—গোলামীত্বের মোহে অন্ধ হ'য়ে, পরিপূর্ণ উৎসাহ নিয়ে ছুটেছি সেই কার্য্য সমাধা করতে! কী অধঃপতন আমার! জানি সব—বুঝি সব—অথচ এ মোহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করবার সামর্থ্য আমার নেই—কী দুর্ব্বলতা! এই যে, মহারাজের মহান্ কর্ম্মের উৎসাহ-দাতা অনুচর দু'জন এখানে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন! ঈশ্বর! পার না কি এই সব নারকীয় পিশাচদের ধ্বংস করতে! না—না—বিষ্ণুপুরের দোর্দ্দণ্ড নারকীয় শক্তির সম্মুখে তোমার দৈব শক্তির কোন যোগ্যতা নেই।

[ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে করিতে সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন; কয়েক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিলেন; তার পর গম্ভীর মুখে যেন অস্বাভাবিক প্রফুল্লতার ফুটিয়া উঠিল; তিনি আপন মনে হাসিলেন, এবং পারিষদগণের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,]

বেশ ঘুমুচ্ছে! বেশ সুখ-শয্যা! এ সুখ-শয্যা যাতে সহজে ত্যাগ করতে না হয়, তার কি কোন উপায় হয় না? [কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া] না, তার চেয়ে—ঐ অদূরেই উন্মাদাগার; উন্মাদ্

চিকিৎসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে—সেই যুক্তিই ভাল! পাপলীলা সহচরদের মহারাজের কাছ থেকে যতক্ষণ দূরে রাখা যায়, নারকীয় লীলা ততক্ষণ মন্দীভূত থাক্‌বে!

[পারিষদদ্বয়েব উষ্ণীষ খুলিয়া তদ্বারা তাহাদের হস্ত-পদ মুখ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দ্রুতপদে তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং অনতিবিলম্বে উন্মাদাগারের দুইজন রক্ষীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।]

দেখ, এঁরা দুজন রাজভৃত্য; সম্প্রতি উন্মাদরোগগ্রস্ত হ'য়ে যথেচ্ছাচার কর্‌ছেন, তাই মহারাজের আদেশে আমি এদের উন্মাদাগারে নিয়ে যাচ্ছিলুম; কিন্তু একা আমি দু'জন উন্মাদকে সাম্‌লানো অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল, তাই তোমাদের সংবাদ দিতে গেছ্‌লুম। এখন তোমরা এদের নিয়ে যাও। কিন্তু খুব সাবধান—এদের রোগমুক্তির জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার যেন এতটুকু শৈথিল্য প্রকাশ না পায়। আর তোমাদের সুচিকিৎসার গুণে যদ্যপি এরা সত্বর রোগমুক্ত হয়, তা' হ'লে মহারাজ তোমাদের আশাতীত পুরস্কৃত কর্‌বেন।

[রক্ষীদ্বয় পারিষদদ্বয়কে তুলিয়া লইয়া গমনোদ্যোগ করিল]

হাঁ, দেখ—এঁদের উন্মত্ততার প্রধান লক্ষণ কোন রমণীর রূপ-বর্ণনা। সম্ভবতঃ উভয়েই একই রমণীর রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে এরূপ উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হয়েছেন। যাও—নিয়ে যাও—

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান-বাটিকা

ইরা ও সহচরীগণ পুষ্পচয়ন করিতেছিল; সহচরীগণ ফুল্লমনে গাইতেছিল।

সহচরীগণ ॥—

গান।

এত যত্নে গাঁথা ফুলের মালা,
পরাবি সই কার গলায়।
কে সে নাগর মনের মত
দাঁড়িয়ে আছে কদমতলায়॥
শুনে কি মুরলি-ধ্বনি,
ছুটে এলি চাঁদবদনী,
আকুল হ'য়ে বকুলতলে,
গাঁথ্‌বে মালা এ অবেলায়॥

১ম-সহচরী॥ ঐ ছোটরাজকুমার আস্‌ছেন; আয়—চ'লে আয়।

ইরা॥ এলেনই বা ছোট রাজকুমার, অত ভয় কেন? উনি ত আর বাঘ নয় যে, তোদের ঘাড় মট্‌কাবেন?

১ম-সহচরী॥ বাঘ বরং ভাল—একেবারে শেষ ক'রে দেয়; কিন্তু হিংস্র মানুষ আরও ভয়ানক! একটু একটু ক'রে দগ্ধে মারে —সুধা ব'লে বিষের পাত্র মুখে তুলে দেয়, আর অভাগিনী সারাটা জীবন ধ'রে সে বিষের জ্বালা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করে। কাজ কী

অত ঝঞ্ঝাটে ? এখন বিষ হজম কর্‌বার বুকের পাটা যার, তিনিই থাকুন—আমরা যাই চল।

[সহচরীগণের প্রস্থান।

ইরা॥ তাই ত সমরেন্দ্রের মুখখানা অমন শুকিয়ে গেছে কেন ? রাজপুরে বিপ্লবের সৃষ্টি সেই মুসলমানীকে নিয়ে ; কিন্তু তাতে সমরেন্দ্রের কি ?

সমরেন্দ্রের প্রবেশ।

সমরেন্দ্র—সমরেন্দ্র ! তোমার মুখখানা এমন শুক্‌নো কেন, সমরেন্দ্র ?

সমর॥ ইরা, সরলা বালিকা তুমি !
জটিল রহস্য-জালে জড়িত সংসারে,
নাহি শক্তি তব সে রহস্য-ভেদে।
তুমি দেখিয়াছ—প্রভাত অরুণ হাসি,
কুসুমিত ফুল্ল উপবন ;
শান্ত তটিনীর বুকে ক্ষুদ্রবীচিমালা
মলয়-হিল্লোলে খেলে ;
শুনিয়াছ—বিহঙ্গের গান ললিত পঞ্চমে ;
ভাবিয়াছ—এই মত সুখ শান্তিময়
এ সংসার ! নাহি জান—
সংসারের আশীবিষ সুখ-তাপ-জ্বালা !
তুমি কী বুঝিবে ?
না—না—কাজ নাই বুঝে !
শান্তিময়ী আনন্দ-লতিকা—

কাজ নাই টুটায়ে তোমার
অজ্ঞানতা মোহ-আবরণ ;
আনন্দ হিল্লোলে ভাস চিরদিন।
আমি ভাগ্যহীন—ভ্রমিব সংসারে
অদৃষ্ট-চালিত পথে।
ইরা—বিদায় !

ইরা॥ বিদায় ! কেন—সমরেন্দ্র, বিদায় কেন ? কি হয়েছে, সমরেন্দ্র ?

সমর॥ ইরা, আমি নির্ব্বাসিত। রাজপুরীতে নির্ব্বাসিতের স্থান নেই—তাই আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

ইরা॥ নির্ব্বাসিত কার আদেশে—কি অপরাধে ?

সমর॥ তুমি কি জান না—ইরা, মহারাজ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে সেই বন্দিনী মুসলমানীকে বিবাহ কর্‌তে উদ্যত হয়েছেন ব'লে মহারাণীর ষড়্‌যন্ত্রে মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত কর্‌তে রাজ্যের সমস্ত শক্তি আজ মহারাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ! মহারাজের অনুগ্রহপুষ্ট প্রত্যেক প্রাণীকেই মহারাণী শত্রু মনে ক'রে তাদের উপর যথেচ্ছা ব্যবহার কর্‌ছেন। মহারাজের অপার্থিব স্নেহে প্রতিপালিত সমর সিংহও তাদের মধ্যে একজন ; তাই আমার প্রতি এই কঠোর দণ্ডাজ্ঞা, ইরা ! বিদায়—

ইরা। না—না—সমরেন্দ্র, তুমি যেয়ো না। মা নিশ্চয়ই ভুল বুঝেছেন ; আমি তাঁর এ ভুল ভাঙ্‌ব—আমি তাঁকে বুঝিয়ে দোব—সমরেন্দ্র কখনও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ কর্‌বে না। তুমি যেয়ো না, সমর !

সমর ॥ কিন্তু—ইরা, আমি ত প্রাণ থাক্‌তে অন্যায়ের পক্ষপাতী হ'তে পার্‌ব না ?

ইরা ॥ অন্যায় ? কার অন্যায়, সমরেন্দ্র ?

সমর ॥ তুমি হয় ত বুঝ্‌বে না—ইরা, অন্যায় কার। রাজা মুসলমানই হোক্ আর হিন্দুই হোক্, ব্যক্তিগতভাবে রাজ-সিংহাসনের তিনিই একমাত্র অধিকারী। যদি কেউ ষড়্‌যন্ত্র ক'রে তাঁকে তাঁর ন্যায্য অধিকার হ'তে বঞ্চিত কর্‌তে চেষ্টা করে, তার এ কার্য্য কি রাজদ্রোহিতা নয় ? পতিপ্রাণা হিন্দুললনা যদি নারী-সুলভ ঈর্ষা-পরতন্ত্র হ'য়ে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করে, স্বামী ধর্ম্মত্যাগী ব'লে নারী যদি তার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য পতিপূজা ভুলে গিয়ে নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ দেবতা স্বামীর সর্ব্বনাশ কর্‌তে উদ্যত হয়, বল দেখি—ইরা, তার এ আচরণ ন্যায়-সঙ্গত না ধর্ম্মসঙ্গত ?

ইরা ॥ কিন্তু তুমি জান না—সমরেন্দ্র, মাতার এ চেষ্টা শুধু পিতাকে সুপথে আন্‌বার জন্য। পিতা মুসলমানীকে বিবাহ ক'রে বিষ্ণুপুরের পবিত্র রাজবংশের গৌরব ক্ষুণ্ণ কর্‌তে যাচ্ছেন, তাঁর এই কার্য্যে বাধা দেবার জন্য আর কোন মন্দ উদ্দেশ্য নয়।

সমর ॥ উদ্দেশ্য মন্দ না হোক্—তাঁর কার্য্য অতীব নিন্দনীয়। আর এরূপ কার্য্যের সহায়তা করাও আমি নিন্দনীয় মনে করি।

ইরা ॥ তা' হ'লে সত্যই তুমি পিতার পক্ষপাতী ?

সমর ॥ আমি কর্ত্তব্যের পক্ষপাতী—ন্যায়ের পক্ষপাতী—ধর্ম্মের পক্ষপাতী আর মহারাজ রঘুনাথ সিংহ আমার আশ্রয়-দাতা—অন্নদাতা প্রতিপালক পিতা—তাই তাঁরও পক্ষপাতী।

মায়াদেবীর প্রবেশ।

মায়া॥ আমার আদেশ শুনেও তুমি এখনও রাজপুরী পরিত্যাগ কর নি, অবাধ্য যুবক?

ইরা॥ উনি বহু পূর্ব্বেই রাজপুরী পরিত্যাগ কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলেন, মা! শুধু আমার অনুরোধে এতক্ষণ—

মায়া॥ বুঝেছি—ইরা, কল্পনায় গড়া আকাশের ইমারৎ ভেঙ্গে চুর্‌মার্ ক'রে দে—যদি সুখের মুখ দেখ্‌তে চাস্! সমরেন্দ্র, এখনই—এই মুহূর্ত্তেই এ স্থান ত্যাগ কর!

[ইরার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে মায়াদেবীর প্রস্থান। গমন কালে ইরা ব্যাকুলদৃষ্টিতে সমরেন্দ্রের দিকে চাহিতে লাগিল; সমরেন্দ্র একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ ইরার দিকে চাহিয়া রহিল—একটা দীর্ঘশ্বাস যেন তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলটা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দূর-শূন্যে বিলীন হইল। অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল।]

সমর॥ সব ভুল্‌তে পার্‌ব; কিন্তু পার্‌ব কি ভুল্‌তে এই সরলা বালিকাকে? ঈশ্বর! হৃদয়ে বল দাও।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজসভা

মন্ত্রী ও অমাত্যগণ

মন্ত্রী ॥ সমস্যা ক্রমশই জটিল হ'য়ে আস্‌ছে। মহারাজ যখন ধর্ম্মান্তর; গ্রহণ করেছেন, তখন যে মুসলমানীকে বিবাহ কর্‌বেন, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রকাশ্যভাবে সিংহাসনে না বস্‌লেও মহারাণী মায়াদেবীই এখন রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। জ্যেষ্ঠরাজ-কুমার সমরসিংহের সহায়তায় রাজ্যের অধিকাংশ সেনাই মহারাণীর করতলগত। বাকী শুধু আমরা— মহারাণী অবিলম্বে প্রকাশ্য বিদ্রোহের নিশান তুলে মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত কর্‌তে চান্, তাই আমাদের অভিমত জান্‌তে চেয়েছেন। এখন বলুন—আমাদের কর্ত্তব্য কি?

১ম-অমাত্য ॥ মহারাণীর এরূপ আচরণ কি রাজদ্রোহিতা নয়?

ফিরোজাবাইয়ের প্রবেশ।

ফিরোজা। কখনও না। দেবতার দান বিষ্ণুপুরের পবিত্র রাজ-সিংহাসন, আর সে দান হিন্দুকে, তাই বিষ্ণুপুর রাজ-সিংহাসনে হিন্দুরাজা। ধর্ম্মত্যাগী রঘুনাথ সিংহ কখনও এ পবিত্র সিংহাসনের অধিকারী হ'তে পারে না। সুতরাং বর্ত্তমানে মহারাণীর কার্য্যই ন্যায়-সঙ্গত—ধর্ম্মসঙ্গত, আর তার বিরুদ্ধাচরণই রাজদ্রোহিতা।

অমাত্যগণ॥ কে এ নারী ?

[মন্ত্রীর ইঙ্গিতে অমাত্যগণ নীরব রহিলেন]

মন্ত্রী॥ কে তুমি বালিকা? তোমার বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছে, তুমি মুসলমানী ; কিন্তু—

ফিরোজা॥ কিন্তু স্বধর্ম্মে দীক্ষিত বিষ্ণুপুরাধিপতির বিরুদ্ধাচরণ করছি কেন? বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই, মন্ত্রী মহাশয়! রাজা স্বধর্ম্মীই হোক্ আর বিধর্ম্মীই হোক্, যা সত্য—তা সকলেরই কাছে সর্ব্বদা সত্য! যা ন্যায়-সঙ্গত—সকলের কাছেই ন্যায়-সঙ্গত।

মন্ত্রী॥ কিন্তু বালিকা, বিষ্ণুপুর সিংহাসনের ন্যায়-সঙ্গত অধিকারী মহারাজ রঘুনাথ সিংহ।

ফিরোজা॥ সে অধিকার হ'তে মহারাজ নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করেছেন—ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রে। এখন যদি মহারাজ রঘুনাথ সিংহ স্বেচ্ছায় সিংহাসনের মায়া পরিত্যাগ না করেন, সমগ্র প্রজার মিলিত শক্তি তাঁকে সিংহাসন থেকে হাত ধ'রে টেনে নামিয়ে এনে হিন্দুরাজার পবিত্র সিংহাসনে একজন হিন্দুকে বসিয়ে তাকেই রাজা ব'লে অভিবাদন করবে।

মন্ত্রী॥ রাজশক্তি কি প্রজা-শক্তির চেয়ে দুর্ব্বল মনে কর, বালিকা?

ফিরোজা॥ সে দুর্দ্ধর্ষ রাজ-শক্তির এখন অস্তিত্ব কোথায়, মন্ত্রী মহাশয়? তর্ক করব না, বুঝেছি—আপনি যথার্থই মহারাজের নেমকের গোলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য—মহারাজের যে আপনার মত নেমকের গোলাম তাঁর এত বড় রাজ্যে আর

একজনও আছেন কি না সন্দেহ। আপনার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ এই অমাত্যগণই বলুন না কেন, আমার কথা সত্য কি না ?

[অমাত্যগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন দেখিয়া মন্ত্রী বলিলেন।]

মন্ত্রী॥ বন্ধুগণ। এই বালিকার কথা কি সত্য ?

১ম অমাত্য॥ না—না—তবে কি জানেন—

২য় অমাত্য॥ চাচা আপন বাঁচা !

৩য় অমাত্য॥ এই যেমন দেশকাল আর কি ?

ফিরোজা॥ বুঝেছেন—মন্ত্রী মহাশয়, এই এত বড় রাজ্যের যিনি শক্তিমান্ রাজা, তাঁর সহায় শুধু আপনি—আর রাজ-শক্তি এরই নামান্তর।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী॥ মিথ্যাকথা ! কে আছিস্—রাজদ্রোহিনীকে শৃঙ্খলিত কর্।

রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘু॥ কেউ নেই—মন্ত্রি, কেউ নেই ! কাকে আদেশ কর্‌ছ—কে শুন্‌বে ? রাজ্যলিপ্সার প্রবল উন্মাদনা যার মূল, সেই বিরাট্ ষড়্‌যন্ত্রের নায়িকা যখন অর্দ্ধাঙ্গিনী প্রিয়তমা পত্নী, তখন আর কেন—মন্ত্রি ? এ রাজ্যের মায়া পরিত্যাগ ক'রে চল—মেহেরবান্ খোদার অনন্ত রাজ্যের কোথায় একটু আশ্রয় অনুসন্ধান করে নিই।

মায়াদেবীর প্রবেশ।

মায়া॥ কোন প্রয়োজন নেই, মহারাজ ! তোমার রাজ্য—তোমার ঐশ্বর্য্য—তোমারই সব—তুমি আমাকে শুধু আমার

প্রাপ্যটুকু ফিরিয়ে দাও। স্বামী তুমি—প্রভু তুমি—ইষ্টদেবতা তুমি—আমি শুধু তোমাকেই চাই।

রঘু॥ কিন্তু মায়াদেবি, আমি যে মুসলমান, আর তুমি হিন্দু নারী।

মায়া। তবু তুমি আমার স্বামী—আমার আরাধ্য দেবতা। তুমি মুসলমানীকে পরিত্যাগ কর, আমি কায়মনে তোমার সেবা ক'রে নারী-জন্ম সার্থক কর্‌ব।

রঘু॥ তা কি হয়, মায়া! আশ্রিত রমণীকে আমি বিবাহ কর্‌ব ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছি। যখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তখন বিবাহ হ'য়ে গেছে মনে ক'রো। এরূপ অবস্থায় তাকে পরিত্যাগ করা মহাপাপ। পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে সকল পাপের মার্জ্জনা আছে, কিন্তু এ মহাপাপের মার্জ্জনা নেই।

মায়া॥ শুন্‌লে না—শুন্‌লে না—তবে আর আমার অপরাধ নেই। শোন—রাজা, আজ হ'তে তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নেই। বিধর্ম্মী তুমি—বিষ্ণুপুরের পবিত্র সিংহাসনে তোমার আর কোন অধিকার নেই। আজ হ'তে তুমি তোমার বিধর্ম্মী প্রণয়িনীকে নিয়ে বিষ্ণুপুর সীমান্তবর্ত্তী তোমারই নব নির্ম্মিত উদ্যান-বাটিকায় আজীবন বন্দীভাবে অবস্থান কর। শাস্ত্রবিধি মতে ধর্ম্মত্যাগীকে যেমন মৃতকল্প আচরণ কর্‌তে হয়, আমি তেমনি আমার ধর্ম্মত্যাগী স্বামীর কুশ-পুত্তলিকা দাহনান্তে বৈধব্য ধারণ ক'রে আমার পুত্রকে বিষ্ণুপুরের শূন্য-সিংহাসনে বসাব। যদি পার—উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় ক'রে, তোমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার ক'রো। কে আছিস্?

দুইজন রক্ষীর প্রবেশ।

বন্দী রঘুনাথসিংহকে আর সেই বন্দিনী মুসলমানীকে লালবাঘে নজরবন্দী রাখ।

মন্ত্রী॥ মহারাণি! স্বামীর প্রতি এতটা নিষ্ঠুর হবেন না।

মায়া॥ কে স্বামী? আমার স্বামী মরেছে—আমি বিধবা হা—হা—হা—

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ

[উন্মাদাগারের এক প্রকার শকট মধ্যে আরূঢ় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পারিষদ। শকটের বৈচিত্র্য এই যে, উহা একরূপ বাক্সের ন্যায় ডালাবদ্ধ; ডালার দুইদিকে গোলাকারে কাটা ও কব্জা লাগানো। ডালাবদ্ধ থাকিলে আরোহীর সর্ব্বাঙ্গ বাক্সের ভিতর থাকে এবং গলা হইতে মস্তকটী বাহিরে থাকে। এইরূপ অবস্থায় পারিষদদ্বয় শকট মধ্যে বসিয়াছিল এবং ভৃত্য শকট টানিয়া লইয়া যাইতেছিল।]

২য়-পারি॥ সুন্দরী তন্বঙ্গীর সন্ধান করতে এসে একি ফ্যাঁসাদে পড়া গেল, ভায়া? প্রাণটা যে যায়-যায় হ'য়ে উঠ্‌ল। চিড়িয়া ধ'রে খাঁচাকলে পুর্‌তে গিয়ে যে, নিজেরাই খাঁচাকলে পড়্‌লুম। কি হ'বে, ভায়া?

৩য়-পারি॥ হবে আর কি? খাঁচা-কলে ব'সে দুধ-ছোলা খাওয়া—আর যে বুলি বলাবে, তাই বলা!

২য়-পারি॥ আরে, তা' হ'লেও ত বাঁচ্‌তুম্! ব্যাটারা যে রকম চাবুক হাঁক্‌ড়ায়—বাপ্—পিঠের অর্দ্ধেক চাম্‌ড়া ত পরিষ্কার হ'য়ে গেছে!

৩য়-পারি ॥ এখন বাকীটুকুও পরিষ্কার না ক'রে কি রেহাই দেবে মনে কর? ভায়া—চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী! এখানে কি তিরিক্ষে মেজাজ্ চলে? প্রথম দিনের চাবুকের বহর দেখেই আক্কেল হ'য়ে গেছে, বাবা! এখন আর রামও বল্‌ব না—গঙ্গাও বল্‌ব না।

২য়-পারি ॥ তা'ত বল্‌বে না, কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, এ অন্যায় অত্যাচার মানুষ কত সয়?

৩য়-পারি ॥ তবুও ভায়া, এটা চাবুকের চেয়ে মোলায়েম। চুপ্ কর—ভায়া, ঐ বুঝি যম-দূত ব্যাটারা আস্‌ছে!

উন্মাদাগারের জনৈক রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী ॥ [ভৃত্যের প্রতি] ইয়ে লোক আউর কুছ্ পাগ্‌লামী কিয়া?

ভৃত্য ॥ না, হুজুর!

রক্ষী ॥ তব্ দেখ্‌তা তিন দিন হুয়া। কর্ত্তা বোলা থা, তিনদিন আগর আচ্ছা রহে তো ছোড়্ দেনা। দেখে খাঁচা খোল্‌কে—[চাবুক মারিতে মারিতে] ঠিকসে বৈঠে।

পারিষদদ্বয় ॥ উ-হু-হু-গেছি—গেছি—গেছি!

রক্ষী ॥ দরদ্ লাগ্‌তা—হা—হা—হা—যব্ দরদ্ মালুম হোগা, তব্ পয়চান্ লেগা কি শালা লোগ আচ্ছা হো গিয়া। [শকটের বাক্সের ডালা খুলিয়া উভয়কে বাহির করিয়া] কেঁও বেটা—অব আচ্ছা হ্যায়?

২য়-পারি ॥ খুব আচ্ছা হ্যায়! আমি ত আমি—আমার চৌদ্দপুরুষ আচ্ছা হ্যায়!

৩য়-পারি ॥ আমার বাহাদুর পুরুষ, বাবা--

রক্ষী ॥ কর্ত্তাকা হুকুম—তব্ তোম্‌লোগ যাও।

২য়-পারি। তা যাচ্ছি, বাবা! তুমি আমাদের আর-জন্মে নিশ্চয়ই কেউ ছিলে, বাবা; নইলে এত দয়া তোমার, বাবা? তা যখন এতটা উপকার কর্‌লে, বাবা, দয়া ক'রে বল্‌বে কি, বাবা—কে আমাদের তোমার খর্পরে পাঠিয়েছিল?

রক্ষী ॥ তুম্ লোগ তো পাগল হো গিয়া থা।

২য়-পারি। তা ত দেখ্‌ছি—বাবা, না হ'লেও হয়েছি! কিন্তু বাবা, কে সে মহাপুরুষ—যিনি আমাদের দুঃখে কাতর হ'য়ে আমাদের পাগলা-গারদে রেখে এসেছিলেন?

রক্ষী ॥ ওঃ! উস্ বখ্‌ত তুমারা দেমাক্ য্যায়সা খারাপ হো গিয়া থা, যো কি তুম্ উস আদ্‌মীকো ভি ভুল গিয়া।

২য়-পারি ॥ আহা, সেইজন্যই ত তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, বাবা, আমাদের সে উপকারী বন্ধুটি কে?

রক্ষী ॥ ওহি ত্র্যম্বকজী। মহারাজ উসিকো সাথ্ তুম্ লোগ্ কো এঁহা ভেজ দিয়া থা।

২য়-পারি ॥ বটে! বন্দেগী—

[রক্ষী ও ভৃত্যের প্রস্থান।

বুঝ্‌লে—ভায়া, নীচ কুকুরটার স্পর্দ্ধা কতখানি বেড়ে উঠেছে! এর প্রতিশোধ নিতেই হবে।

৩য়-পারি ॥ নিশ্চয়ই—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান-বাটিকা

লালবাগের একটী সুসজ্জিত কক্ষ। রঘুনাথ আলবোলায় ধূমপান করিতেছিলেন ; পার্শ্বে বসিয়া লালবাই বীণা বাজাইয়া গাহিতেছেন।

লালবাই ॥—

গান।

ডারি দিব এ জীবন দরিয়া 'পরে।
তুঁহারি লাগিয়া বঁধু কত সব রে।
সঁপিনু তনু মন জীবন যৌবন,
লালি আঁখি রোয়ত-রোয়ত নিশিদিন,
দরশ ভেল যদি দীরঘ বরষ পরে—
পিয়াসা মিটিল কাঁহা রে॥

রঘু॥ এমন মধুর মিলনে সঙ্গীতের ছলে মর্ম্মভেদী হা-হুতাশের ছড়াছড়ি কেন, প্রিয়তমে? ভাবছ, রাজ্য গেছে—রাজরাণী থেকে বন্দিনী হয়েছ—একাধিপত্যের উচ্চতম শিখর হ'তে নেমে গিয়ে অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছ, তাই এ হতাশার আক্ষেপ? না—না—প্রিয়তমে! পবিত্র প্রেমের চিরমধুর অনাবিল অফুরন্ত

আনন্দ-হিল্লোলের এমন মধুর পরশসুখ তোমার এ মণি-মরকত-মণ্ডিত প্রভুত্বের গরিমাময় রাজ-সিংহাসনে নেই—আছে শুধু এই হীনতার বেষ্টনে। সৌভাগ্যের উচ্চতম আসনে ব'সে তোমায় পেয়েছি সত্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তোমায় লাভ করেছি—এই দুর্ভাগ্যের অভ্যুদয়ে। এই দুর্ভাগ্যই আমার সুখ—এই দুর্ভাগ্যই আমার শান্তি। এ সুখ—এ শান্তিটুকু ভেঙে দিয়ো না, লালী—তোমার ঐ হতাশার দীর্ঘশ্বাসে।

লালবাই॥ সে ইচ্ছা কখনও ছিল না, রাজা! আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় লালবাই আপনার বন্দিত্ব স্বীকার করেছিল—ভোগের উচ্চতম শিখরে আরোহণ ক'রে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা মেটাতে। কিন্তু নসীব প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে তার আশাটুকুর প্রথম উন্মেষেই নিঃশেষ ক'রে দিলে, মহারাজ! শুধু পরিণয়ে লালবাইয়ের আশা মিটবে না—ভোগবর্জ্জিত দাম্পত্যজীবন বহন করার চেয়ে লালবাইয়ের কারা-মৃত্যু অধিক বাঞ্ছনীয়। যদি শক্তি থাকে—মহারাজ, হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার ক'রে আপনার লুপ্ত গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন ; তারপর লালবাই—সে ত মহারাজের চরণতলে চিরদিনের জন্য বন্দিনী ; যেমন একদিন ছিল—তার শেষ নিঃশ্বাস যতক্ষণ না রুদ্ধ হ'য়ে যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত থাক্‌বে।

রঘু॥ তবে কি, তবে কি, লালী তুমি আমায় বিবাহ কর্‌বে না?

লাল॥ তা ত বলি নি, মহারাজ! জানেন্ না কি—আমি শুধু সেই আশাটুকুই নিয়ে বন্দিত্ব স্বীকার করেছি! আমি বিবাহ কর্‌ব—বিষ্ণুপুরের প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ রঘুনাথ সিংহকে—রাজ্যহারা—সম্পদ্‌হারা—ভাগ্যহীন দীন বন্দী রঘুনাথ সিংহকে নয়।

রঘু॥ পাষাণি—

লাল॥ শুধু পাষাণী কেন? রাক্ষসী বলুন—পিশাচী বলুন কোন দুঃখ নেই; লালবাই যাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে ভালবেসেছে, তার জন্য সে সমস্ত নির্য্যাতন—সমস্ত অপমান অবাধে সহ্য করবে ততদিন—যতদিন না সে তার প্রণয়াস্পদকে হীনতার অধস্তম স্তর থেকে টেনে তুলে গৌরবের শ্রেষ্ঠ আসনে আবার বসাতে পারে।

রঘু॥ কিন্তু লালি, আমি যে সহায়হীন দীন বন্দী?

লাল॥ বন্দী ব'লে হতাশায় নিশ্চিন্ত থাক্‌লে চল্‌বে না, মহারাজ! যেমন ক'রে হোক্—শক্তি সঞ্চয় কর্‌তেই হবে। শুষ্ক অবসাদ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে প্রস্তুত হও—মহারাজ, পতিদ্রোহিনী নারীর রাজদ্রোহিতার—পতিদ্রোহিতার সমুচিত প্রতিফল দিতে।

রঘু॥ উপায় নেই—লালি, কোন উপায় নেই! চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র বিদ্রোহিদল ঘিরে রয়েছে; মধ্যে আমি সহায়হীন—শক্তিহীন—নিরস্ত্র বন্দী! লালি, কোন উপায় নেই! নিঃস্ব হতভাগ্য শ্রান্ত পথিক তোমার অপার্থিব প্রেমের স্নিগ্ধ শান্তিময় ছায়াতলে একটুখানি বিশ্রামের আশায় ছুটে এসেছে—তাকে সম্বর্দ্ধনা করতে না পার, তাকে দূর ক'রে দিয়ো না; প্রেম-সম্ভাষণে তাকে অভিনন্দিত করতে না চাও—বন-বিহঙ্গিনীর মত নির্জ্জনতার একান্তে ব'সে তোমার সুধা-সঙ্গীতে দিগ্-দিগন্ত মুখরিত কর—সে দূরে ব'সে সেই সুধা পান ক'রে পরিতৃপ্ত হোক্।

[সতৃষ্ণ নয়নে লালবাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন]

তৃতীয় দৃশ্য

চিড়িমার পল্লী

বাঘ-মোড়লের কুটির-সম্মুখ

পল্লীবাসিনী রমণীগণ কেহ বা মৎস্য, কেহ বা মাংসের চুবড়ী মাথায় লইয়া বাজার যাইবার পথে গাহিতেছিল।

সকলে।—

গান।

চ'লে আয়—চ'লে আয়,
বাজার-বেলা ব'য়ে যায়।
বেলায় হবে হেলা-ফেলা,
কাট্‌বে না মাল হবে দায়॥
ছাওয়াল নিয়ে আগুন চেয়ে
সে যে রয়েছে,
ছুট্‌ছি বটে হাটে বাটে,
মনটী কি আছে,
(কাছে মনটী কি আছে)
একলা ঘরে কালোমাণিক
সে ঘুরুছে যে তার পায় পায়॥

[সকলের প্রস্থান।

কথোপকথন করিতে করিতে বাঘমোড়ল ও ভিখুর প্রবেশ।

বাঘমোড়ল॥ বলিস্ কি, রে ভিখু—এতদূর হয়েছে? রাণী

বেটীর এতখানি সাহস কেমন ক'রে হ'ল বল্‌তে পারিস্? আবার বড় ঘরের ওরাই না বড়াই করে—মেইয়া লোকের স্বোয়ামী দেবতা—মাথার মণি— এম্‌নি কত কি শাস্তরের বুলি আওড়ায়? তাদেরই এই কাজ? আরে ছোঃ! আমাদের ছোট লোকের ঘরে বড় জোর নিকে তাল্লাক্, ব্যস্—কাজের খতম! নইলে তুই কেলোর মা-কেলোর বাপের তাঁবেদার, উঠ্‌তে বল্‌লে উঠ্‌বি, বস্‌তে বল্‌লে বস্‌বি—রা টী কাড়্‌বি নি। আর মেহনত্ কর্‌বি, নিজের স্বোয়ামী পুত্রের জন্যই কর্‌বি; ব্যস্—চুকে গেল!

ভিখু॥ সত্যি—মোড়ল-জ্যাঠা, আমিও শুনেই অবাক্! তাজ্জব ব্যাপার!

বাঘমোড়ল। তাজ্জব ব'লে তাজ্জব! ঘোর কলি—রে ভিখু, ঘোর কলি?

ভিখু॥ আচ্ছা—মোড়ল-জ্যাঠা, এই আমাদের ঘরে যখন কিছু হয়, তখন আমরা তোমার কাছে আসি—তুমি সব মিট্‌-মাট্ ক'রে দাও; তেমনি রাজ্-রাজড়াদের কি কেউ মোড়ল নেই?

বাঘমোড়ল॥ তা' হ'লে আর ভাবনা কি ছিল বল্? বড় ঘরের কথা আমাদের মত নয়—ওরা নিজেরাই মোড়ল-মোড়লনী; পরের যুক্তি নিলে ওদের মান খোয়া যায়! তবে বিষ্ণুপুরের রাজার উপর মুড়ুলী কর্‌বার লোক এমনও আছে।

ভিখু॥ আছে? তবে তার কাছে যায় না কেন?

বাঘমোড়ল॥ যাওয়া-না-যাওয়া, সেটা ওদের খুসী।

ভিখু॥ তেমন মোড়ল থাকা-না-থাকা দুইই সমান।

বাঘমোড়ল॥ ভুল বুঝেছিস্, ভিখু! ছোটখাটো ব্যাপারে

ওরা যা খুসী করুক্, কিন্তু যাতে রাজার বিপদ্, তাতে মোড়ল নিজেই গিয়ে মুড়ুলী কর্‌বে। কেন কর্‌বে তা বোধ হয় জানিস্ না? তা তোরা আর জান্‌বি কি ক'রে? আমিই এতকাল জান্‌তুম না; জেনেছি—যে দিন বাপ্ ম'লো! আবার আমি যেদিন মর্‌ব, সেদিন তোদের মধ্যে যে মোড়ল হবে, তাকে জানিয়ে দিয়ে যাব। আমার বাপ্-দাদাও এমনি ক'রে জেনেছিল। বড় গোপনীয় কথা—এক কান ছাড়া দু'কান হবার যো নেই—কটু দিলেশা দেওয়া! যাক্, তার পর আর কি শুন্‌লি?

ভিখু॥ আর শুন্‌ব কি? রাজা এখন সেই মুসলমানী ছুঁড়ীকে নিয়ে লালবাগে নজর-বন্দী আছে; রাণী ছেলেকে তক্তায় বসিয়ে পর্দ্দার আড়াল থেকে হুকুম চালাচ্ছে।

বাঘমোড়ল। এতে কেউ বাধা দিলে না?

ভিখু॥ কে দেবে? রাণী সকলকেই হাত করেছে।

বাঘমোড়ল॥ বটে! [ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত]

ভিখু॥ বটে ব'লে আকাশ পানে তাকিয়ে কি ভাব্‌ছ, মোড়ল-জ্যাঠা?

বাঘমোড়ল॥ ভাব্‌ছি? ভাব্‌ছি, বুড়ো হয়েছি—হাতিয়ার ধর্‌তে হাত কাঁপে।

ভিখু॥ সে কি, মোড়ল-জ্যাঠা! আমরা থাক্‌তে, বুড়ো মানুষ তুমি—তোমাকে হাতিয়ার ধর্‌তে হবে কেন? শুধু হুকুম কর তুমি—তোমার হুকুম তামিল কর্‌তে আমার মত দু'শো জোয়ান ত হামেশা তৈরি আছে, মোড়ল-জ্যাঠা?

বাঘমোড়ল॥ তা জানি, ভিখু! কিন্তু এও যে, বাপ্-দাদার

হুকুম—মোড়লকে আগে হাতিয়ার ধর্‌তে হবে। তোরাও তৈরী হ'—

সমরেন্দ্রের প্রবেশ।

সমরেন্দ্র ॥ বল্‌তে পার - বৃদ্ধ, এই পল্লীতে বাঘমোড়ল কোথায় থাকে ?

বাঘমোড়ল ॥ তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বড় ঘরের ছেলে ; একটা ছোটলোকের কাছে তোমার এমন কি দরকার, বাপু, তার সন্ধানে এখানে ছুটে এসেছ ?

সমরেন্দ্র ॥ দরকার ? বড় দরকার, বৃদ্ধ ! তাকেই চাই—আর কাকেও বল্‌বার যো নেই। বল—বৃদ্ধ ?

বাঘমোড়ল ॥ এমন কী দরকার তোমার—যা আমরা শুন্‌তে পাই না ? আমাদের মোড়ল ত কই আমাদের লুকিয়ে কোন কাজ করে না ? যে কথাটী হোক্—যে কাজই হোক্—মোড়ল আমাদের পঞ্চায়েত্ না ডেকে কিছুটী কর্‌বে না। এতেও কি—বাপু, তোমার বল্‌তে কিছু আপত্তি আছে ?

সমরেন্দ্র ॥ আপত্তি ? না—তবে——

বাঘমোড়ল ॥ ভিখু, এখনও দাঁড়িয়ে রইলি যে ?

ভিখু ॥ না, এই যাচ্ছি মো——

[বাঘমোড়ল ইঙ্গিত করিবামাত্র ভিখু অসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত না করিয়া প্রস্থান করিল]

বাঘমোড়ল ॥ এইবার বোধ হয়, বল্‌তে আপত্তি নেই ?

সমরেন্দ্র ॥ আপত্তি নেই বটে, কিন্তু তুমি জান কি—বৃদ্ধ,

প্রবলপরাক্রান্ত বিষ্ণুপুর রাজবংশের সঙ্গে তোমাদের বাঘমোড়লের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কিনা ?

[বাঘমোড়ল উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, তার পর চকিতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার সমরেন্দ্রের আপাদ-মস্তক দেখিয়া সহাস্যে বলিল।]

বাঘমোড়ল॥ কী বল্‌ছ তুমি ? বাঘমোড়লও ত আমাদের মত ছোটলোক। ছোটলোকের সঙ্গে রাজা-রাজ্‌ড়ার কুটুম্বিতে কখনও হয় ? যা বলেছ আমার কাছে বলেছ ; খবরদার আর কারও কাছে ব'লো না যেন। যে শুন্‌বে, সেই পাগল বল্‌বে ; আর তোমাদের মত বড় ঘরের লোক শুন্‌লে, অপমান্ না ক'রে ছাড়্‌বে না। খুব সাবধান ! হাঁ, বল্‌ছিলুম কি—যদি কিছু মোড়লকে বল্‌বার থাকে, চট্‌পট্‌ ব'লে এখান থেকে চ'লে যাও।

সমরেন্দ্র॥ বৃদ্ধ ! মনের কথা যতই গোপন কর্‌বার চেষ্টা কর না কেন, তোমার মুখ-চোখ তোমার প্রাণের কথা প্রকাশ ক'রে দিচ্ছে। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি—এ গূঢ় রহস্য তোমার অজ্ঞাত নয়, তা ছাড়া——

[সহসা বাঘমোড়লের দক্ষিণ হস্তের অনামিকায় অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া বিস্ময়-উৎফুল্ল হৃদয়ে ছুটিয়া গিয়া বাঘমোড়লকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া কহিল।]

আর লুকালে চল্‌বে না, বৃদ্ধ! মহারাজের পরমাত্মীয়কে আমি পেয়েছি—তোমার ঐ অঙ্গুরীয়ক সেই অচিন মহাপুরুষকে চিনিয়ে দিয়েছে। যে স্নেহের অঙ্কে বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদি পুরুষ একদিন স্থান পেয়েছিল, আজ তাঁর বংশধরকে রক্ষা কর, বাঘমোড়ল

বাঘমোড়ল ॥ চুপ্‌—জিভ্‌ কেটে দোব তোর—মুখে চাবি লাগিয়ে দোব! জঙ্গলের জানোয়ারের কানে যদি কথাটা যায়, রাজার অপমান হবে। তুই চ'লে যা—এত দূরে আস্‌বার কোন দরকার ছিল না। বাঘমোড়ল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মুড়ুলী করে না। তুই যা—ফিরে গিয়ে দেখ্‌বি, বাঘমোড়লের পাঁচশো চিড়িমার জোয়ান ডাইনী রাণীর পাঁচহাজার ফৌজের মণ্ডড়া নিয়ে তোদের রাজাকে উদ্ধার ক'রে আবার বিষ্ণুপুরের গদীতে বসাতে হৈ হৈ ক'রে ছুটেছে।

সমরেন্দ্র ॥ পরমাত্মীয়, তোমায় অভিবাদন করি!

বাঘমোড়ল ॥ দূর আহাম্মুখ্‌! তোদের যে গলায় দড়ি—আর এ বুড়োটা যে তোদের জুতোর ধুলোরও যুগ্যি নয়!

[উভয়ের উভয় দিক্‌ দিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ত্র্যম্বকের গৃহ

প্রাঙ্গনের একদিকে ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান। ত্র্যম্বকের কন্যা রেবা মালাগাঁথা শেষ করিয়া মালাগাছটী বামহস্তের মণিবন্ধে জড়াইল, তারপর উদ্যানে প্রস্ফুটিত এ ফুলটি সে ফুলটি দেখিতে দেখিতে একটি ফুলগাছের নিকটে গেল এবং একটী আধ-ফোটা কলিকা দেখিয়া যেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গান ধরিল।

রেবা॥

গান।

তোরে বলি বলি করি' ভুলে গেছি,
ওলো রূপসী ফুল-কলি।
চেয়ে আড়-নয়নে কার পানে,
বল্ আবেশে পড়িস্ ঢলি।
মলয় পরশ পেয়ে, সলাজে পড়িস্ নুয়ে,
চেয়ে চেয়ে চোখে পলক পড়ে না,
তোর কাঁপে তনু হেরি অলি।

[পশ্চাৎ হইতে ধীরে ধীরে ত্র্যম্বক আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। সহসা পিতাকে দেখিয়া রেবার যেন কোথা হইতে লজ্জা ও সঙ্কোচ আসিয়া কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল; সে আর সহিতে পারিল না চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তদ্দর্শনে ত্র্যম্বক বলিল।]

ত্র্যম্বক ॥ থাম্‌লি কেন, মা? তোর পিপাসিত সন্তানের সুধাপানের অতৃপ্ত আশা এখনও যে মেটে নি, মা?

রেবা ॥ কী যে বলে, বাবা! এই কর্কশকণ্ঠী রেবার গান তোমার কাছেই সুধা; কিন্তু এত বড় পৃথিবীখানাতে কই আর একজনকে ত ভাল বল্‌তে শুনিনি? আর শুন্‌বই বা কী ক'রে— ভাল হ'লে তবে ত ভাল বল্‌বে?

ত্র্যম্বক ॥ অন্ধ পৃথিবী—বধির পৃথিবী—কিন্তু আমি যে মা, অন্ধও নই—বধিরও নই।

রেবা ॥ বালাই! তুমি তা হ'তে যাবে কেন, বাবা? তবে তুমি যে কেন বল, তা জানি; তুমি আমায় খুব ভালবাস কি না, তা-ই।

ত্র্যম্বক ॥ তুই যে আমার মা—আমার কুঁড়ে ঘরের মাণিক।

রেবা ॥ আরও বল—তোমার যেমন বলা অভ্যেস। আমি একটা ছোট্ট কচি মেয়ে—শুধু ভালবাসেন ব'লে কখনও চাঁদ— কখনও মাণিক, কখনও তারা—কখনও কোকিল, পাপীয়া—অমন কত কী বলেন! কিন্তু এতবড় পৃথিবীখানাতে আর এমন একজনও নেই যে—

ত্র্যম্বক ॥ তারা অন্ধ—তারা বধির! যার চোখ নেই—তার কাছে মাণিক আর মাটিতে প্রভেদ নেই বধিরের কানে বীণার ঝঙ্কার আর গর্দ্দভ-চীৎকারে পার্থক্য কোথায়?

রেবা ॥ তাও কি হয়, বাবা? এত বড় পৃথিবীটাতে কি সবাই অন্ধ—সবাই বধির? কখনও নয়। যার কোন গুণ নেই, তুমি স্নেহের চোখে তার যে সব গুণ দেখ্‌বে, অন্যে তা দেখ্‌বে কেন, বাবা? আর তার জন্য তাদের দোষ দেওয়াটা কিন্তু বড় অন্যায়।

ত্র্যম্বক ॥ না—রেবা, তবুও আমি দোষ দোব ; কারণ তারা হয় দেখ্‌বার মত দেখে না—নয় দেখ্‌তে জানে না।

রেবা ॥ যাক্ ও সব কথা। আচ্ছা, বাবা—

ত্র্যম্বক ॥ কি মা ?

রেবা ॥ স্ত্রী স্বামীকে নজর-বন্দী রেখেছে কোন্ শাস্ত্র-মতে, বাবা ?

ত্র্যম্বক ॥ লম্পট, চরিত্রহীনকে শাসন করতে গেলে শাস্ত্রের বিধি মানা চলে না।

রেবা ॥ তবে শাস্ত্রে বিধানের দরকার কি, বাবা ? শুনেছি, হিন্দুর শাস্ত্র ধর্ম্মের সঙ্গে একতারে বাঁধা, তাই শাস্ত্রের বিধান প্রত্যেক হিন্দুরই অবশ্য পালনীয়, আর তাই প্রকৃত ধর্ম্ম ! তা যদি হয়—তা' হ'লে ধর্ম্ম পালনও ক্ষেত্র-কর্ম্ম বুঝে করতে হবে—কেমন নয়, বাবা ? নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম স্বামী-সেবা—স্বামী-ভক্তি ; কিন্তু তাও আবার ক্ষেত্র-কর্ম্ম বুঝে, না বাবা ?

ত্র্যম্বক। পাগ্‌লী মেয়ে, তাও কি হয় ? রমণীর ইহকালের প্রত্যক্ষ দেবতা স্বামী ; সেই স্বামী-সেবা—স্বামী-ভক্তিই নারী জীবনের একমাত্র কাম্য—একমাত্র ধর্ম্ম—একমাত্র কর্ত্তব্য—তার অভাবে নারীর নারীত্ব কোথায় ? ধর্ম্মে যে আস্থাহীনা, সে ত নারী নয়—রেবা, মূর্ত্তিমতী পিশাচী !

রেবা ॥ চমৎকার ! তোমার এ যুক্তির মর্ম্মার্থ বোঝ্‌বার শক্তি আমার নেই—বাবা, তাই বলছি—চমৎকার ! স্বামী-ভক্তি—স্বামী সেবাও ধর্ম্ম ; আবার স্বামীর চরিত্র সংশোধন করতে স্বামী

নির্যাতনও ধর্ম্ম ! অর্থাৎ যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেইখানেই ধর্ম্ম সেই রকম—না বাবা ? চুরি না করাই ধর্ম্ম, কিন্তু যেখানে প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বেশী, সেখানে চুরি করাও ধর্ম্ম ! কেমন এই না, বাবা ?

ত্র্যম্বক ॥ তা কি হয়, মা ? যা ভাল—তা চিরদিনই ভাল ; যা মন্দ—তা চিরদিনই মন্দ ! ধর্ম্ম চিরকালই ধর্ম্ম—পাপ চিরকালই পাপ। স্বামী-ভক্তি—স্বামী-সেবা নারীর একমাত্র ধর্ম্ম। যতদিন নারী জাতির অস্তিত্ব থাক্‌বে, এ ধর্ম্মও ততদিন অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে।

রেবা ॥ তা' হ'লে স্বীকার কর—বাবা, মহারাণীর কার্য্য কখনও ধর্ম্মসঙ্গত হয় নি ?

ত্র্যম্বক ॥ তা হয় নি।

রেবা ॥ তা' হ'লে পতিদ্রোহিণী—রাজদ্রোহিণী নারীকে সমুচিত শাস্তি দিতে বিষ্ণুপুরের সমগ্র প্রজাশক্তি এখনও নিশ্চিন্ত কেন, বাবা ?

ত্র্যম্বক ॥ দীন-দরিদ্রের কন্যা তুই, এ সব রাজনীতিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো তোর শোভা পায় না, রেবা !

রেবা। রাজভক্তি—রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য কি শুধু রাজ্যের ধনী প্রজাদেরই একচেটে বাবা ?

ত্র্যম্বক ॥ তা না হ'লেও, তাদের লোক-বল আছে ; কিন্তু মা, তুই যে দরিদ্র-কন্যা—সহায় সম্বলহীনা—তুই কি কর্‌তে পারিস, রেবা ?

রেবা ॥ নিজে কিছু কর্‌তে না পার্‌লেও বিষ্ণুপুরের রাজভক্ত প্রজার দ্বারে দ্বারে ঘুরে সাহায্য ভিক্ষা কর্‌তে পার্‌ব ত, বাবা ? তাই

চল—বাবা, যার অন্নে তুমি আমি আজন্ম পালিত—পতি-দ্রোহিণী নারীর কবল হ'তে তাঁকে উদ্ধার করতে চল আজ পিতাপুত্রী মিলে লোকের দ্বারে দ্বারে সাহায্য ভিক্ষা করি।

ত্র্যম্বক ॥ রেবা!

রেবা ॥ মুখের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছ, বাবা? চ'লে এস। এ শুধু রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য নয়—অন্নদাতা প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

অলিন্দ

ইরা আকাশের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়াছিল।

ধাত্রীর প্রবেশ।

ধাত্রী ॥ ওমা, তুই এখানে; আমি সাত-মুলুক খুঁজে বেড়াচ্ছি

ইরা ॥ কে—ধাই-মা?

ধাত্রী ॥ ধাই-মা না হ'লে আর এমন সময়ে সাত মুলুক খুঁজে বেড়াবে কে বল? চারিদিকে সেপাই, চারিদিকে কাটাকাটি—হানাহানি! কে যে শত্তুর আর কে যে মিত্তুর কিছু বোঝ্‌বার যো নেই। সবারই হাতে হাতিয়ার--যে যাকে সাম্‌নে পাচ্ছে, এমনি একটা কোপ বসিয়ে দিচ্ছে, যেন রক্ষেকালীর থানে পাঁঠা-বলি—আর রক্তে নদী গঙ্গা! দিন-দুপুরে এই লঙ্কাকাণ্ড দেখে আর কি থাকতে

পারি, মা ? প্রাণটা যে আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠ্‌ল, তাই ত সাত মুলুক খুঁজে বেড়াচ্ছি ! যাক্‌, বাঁচ্‌নু—এইখানেই যে দেখ্‌তে পেনু। চল, মা—ঘরে চল—আর এখানে নয়—দৈবের কথা আর শত্তুরের কথা বলা যায় না!

ইরা ॥ কেন, কি হয়েছে, ধাই-মা ?

ধাত্রী ॥ ও হরি ! এত কথার পর খুকু-মা আমার বলে কি না—কি হয়েছে ? যা হবার নয়—তাই হয়েছে ? যা হবার নয়—তাই হয়েছে, একেবারে দক্ষিযগ্যি—লঙ্কাকাণ্ড কার সাধ্যি ঘর থেকে বেরোয় ? আগে ঘরে চল—ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ ক'রে মা-বেটীতে ব'সে আগে হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচি, তার পর সব বল্‌ব। আয়—চ'লে আয় !

ইরা ॥ তিনকাল গিয়েছে, এখনও তোর মর্‌বার ভয়, ধাই-মা ? কি হয়েছে, এইখানেই বল্‌-না ?

ধাত্রী ॥ ওরে পাগ্‌লী বেটি, তোর ধাই-মা মর্‌বার ভয় করে না—ভয় শুধু তোর জন্যে ! যে কুরুক্ষেত্তর লঙ্কাকাণ্ড বেঁধেছে, তাতেও তোর ধাই-র নিজের ভাবনা এতটুকু নেই—ভাবনা শুধু তোর জন্যে। আয়—চ'লে আয় !

ইরা ॥ কি হয়েছে না বল্‌লে আমি এখান থেকে একটী পা-ও নড়্‌ব না ; দেখি তুই আমায় কি ক'রে এখান থেকে নড়াতে পারিস্‌—

ধাত্রী ॥ লক্ষ্মী মা আমার ! আমার কথা শোন্‌—ঘরে চল্‌—ঘরে গিয়ে সব শুন্‌বি।

ইরা ॥ বল্‌বি নি ?

ধাত্রী ॥ একটুখানি ত্বর্ সয় না! একশোবার বল্‌ছি—ঘরে চল্, সেখানে গিয়ে সব বল্‌ব—তা আর মেয়ের সবুর সয় না!

ইরা ॥ না বল্‌লে আমি কিছুতেই যাব না।

ধাত্রী ॥ হায় রে সে-কাল! সে কালের মেয়েরা কিন্তু এমনটী ছিল না। অমন ক'রে বল্‌লুম—বাইরে একবারে দক্ষিযগ্যি লঙ্কাকাণ্ড বেঁধেছে, তবুও পেত্যয় হল না! পোড়া কপাল আমার! এত লোকের মরণ হয়, আর আমার মরণটা হয় না গা? পোড়া যম কি যমের বাড়ী গিয়ে এই পোড়াকপালীকে ভুলে আছে! [ক্রন্দন]

ইরা ॥ ওকি, কেঁদে ফেল্‌লি যে, ধাই-মা? চল্ আমি ঘরে যাচ্ছি। তুই তা' হ'লে বল্‌তে বল্‌তে চল্—

ধাত্রী ॥ বল্‌ব আর কি, মা? বাইরে সে কী ব্যাপার! কুরুক্ষেত্তর দক্ষিযগ্যি—লঙ্কাকাণ্ড—ওরে বাপ্‌ রে!

[উভয়ে কক্ষে প্রবেশ করিল ; ধাত্রী দ্বার রুদ্ধ করিতে যাইতেছিল, ইরা বাধা দিয়া বলিল।]

ইরা ॥ এই ত ঘরের ভেতর এসেছি, আর ভয় কি? দরজা খোলা থাক্।

ধাত্রী ॥ ওগো—না গো না—তুই ছেলে মানুষ—বুঝিস্ নি! হুস্ হুস্ ক'রে কাঁড় ছুট্‌ছে—শাঁ শাঁ ক'রে বর্শা চল্‌ছে—বন্ বন্ ক'রে তলোয়ার খেল্‌ছে—ঠকাঠক্ লাঠী ঠুক্‌ছে—তার ওপর এই তাল ঠুক্‌ছে—এই ডিগ্‌বাজী খেল্‌ছে—আর রক্তারক্তি নদী গঙ্গা! তাই বল্‌ছি—দৈবের কথা কে বল্‌তে পারে? যদি একটা কিছু

ছিট্‌কে এসে লাগে, তা' হ'লে কী সর্ব্বনাশ হবে বল্ দেখি ? নে—আর বাহাদুরি ক'রে কাজ নেই, দোর বন্ধ কর্।

ইরা ॥ সেপাইরা কুচ্-কাওয়াজ করছে বুঝি ? আ-মর্—তাতেই এত ভয় তোর ? ওরা ত অমন কুচ্-কাওয়াজ নিত্যি ক'রে থাকে ; নইলে পরে যুদ্ধ কর্‌বে কেমন ক'রে ?

ধাত্রী । ওগো, তা নয় গো—তা নয়—তোমার ধাই-মা এত বোকা নয়—লড়াইও দেখেছে, আবার ঐ কুচ্-কাছ যা বল্‌লে—তাও দেখেছে ! কুচ্-কাছই যদি হবে, তা' হ'লে রক্তা-রক্তি নদী গঙ্গা হবে কেন ? এ একেবারে ডাকাতে লড়াই—রাজ্যের ছোট লোক একদিকে আর আমাদের সেপাইরা একদিকে। তা ছাড়া, বল্‌ব কি, মা—

ইরা ॥ তা ছাড়া আর কি, ধাই-মা ? বল্‌তে বল্‌তে থাম্‌লি কেন ?

ধাত্রী ॥ বল্‌ব আর কি—আমি যেন তাজ্জব ব'নে গেছি ! ঐ ছোটলোকদের মধ্যে আবার ছোট রাজ-কুমার সমরকে দেখ্‌নু—

ইরা ॥ সমর ! সে ত মাতার আদেশে নির্ব্বাসিত ? না, ধাই-মা ! সে হ'তে পারে না—সে এ দেশে নেই—বেঁচে আছে কি না, তারও ঠিক নেই !

ধাত্রী ॥ তোর ধাই-মা বুড়ো হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও চোখের মাথা খায় নি। তা ছাড়া তোর মত সমরকেও ত হাতে ক'রে মানুষ করেছি, তাকে আর চিন্‌তে পার্‌ব না ?

ইরা ॥ বলিস্ কি, ধাই-মা ? [অর্দ্ধস্বগত] আমার সমর—আমার জীবনসর্ব্বস্ব সমর রাজদ্রোহী ?

অন্তঃপুর-সংলগ্ন প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সমরেন্দ্রের প্রবেশ ।

সমর ॥ না—ইরা, সমরসিংহ রাজদ্রোহী নয় ! তার আশ্রয়-দাতা প্রতিপালক মহারাজকে বিদ্রোহীদের কবল হ'তে উদ্ধার ক'রে তাঁকে তাঁর ন্যায্য অধিকার এই বিষ্ণুপুরের সিংহাসন ফিরিয়ে দিতে—অবিচারে নির্ব্বাসিত সমরসিংহ আবার দেশে ফিরে এসেছে ! আর—

ইরা ॥ আর কিছু বল্‌বার প্রয়োজন নেই, সমর ! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—শান্তিময় বিষ্ণুপুর রাজ্যে এই বিদ্রোহ—এই অশান্তি—এই বিপ্লবের সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি। সমর—সমর ! কেন তোমার এ দুর্ম্মতি হ'ল, প্রিয়তম ? রাগের বশে স্নেহময়ী মাতা অশিষ্ট সন্তানকে শাসন কর্‌তে হয় ত দু'দিনের জন্য নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন ; আশা ছিল—আবার দু'দিনের পরে স্নেহময়ীর স্নেহের অঙ্কে স্থান পাবে—ইরা তার হারা-সর্ব্বস্ব আবার ফিরে পেয়ে চিরসুখিনী হবে ; কিন্তু তুমি এ কী কর্‌লে, সমর ?

সমর ॥ কি করেছি, ইরা ? যা কর্ত্তব্য তাই করেছি—আমার আশ্রয়-দাতা প্রতিপালক রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ আজ এক রমণীর চক্রান্তে অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ ; তাঁকে সেই পতি-দ্রোহিণী পিশাচীর কবল হ'তে উদ্ধার করেছি—এই মাত্র ।

মায়াদেবীর প্রবেশ ।

মায়া ॥ কার সঙ্গে তর্ক কর্‌ছিস্‌, ইরা ? একি—তুই ? রাজদ্রোহী নির্ব্বাসিত কুকুর ! কোন্‌ অধিকারে—কার আদেশে তুই বিষ্ণুপুরের রাজান্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌তে সাহসী হয়েছিস্‌, দুর্ব্বৃত্ত ?

রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘু॥ আমারই আদেশে, নারি! মনে করেছিলে, মস্তিষ্ককে অনশনে রেখে অঙ্গুষ্ঠকে উচ্চাসনে বসাবে? আকাশকে পদতলে রেখে—ভেবেছিলে, তোমার পার্থিব আসন স্থাপিত হবে স্বর্গের উপরে? স্বামীকে কারাগারে রেখে, চির-পদানতা নারী—তুমি হবে তার শাসন-কর্ত্রী? তা হয় না, দর্পিতা নারি!

মায়া। [উচ্চকণ্ঠে] অমর—অমর—অমরসিংহ—

রঘু॥ কোথায় অমরসিংহ—কাকে ডাকছ? তোমার আনন্দদুলাল অমরসিংহ—বিষ্ণুপুরের নবীন ভূপাল—পিতৃদ্রোহী দুরাচার অমরসিংহ এতক্ষণ কারাগারের লৌহ-দ্বারে মাথা খুঁড়ছে! এত বড় একটা বিপ্লবের বিরাট্ ঝঞ্ঝা বিষ্ণুপুরের বুকের উপর দিয়ে ব'য়ে গেল, আর রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী তুমি—কোন সংবাদ তার রাখ না—আশ্চর্য্য!

মায়া॥ ষড়্‌যন্ত্র—ষড়্‌যন্ত্র—

রঘু॥ আর সেই ষড়্‌যন্ত্রের ফলে পতি-দ্রোহিণী নারি—তুমি আজ বন্দিনী। সমরসিংহ! বন্দী কর। ইতস্ততঃ কর্‌ছ কেন? বন্দী কর—স্মরণ কর—যুবক, এই নারীর চক্রান্তে একদিন তোমার আশ্রয়-দাতা প্রতিপালক পিতা রঘুনাথসিংহের কী শোচনীয় দুর্দ্দশা হয়েছিল; আরও স্মরণ রেখো—বৎস, ক্রূর সর্পিণীকে প্রশ্রয় দিলে, সে প্রতি মুহূর্ত্তেই দংশনের সুযোগ অন্বেষণ করে।

মায়া॥ চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন, সমরসিংহ? বন্দী কর। অতীত যুগে যেমন একদিন তোমারই মত এক অপরিণামদর্শী যুবক পিতার আদেশে মাতার শিরশ্ছেদ করেছিল, তুমি সেই মহান্

আদর্শের অনুসরণ ক'রে এক বিধর্ম্মী লম্পট রাজার আদেশে—মাতৃসমা পূজনীয়া নারীকে শৃঙ্খলিত ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ কর।

সমর॥ মা! মা! হতভাগ্য সমরকে শত সহস্র তিক্ত ভৎর্সনা কর—মাথা পেতে সহ্য কর্‌ব; কিন্তু সমর প্রাণান্তেও আশ্রয়দাতা প্রতিপালক পিতার নিন্দা শুন্‌বে না। আর তোমারই বা এ কিরূপ বিসদৃশ আচরণ, মাতা! পবিত্র হিন্দু-ললনা হ'য়ে স্বামিনিন্দা কর্‌ছ? ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! না কর্‌বেই বা কেন? যে নারী তার ইহ-পরকালের ইষ্টদেবতা স্বামীকে কারারুদ্ধ কর্‌তে পারে, পৃথিবীতে তার অকার্য্য কি আছে?

মায়া॥ সমর—রসনা সংযত কর! উঃ—কী ভুল করেছি—ক্রূর সর্পকে বিশ্বাস ক'রে? সুযোগ পেয়ে সে ব্রহ্মরন্ধ্রে দংশন করেছে!

রঘু॥ আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রো না, সমর বন্দিনীকে অবিলম্বে কারাগৃহে নিক্ষেপ কর। বন্দিনীর স্থান রাজ-অন্তঃপুর নয়—অন্ধকার কারা—না—না—এতখানি নিষ্ঠুর হ'তে পার্‌ব না। আমি মানুষ—নারী পতিদ্রোহিণী হ'লেও সে আমার পরিণীতা পত্নী। উপযুক্ত প্রহরিণীর জিম্মায় একে নজর-বন্দী রাখ। আর তোমার কার্য্যের যোগ্য পুরস্কার—আমার এই একমাত্র স্নেহের কন্যা—

মায়া॥ কখনও নয়! ইরা যবন-কন্যা নয়—পবিত্রা হিন্দু-নারীর গর্ভজাতা পবিত্রা হিন্দু-বালিকাকে পাত্রস্থ কর্‌বার অধিকার বিধর্ম্মীর নেই।

[ইরাকে চাপিয়া ধরিয়া ক্রুদ্ধা সিংহিনীর ন্যায় তীব্রদৃষ্টিতে রঘুনাথের দিকে চাহিয়া রোষে ফুলিতে লাগিলেন; রঘুনাথ

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর মৃদুহাস্য করিয়া ইঙ্গিতে এক প্রহরিণীকে আহ্বান করিবামাত্র এক কদর্য্যমূর্ত্তি শক্তিশালিনী প্রহরিণী আসিয়া দাঁড়াইল; রঘুনাথ দ্বিতীয় ইঙ্গিতে তাঁহার আদেশ জানাইয়া সমরকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর প্রহরিণী মায়াদেবী ও ইরাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রঘুনাথের বিলাস-কক্ষ

পারিষদগণ মদ্যপান ও জল্পনা করিতেছিল।

১ম-পারি॥ কাজে ঘেন্না ধ'রে গেছে, বাবা! মেয়ে মানুষের জোগাড়ে গিয়ে গয়লা ব্যাটার বাঁকের গুঁতোয় দফা-রফা হ'য়ে গেছে—বাঁ হাতখানা ত জন্মের মত গেল!

২য়-পারি॥ বলি, আমাদেরও ত হাড়ীর হাল্! শেষটায় কিনা পাগ্লা-গারদ! বাপ্—কোড়ার ঘায়ে পিঠময় যেন তেঁতুল-বিচি ছড়িয়ে দিয়েছে!

৩য়-পারি॥ আমাদের মত বেহায়া কি আছে? ঘেন্না পিত্তি, লজ্জা, মান অপমান এ সবে যে যত বেশী নির্ব্বিকার, সে-ই মোসাহেবী কর্ম্মে দড়! জুতো খেয়ে পিঠে হাত না বুলিয়ে বল্তে হবে—হুজুরের দামী জুতোটা ছেঁড়েনি ত? হুজুর গাল দিয়ে বাপ্ চৌদ্দপুরুষের উদ্ধার কর্ছেন; অম্নি বল্তে হবে—ওঃ আমার পূর্ব্ব-পুরুষেরা কি ভাগ্যবান্—হুজুর তাঁদের নাম নিচ্ছেন! নইলে ঘেন্নাই যদি হবে, তবে আবার ঘুরে-ঘুরে সেই গোঁজের গোড়ায়

কেন? বেশ ত হয়েছিল—রাণীর অনুগ্রহে দিব্যি মোসাহেবী থেকে মুক্তিলাভ করেছিলুম—আবার মহারাজের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নরক-গুল্‌জার! তাই বল্‌ছি—আমাদের কি আর হায়া আছে?

১ম-পারি॥ তোমার মত আর সবাই নয়—আমি এসেছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে।

৩য়-পারি॥ নির্ব্বিকল্প চিত্তে কে আর এ মজ্‌লিসে আসে বল? ঘরে মাগ-ছেলে আছে—রোজ্‌গারের ত একটা পন্থা চাই। এদিকে যে সব বিদ্যে ভুড়্‌ভুড়ি!

১ম-পারি॥ বিদ্যে না থাক্, মোট বইবার শক্তি আছে—মাটি কাট্‌বার শক্তি আছে।

৩য়-পারি॥ তা অস্বীকার কর্‌ছি নি; মোসাহেবী-অভিজ্ঞতায় গণ্ডারের চাম্‌ড়া আমাদের গায়ের চামড়ার কাছে হার মেনে যায়! তার উপর উপকরণ-বাহুল্যে দেহের মাংসপেশীগুলোও বেশ মজ্‌বুত হ'য়ে গেছে।

১ম-পারি॥ তোমার বিদ্রূপ তোমাকেই ভাল লাগ্‌তে পারে—আমার মাথায় এখন আগুন জল্‌ছে।

৩য়-পারি॥ এর উপর আবার আগুন? বলিহারি ভায়ার সহিষ্ণুতা!

২য়-পারি॥ আহা—থাম না, শোনাই যাক্ না ভায়ার আবার এ নূতন উপসর্গের কারণটা কি?

১ম-পারি॥ উপসর্গ আমার নয়—পুরুষ হ'য়েও তোমাদের, স্ত্রীত্ব এসেছে—এইটাই আমার দুঃখের কারণ!

৩য়-পারি॥ সে কি হে? যাক্, যা বলেছ—তার আর চারা নেই! তবে বারদিগর ও কথা আর মুখে এনো না। জান ত আমাদের মহারাজকে—কিরূপ স্ত্রী-অনুরাগী!

২য়-পারি। তোমার সব কথাতেই বিদ্রূপ! আগে শোনই না ব্যাপারখানা কি? ভায়া, এ কথার অর্থ আছে। যাক্, এ কথার তাৎপর্য্য কি, ভায়া?

১ম-পারি॥ তাৎপর্য্য আর কিছুই নয়। বলি, তোমাদের এতখানি নাকাল্ করলে কে? এত শীঘ্র—এত সহজে তোমরা সেই শত্রুর কথা ভুলে গেলে?

২য়-পারি॥ ভুলি নি, ভায়া—ভুলি নি! এ কি ভোল্বার কথা? তবে সুযোগের প্রতীক্ষা করেছি।

১ম-পারি॥ প্রতীক্ষায় থাক্লে সারা-জীবনে হয় ত সুযোগ নাও আস্তে পারে; কিন্তু যে প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তার সুযোগ তার নিজের হাতে।

২য়-পারি॥ কি বল্‌ছ?

১ম-পারি॥ ঠিক বল্‌ছি।

২য়-পারি॥ উপায় আছে?

১ম-পারি॥ নিশ্চয়ই।

২য়-পারি॥ তা' হ'লে বল না, ভাই! আমি কৃতসঙ্কল্প।

১ম-পারি॥ ঐ ত্র্যম্বকের এক সুন্দরী যুবতী কন্যা আছে, পার যদি সেই রমণী-রত্ন এনে মহারাজকে উপহার দাও, ফল—একদিকে রাজ-অনুগ্রহলাভ, অন্যদিকে যোগ্য প্রতিশোধ! কেমন—পার্‌বে?

২য়-পারি॥ পার্‌তেই হবে।

৩য়-পারি ॥ আবার বলি, আমাদের ছায়া নেই।

১ম-পারি ॥ কেন?

৩য়-পারি ॥ জেনে-শুনে ঠকে বেহায়া—আর অবুঝের মরণ তেপান্তর মাঠে!

২য়-পারি ॥ কুছ্‌পরোয়া নেই—মহারাজ আমাদের সহায়।

৩য়-পারি ॥ বলি, সহায় ত থাক্‌বেন নেপথ্যে। বাঘের গর্ত্তে পা দেবে তুমি। যদি পা'খানি রেখে আস্‌তে হয়, তখন কি মহারাজ তোমার হারাণো পা'খানি সযত্নে এনে দেবেন্?

রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘু ॥ বলি, এত তর্ক-বিতর্ক কিসের?

১ম-পারি ॥ এই আহাম্মুক মহারাজের অমিত-শক্তির উপর সন্দেহ কর্‌ছে!

২য়-পারি ॥ রাজ্যের সমস্ত শক্তি একদিকে—আর একদিকে মহারাজ একা—অবরুদ্ধ বল্‌লেও বলা যেতে পারে; কিন্তু কী কর্‌লে ঐ সম্মিলিত শক্তি? মহারাজ ত ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন।

১ম-পারি ॥ আরে, হীন শৃগাল কি কখনও সিংহের সমকক্ষ হয়?

২য়-পারি ॥ সামান্য তৃণদলে মত্ত মাতঙ্গ বাঁধা থাক্‌বে? হা-হা-হা! [হাস্য]

রঘু ॥ উপমা রাখ--ব্যাপার কি খুলে বল?

১ম-পারি ॥ ব্যাপার কি বল্‌ব—মহারাজ, এক অনিন্দ্যসুন্দরীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

রঘু ॥ শুধু সন্ধান পাওয়া গেছে ? এখনও তোমরা তাকে আমার প্রমোদ কক্ষে এনে কক্ষের শ্রীবৃদ্ধি করতে পার নি ? অপদার্থ !

১ম-পারি ॥ যখন সন্ধান পাওয়া গেছে, তখন ত সে আয়ত্তের মধ্যে বললেই হয় ; শুধু মহারাজের আদেশের অপেক্ষা ! কারণ—

রঘু ॥ এতে আর কার ণ নেই, মূর্খ ! শুধু কার্য্যে তোমাদের দক্ষতার পরিচয় দাও ।

৩য়-পারি ॥ কিন্তু—মহারাজ—

রঘু ॥ আবার কিন্তু ? এতে কিন্তু-টিন্তু নেই—আমি সে সুন্দরীকে চাই—আজ রাত্রে দ্বিতীয় যাম অতিক্রম করবার পূর্ব্বে—বুঝেছ ? যদি আনতে পার—উপযুক্ত পুরস্কার পাবে—অন্যথায় কারাদণ্ড ।

৩য়-পারি ॥ কিন্তু মহারাজ ! সে যে আমাদেরই মত মহারাজের আশ্রিত একজন—হত্যভাগ্য ত্র্যম্বকের কন্যা ?

রঘু ॥ তা' হ'লে ত সে সর্ব্বাগ্রে রাজভোগ্যা ! দ্বিতীয় প্রশ্ন না ক'রে, যাও—আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও ।

[প্রস্থান ।

৩য়-পারি ॥ শুনলে সব ? এখন কি করবে ভাবছ ?

১ম-পারি ॥ করব আর কি ? প্রভুর আদেশ পালনই ভৃত্যের কর্ত্তব্য ।

৩য়-পারি ॥ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রভুভক্ত মহাপুরুষ ! আজ তোমার সহযোগী বন্ধুর যে সর্ব্বনাশ করতে যাচ্ছ, কাল তোমার এই প্রভুর অনুগ্রহে তোমরাও এমনি সর্ব্বনাশ হ'তে পারে, সে কথাটা একবার ভেবে দেখেছ কি ?

১ম-পারি ॥ অত ভাবতে গেলে মোসাহেবীগিরি করা চলে না।

২য়-পারি ॥ তা ছাড়া আমাদের অপমানের প্রতিশোধ।

৩য়-পারি ॥ এমন মহাপুরুষ প্রভুর মোসাহেবী কর্‌তে যে লাঞ্ছনা পেয়েছি, তার উপর বন্ধুর একটা রহস্যজনক ব্যবহার অপমানসূচক হ'লেও সেটা সইবার শক্তি এখনও হারাই নি ; কিন্তু প্রাণান্তেও মানুষ হ'য়ে এরূপ পশুর আচরণ কর্‌তে পার্‌ব না ! বন্দেগী—

[প্রস্থান।

১ম-পারি ॥ তাই ত হে, এ যে হঠাৎ এমন মহানুভব হ'য়ে উঠ্‌ল ?

২য়-পারি ॥ সদাশিব আমাদের এই মতলবটা শেষটায় ফাঁসিয়ে দেবে না ত ?

১ম-পারি ॥ বিশ্বাস নেই ! চল—তার পূর্ব্বে মহারাজকে ব'লে এর একটা বিহিত করা যাক্।

২য়-পারি ॥ ঠিক বলেছে। নিরঞ্জন, চল, শুভস্য শীঘ্রং।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

ইরা ও ধাত্রী

ধাত্রী॥ বিষ খেয়েছিস্ কি গো! কী বল্‌ছিস্ তুই? বিষ খেয়ে ম'লে কি মানুষ আর বাঁচে? হায়-হায়-কী সর্ব্বনাশ করলি, মা? কেন তোর এমন মতিচ্ছন্ন হ'ল? কিসের দুঃখে তুই মর্‌বার পথ করলি বল্ দেখি? না—ভাল কথা নয়! আমি যাই—মহারাণীকে বলি গে, একজন ভাল কব্‌রেজকে এখুনি ডেকে আন্‌তে। হায়—হায়—হায়—আমার যে মাথা-খুঁড়ে মর্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে—কেন এমন কাজ করলি, মা? [গমনোদ্যোগ করিল]

ইরা॥ [বাধা দিয়া] আ-মর্—তুই যাচ্ছিস্ কোথা, বল্ দেখি?

ধাত্রী॥ যাব আর কোন্ চুলোয়? মহারাণীকে ব'লে একজন কব্‌রেজ ডাক্‌তে। হায়-হায়-হায়, আমার কী সর্ব্বনাশ হ'ল গো—

ইরা॥ যে বিষ খেয়েছি, কব্‌রেজের সাধ্য নেই যে, ভাল করে! এ বিষ বুকের ভেতরে লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করে—বাইরে কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না—নাড়ী টিপেও কেউ ধর্‌তে পারে না! তবে তুই শুধু শুধু কব্‌রেজ ডেকে হৈ-চৈ ক'রে কি করবি বল্ দেখি? আবার এ বিষের এমনি গুণ—যত হৈ-চৈ কর্‌বে, ততই বিষের ক্রিয়া বাড়্‌তে থাক্‌বে। যতটা চেপে থাকা যায়, ততই মঙ্গল।

ধাত্রী ॥ বল্ না, তবে কি ওঝা ডাক্‌ব – ঝাড়্-ফুঁক্ কর্‌লে যদি ভাল হোস্ ?

ইরা ॥ ওঝারও কর্ম্ম নয়, ধাই-মা—ওঝারও কর্ম্ম নয় ! ঝাড়্-ফুঁক্, মন্তর-তন্তর কিছুতেই কিছু হবে না !

ধাত্রী । এ তবে কোন্ সাপের বিষ, মা ? ওগো মাগো আমার কী সর্ব্বনাশ হ'ল গো !

ইরা ॥ যত বল্‌ছি হৈ-চৈ করিস্‌নি—হৈ-চৈ কর্‌লে বিষের ক্রিয়া বেড়ে উঠ্‌বে, ততই তুই চেঁচাচ্ছিস্ ! মনের খেয়ালে না হয় বিষ খেয়েছি, তবুও দুদিন বাঁচ্‌তুম—তুই দেখ্‌ছি তাও বাঁচ্‌তে দিবি নি।

ধাত্রী । ওমা ষাট্-ষাট্ ! ও কথা মুখে আনিস্ নি ! এই আমি চুপ কর্‌ছি ; তুই না হয় বল্—কি খেলে বিষ নামে ? আমি যেমন ক'রে পারি, আন্‌বই আন্‌ব।

ইরা । পার্‌বি ?

ধাত্রী ॥ তোর জন্য যে মর্‌তে পারি, মা! আর তোরে বাঁচাতে একটা ওষুধ আন্‌তে পার্‌ব না ?

ইরা । এও সাধারণ ওষুধ নয়, ধাই মা ! বিষের ওষুধ বিষ জানিস্ ত—বিষে বিষে বিষ-ক্ষয় ?

ধাত্রী । ও মা, সে কি ?

ইরা । বুড়ো হ'লি, আর এটা জানিস্ না ? যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুল্‌তে হয়—তেমনি বিষ দিয়ে বিষ তোলা।

ধাত্রী । কে জানে—মা, এ কালে সবই কেমন বিট্‌কেল রকমের ! আমরা ত চিরকাল শুনে আস্‌ছি—দেখে আস্‌ছি—বিষ-নামাতে হ'লে ওঝায় ঝাড়-ফুঁক্ করে—মন্তর-তন্তর আওড়ায়।

একালে রোগ রোগী ওষুধ সবই বিট্‌কেল! যাক্, এখন বল্ কি আন্‌তে হবে?

ইরা॥ আন্‌তে হবে বিষ। যে বিষ খেয়েছি, তার চেয়েও তীব্র বিষ আন্‌তে হবে, গোখ্‌রোর বিষ! কিন্তু খুব সাবধান কেউ জান্‌বে না—জান্‌লে সে বিষে কোন কাজ হবে না; এমন কি—যে কব্‌রেজের কাছ থেকে আন্‌বি, তার কাছেও প্রয়োজনের কথা ভাঙ্‌বি না। যদি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হয়, আনা-না-আনা দুইই সমান হবে—বুঝ্‌লি? এই নে মোহরের থলি—যা লাগে দিস্।

ধাত্রী॥ বুঝ্‌নু। টোট্‌কা ওষুধের গুণ যে শুধু নিয়মের উপর, তা' কি আর জানি না? আমাদের মত গরীবের ঘরে ঐ টোট্‌কাই ত ভরসা! তা' হ'লে আমি চল্‌লুম - যেমন ক'রে পারি আমি বিষ আন্‌বই; কিন্তু তুই কেন এমন কাজ কর্‌লি, মা? [প্রস্থান

ইরা॥ যা করেছি—ধাই-মা, তার যে আর চারা নেই! তোমার সরল প্রাণ—যা বোঝালুম, তাই বুঝ্‌লে; তাই বিষ তুল্‌তে তীব্র বিষ আন্‌তে ছুট্‌লে! কিন্তু জান না তুমি—কী বিষের জ্বালায় আমি অহরহঃ জ্বল্‌ছি! যার পায়ে সর্ব্বস্ব দিয়ে সুধা ব'লে বিষের বাটী গলায় ঢেলেছি, সে আমার মাতার শত্রু। প্রাণ থাক্‌তে মাতৃ-দ্রোহীকে পতিত্বে বরণ কর্‌ব না, অথচ তাকে ভুল্‌তেও পার্‌ব না—তাই বিষ দিয়ে বিষের জ্বালা মেটাব! সমর—সমর—প্রিয়তম—কেন তুমি এমন হ'লে? শুধু তোমার জন্যই আজ আমায় বিষ দিয়ে বিষের জ্বালা নেবাতে হ'ল!

[উপাধানে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।]

তৃতীয় দৃশ্য

ত্র্যম্বকের গৃহ

একটী জীর্ণ পালঙ্কের উপর ত্র্যম্বক অর্দ্ধশায়িত, পার্শ্বে বসিয়া রেবা ব্যজন করিতেছিল।

ত্র্যম্বক ॥ রেবা—মা আমার!

রেবা ॥ কি, বাবা?

ত্র্যম্বক ॥ ওরে, আরও একটু কাছে স'রে আয়।

রেবা ॥ এই যে বাবা, কাছেই আছি।

ত্র্যম্বক ॥ তাই ত—কি জানি, আমার মনে হচ্ছে, তুই যেমন কতদূরে—কতদূরেই ক্রমে ক্রমে স'রে যাচ্ছিস, যেন আমি প্রতি পলে পলে তোকে হারিয়ে ফেল্‌ছি।

রেবা ॥ কি যে তুমি বল, বাবা, তার ঠিক নেই [ত্র্যম্বকের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া] এই যে, বাবা, আমি একেবারে তোমার গা-ঘেঁসে রয়েছি—আর ত ও কথা মুখে আন্‌তে পার্‌বে না।

ত্র্যম্বক ॥ তা হ'লেও রেবা, মনে হচ্ছে, তুই যেন কত সুদূরে চ'লে গেছিস্‌—আর আমি কত তফাতে প'ড়ে তোর দিকে চেয়ে আছি—আর তুই যেন ধীরে ধীরে ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যাচ্ছিস্‌।

রেবা ॥ ও সব অলুক্ষণে কথা ছেড়ে দাও, বাবা।

ত্র্যম্বক ॥ ঠিক বলেছিস্, মা, বড় অলক্ষণে! তোর মা যখন মরে, তখন তার আগে আমার এই রকম মনে হ'ত। একদিন কি হ'ল জানিস্? একদিন মনে হ'ল, আমরা তিনজনে এক নৌকায় নদী পার হচ্ছি—তুই তখন খুব ছোট, এতটুকুটি। যাক্—তার পর খুব ঝড়্ উঠ্‌ল—ঝড়ে নৌকা ডুবে গেল; তার পর দেখি, আমি তীরে উঠেছি—তুই আমার বুকে লেগে রয়েছিস্, আর তোর মা নদীর ওপারে উঠেছে—এদিকে আস্‌বার জন্ম কত ব্যগ্রতা—আমাদের দিকে কী সতৃষ্ণ দৃষ্টি! তার পর নদী আরও ফুলে-ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল—কতদূর অবধি বেড়ে গেল—যোজন-ব্যাপী, ওপারের গাছ-পালা সব মিলিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল—তার সঙ্গে তোর মাও যেন মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল; আমি কত ডাক্‌তে লাগ্‌লুম—শুন্‌লে না—মিলিয়েই গেল; তখন দেখি নদী নয়, সেটা অপার সমুদ্র হ'য়ে গেছে—ওপার ব'লে আর কিছু নেই; তার পর তোর জননীর এমন রোগ হ'ল যে, রোগ আর কিছুতেই সার্‌ল না; আমাদের ওই নৌকা-ডুবির মতই সে ছেড়ে চ'লে গেল—কোন্ অতীত সমুদ্রের ওপারে, আর এপারে তুই আর আমি। তাই ভয় হয়—মা, তোকে আবার পাছে হারিয়ে ফেলি!

রেখা ॥ তুমি আমাকে বেশি ভালবাস কি-না—তাই তোমার মনটা সদাই হারাই-হারাই কর্‌ছে। ও অমন হয়, বাবা! কেবল আমার কথা ভেবে-ভেবে তোমার মাথা গরম হ'য়ে গেছে। আমি তোমায় একটু বাতাস করি, বাবা। [তালবৃন্ত লইয়া ব্যজন করিতে লাগিল]

ত্র্যম্বক ॥ ঠিক বলেছিস্, মা! বেশি ভালবাসার জন্ম এই

রকম হয়। রেবা, তুই যে মা আমার দেহের প্রাণ—বুকের রক্ত, তোকে হারালে কি আর একদণ্ড বাঁচ্‌ব! [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ]

রেবা। [ত্র্যম্বকের ললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে] বাবা, তোমার কেন যে এত হা-হুতাশ, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। তোমার কি দুঃখ বল বাবা, আমায় ; আমাকে তার ভাগ দেবে না কেন ? তা হ'লে অনেকটা লাঘব হবে। আচ্ছা বাবা, আমাদের কি আর কোন আত্মীয়-স্বজন—আপনার লোক—কেউ এ জগতে নেই ?

ত্র্যম্বক ॥ না—না, কেউ নেই—একজনও না। কেবল এই বিশাল পৃথিবীতে তুই আর আমি—আর সব শূন্য।

রেবা ॥ তবে তোমার সব কথা বল, বাবা!

ত্র্যম্বক ॥ সে সব শুনে আর কি হবে ? যা অতীত—তা অতীত। এখন শুধু এই জেনে রাখ্‌, আমি তোর বাবা—বাবা—কেবল বাবা আর তুই তার একমাত্র একটী মেয়ে ; তার বেশি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিস্‌ নি।

রেবা ॥ হাঁ বাবা, যখন আমরা বেলগাঁও থাক্‌তুম–সে পাড়া-গাঁ হ'লেও বেশ জায়গা। যাদের কাছে তুমি আমাকে রেখেছিলে, তারা আমাকে খুকী খুকী ব'লে ডাক্‌ত, কত আদর যত্ন করত। এ সহর বড় ভাল নয়, বাবা! আমরা এখানে কত-দিন এসেছি ; আমার এখানে আর একদিনও ভাল লাগ্‌ছে না। বল—বাবা, আমরা আবার সেইখানেই সেই বনচ্ছায়ে ফিরে যাই ; সেখানে গাছে-গাছে কত ফুল ফোটে—কত লতা দোলে—কত পাখী কেমন গায়!

ত্র্যম্বক॥ হাঁ রেবা, এখন বেশ বুঝ্‌ছি, তোকে সেখানে রেখে দিলেই খুব ভাল হ'ত, সহরে আমার কাজ—মাঝে-মাঝে মাসে-মাসে গিয়ে তোকে এক-একবার দেখে এলেই হ'ত; হ'ত ত—কিন্তু কি জানিস্? নিজের জীবনটা সর্ব্বদাই কেমন একটা ফাঁকা মনে হ'ত—মনের মধ্যে কেমন হু হু কর্‌ত—তোরই জন্ম আমার বুকের ভিতর সর্ব্বদা হাহাকার কর্‌ত, আর মনে হ'ত হায় রে দুর্ব্বহ্ জীবন! আমার মুখের দিকে চায়, এমন কি এ জগতে আমার কেউ নেই—কেউ নেই; তখন তোর কথা মনে পড়্‌লেই মনে সান্ত্বনা পেতুম। তাই ত তোকে নিয়ে এলুম মা—[নিজমনে অস্ফুট স্বরে] এখন ভুল বুঝ্‌তে পার্‌ছি—ভুল করেছি।

রেবা॥ কিছু না বাবা, আমি বেশ আছি—সে পাড়া-গাঁ ভাল না, এখানে কেমন তোমাকে আমি সব সময়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি—কত তোমাকে ভালবাস্‌ছি; কি হবে গাছ-পালা লতাফুল—পাখীর ডাক্, তুমি একাই আমার সব বাবা!

[এই বলিয়া ত্র্যম্বকের মাথার চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলেন।]

বাবা, তুমি আমায় মার কথা কিছু বল-না; তোমার মুখে বেশ শুন্‌তে লাগে!

ত্র্যম্বক॥ না—না রেবা, সেই পুরাণো স্মৃতির আগুন আর জ্বালাস্ নি, ছাই চাপা আছে—থাক্। সে গেছে—তোকে রেখে সে চিরকালের জন্য চ'লে গেছে—আমায় ছেড়ে গেছে। তুই যদি আমার আজ না থাক্‌তিস্—তা হ'লে সে সব আজ স্বপ্ন মনে

হ'ত। সে-যে কী ছিল—নারীজাতির সে ছিল অলঙ্কার—সর্ব্বগুণে গুণবতী। এই দরিদ্র আমি—এই কী কুৎসিত, রুগ্ন, তবু তার কী ভালবাসা—কী যত্ন! ছিল স্বর্গের সামগ্রী—তার হৃদয়-ভরা সুষমা-সম্ভার নিয়ে সে স্বর্গে চ'লে গেল! দেখেছি, তার চিতার আগুন শিখায়-শিখায় অনেক দূর জ্ব'লে উঠে তার সব পবিত্রতা যেন স্বর্গে পৌঁছে দিয়েছে; আকুলকণ্ঠে চিতার দিকে চেয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠেছি;—আগুন! তুমি কি এতই নিষ্ঠুর, যে হৃদয়ে আমার সকল বেদনার বিশ্রাম ছিল, তা আজ এমন ক'রে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিয়ো না। [সহসা প্রকৃতিস্থ হইয়া] থাক্ কি বল্‌ছি। তুই আমার আছিস, এই ভগবানের অসীম দয়া! [দুই হাতে চক্ষুর্দ্বয় আচ্ছাদন]

রেবা॥ বাবা, তুমি কাঁদ্‌ছ? আমার দোষ হয়েছে; তোমার চোখের জল আমি যে সহ্য কর্‌তে পারি না, বাবা! তুমি অমন ক'রে কাঁদ্‌লে আমি পাগল হ'য়ে যাব, বাবা।

ত্র্যম্বক॥ ও—তুই আমাকে হাস্‌তে বলিস্—তাই তোর ভাল লাগে? বেশ—এবার থেকে খুব হাস্‌ব—একটুও কাঁদ্‌ব না।

রেবা॥ তুমি আমাকে এবার মাপ্ কর।

ত্র্যম্বক॥ দাঁড়া, আগে আমি নিজেকে মাপ করি। রেবা, কেবল তুই-ই আমার কাছে স্বর্গের দান! আর জগতের সব কিছু আমি ঘৃণা করি; এ জগৎ বড় সাংঘাতিক! দেখ্ রেবা, এ জগতের কত লোকের কত কী আছে, মা-বাবা, ভাই-বন্ধু, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-পিলে, লোকজন কত কী; কিন্তু তুই ছাড়া এ জগতে আমার বল্‌তে আর কেউ-ই—একটা প্রাণী নেই। কত

লোক ধনী. কী জাঁক-জমক—কী মান-মর্য্যাদা! রাজার হালে আছে —থাক্; কিন্তু তুই এই দরিদ্র বাপের মহা ঐশ্বর্য্য—তোর পবিত্র মর্য্যাদা তাদের সব হারিয়ে দিয়েছে, এ কী আমার কম গৌরব!

রেবা॥ কি বাবা, তুমি আজ এত কথা বল্‌ছ?

ত্র্যম্বক॥ বল্‌ব না? তুই জানিস্ না, তুই আমার কি? তুই আমার জন্মভূমি, বাস্তু-ভিটা, ঘর-সংসার, ধন-দৌলত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আশা-ভরসা—পৃথিবীর যা-কিছু সব আমার তুই! তাই ভয় হয়, পাছে যদি তোকে হারাই—সেই কথা যখন ভাবি, আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে—পায়ের নীচে ভূমিকম্প হয়,—ভয়ে সারা হই; সে কথা বেশিক্ষণ মনে ঠাঁই দিলে হয় ত হঠাৎ ম'রে যাব! আর ভাব্‌তে পারি না।

রেবা॥ বাবা, তুমি যদি এই রকম ক'রে দুঃখ কর্‌বে, তা হ'লে এবার আমি সত্যি সত্যি তোমার উপর এমন রাগ কর্‌ব—

ত্র্যম্বক॥ না মা, তুই রাগ করিস্ নি—তুই হাসিমুখে আমার দিকে চা, রেবা। কী সুন্দর সরল তোর হাসি—ঠিক তোর মায়ের মত, কত সরল! হাস্‌তে হাস্‌তে সেও তোর মত দুই হাতে নিজের দুই গাল এক-একবার চেপে ধর্‌ত।

রেবা॥ আমি ত বাবা, তোমাকে একটুও সুখী কর্‌তে পার্‌লুম না!

ত্র্যম্বক॥ সুখী? আমার মত সুখী কে? যখন আমি তোর মুখখানির দিকে চেয়ে দেখি, তখন কী বিপুল আনন্দে আমার সমস্ত বুকটা ভ'রে ওঠে—তুই তার কি জান্‌বি? [রেবার মুক্তকেশ মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিয়া] কী কাল রেশমের মত চুল!

মনে পড়ে ঠিক তারও এম্‌নি ছিল—আর কে বা জানে তা! [সচকিতে] রেবা, আমার একটা কথা রাখ্‌বি ?

রেবা ॥ তোমার কোন্ কথা না রাখি, বাবা ?

ত্র্যম্বক ॥ ঠিক বল্‌ছিস্? তুই এই গৃহ ছেড়ে কোথাও যাস্‌নি।

রেবা ॥ না—না, আমি যাব না।

ত্র্যম্বক ॥ খুব সাবধান!

রেবা ॥ কোন দিন কারও সঙ্গে ঠাকুর দেখ্‌তে—মন্দিরে—

ত্র্যম্বক ॥ না—না, এখন কিছুদিন ঠাকুর দেখা থাক্, সে ব্যবস্থা আমি পরে কর্‌ব। এখন তোর পথে বেরুনো কিছুতেই হবে না—এমন কি ঐ পথের দিক্‌কার জানালার ধারেও কখনো দাঁড়াবি নি। তুই জানিস্ না, বিষ্ণুপুরে এখন পাপের হাওয়া বইছে—সেই হাওয়ায় হাওয়ায় যত সব মাংসলোভী কসাই লম্পটের দল পথে পথে ধাওয়া ক'রে বেড়াচ্ছে। [স্বগত] তাদের নজরে পড়্‌লে কি আর রক্ষা আছে—তখনই ছিনিয়ে নিয়ে যাবে—আমার মত এক নগণ্যের কন্যা, আমার মুখের দিকে চেয়ে কেউ একবার 'আহাও' বল্‌বে না। এ সদ্যঃ ফোটা ফুল অগ্নিকুণ্ডে পড়্‌লে এক নিমেষেই ঝল্‌সে উঠ্‌বে।

[সভয়ে চারিদিকে শূন্যে দৃষ্টিপাত]

রেবা ॥ বাবা, বল্‌তে বল্‌তে চুপ্ কর্‌লে কেন? অমন ক'রে ভয়ে-ভয়ে চারিদিকে চাইছ কেন? না বাবা, আমি তোমাকে বল্‌ছি, আমি কোথাও যাব না।

ত্র্যম্বক ॥ রেবা!

রেবা ॥ কি বাবা ?

ত্র্যম্বক। না থাক্। [ক্ষণপরে] মা রেবা, আর একটা কাজ পার্‌বি ?

রেবা ॥ অমন কর্‌ছ কেন, বাবা ? কি ভাব্‌ছ বল দেখি ? কি ভেবে এমন উতলা হচ্ছ, বাবা ?

ত্র্যম্বক ॥ কিছু না। দেখ্‌—মা, যেমন ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে শিশুকে ঘুম পাড়ায়, পারিস্‌—মা, তেমনি গান গেয়ে আমায় কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য একটু তন্দ্রা এনে দিতে ?

রেবা ॥ আমি গান গাইলে তুমি ঘুমুবে ত—হাঁ ক'রে আমার মুখ-পানে চেয়ে থাক্‌বে না ত ?

ত্র্যম্বক। না—না—আমি ঘুমুতে চেষ্টা কর্‌ব।

রেবা ॥ আচ্ছা, তা হ'লে গাইচি। আচ্ছা—বাবা, আমার মুখপানে চেয়ে কি দেখ, বল দেখি ? আমি লক্ষ্য করেছি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমার চোখে জল ভ'রে আসে—তখন আর সাম্‌লাতে পার না, তখন একটা বুকভাঙা নিঃশ্বাস ফেলে তুমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নাও ; কেন নাও, বাবা ?

ত্র্যম্বক ॥ কই না ?

রেবা ॥ হাঁ, আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি। যখনই জিজ্ঞাসা করি, তুমি অমনি আন্‌কথা ক'য়ে আমার কথাটা উড়িয়ে দাও। আজ তোমায় বল্‌তেই হবে—কেন তুমি অমন কর ; নইলে আমি কিছুতেই ছাড়্‌ব না !

ত্র্যম্বক ॥ কিছু নয়—মা, তুই ঘুম-পাড়ানী গান গেয়ে আমায় একটুখানি তন্দ্রা এনে দে ! আমি বড় ক্লান্ত—অবসন্ন !

রেবা ॥ আচ্ছা গাইছি। ঘুম থেকে উঠে কিন্তু বল্‌তেই হবে?

গান।

ব্যথিতের ব্যথা মুছায়ে দাও গো,
ব্যথাহারী যদি নাম নিয়েছ।
নহি শ্রান্ত বহিতে দুখের বোঝা,
তুমি যা আমারে দিয়েছ॥
তোমারই দেওয়া আশা পিয়াসা,
তোমারই দেওয়া যাতনা নিরাশা,
তোমারই রচা এ বিশ্ব মাঝে
তুমিই যখন এনেছ॥

তৃতীয় পারিষদের প্রবেশ।

৩য় পারি ॥ ত্র্যম্বক, যদি মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে চাও, পালাও!

ত্র্যম্বক ॥ [শশব্যস্তে উঠিয়া] য়্যাঁ—কে? কি বল্‌ছ? তুমি সদাশিব! ওঃ বুঝেছি—রহস্য কর্‌ছ! আমি ব্যঙ্গচ্ছলে তোমাদের অশেষ নির্যাতন করেছি—অশেষ যন্ত্রণা দিয়েছি—তার প্রতিশোধ নিতে এসেছ? এখনও কি সে কথা ভুল্‌তে পার নি, ভাই?

৩য়-পারি ॥ সে আলোচনার এখন সময় নেই, ত্র্যম্বক! যদি মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে চাও, তা' হ'লে এখনই পালাও—মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর্‌লে সর্ব্বস্ব হারাবে।

ত্র্যম্বক। কি বল্‌ছ, সদাশিব?

৩য়-পারি ॥ যা বল্‌ছি—অতি কঠোর সত্য! তোমার কন্যা সুন্দরী যুবতী; যদি পিশাচ রাজার কবল হ'তে তোমার কন্যার

মর্য্যাদা রক্ষা করতে চাও, তা' হ'লে পালাও—এখনই—এই মুহূর্ত্তে!

ত্র্যম্বক॥ সদাশিব, তোমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে! এও কি সম্ভব? স্বীকার করি—মহারাজ রঘুনাথ সিংহ একজন চরিত্রহীন লম্পট; কিন্তু আমরা যে তাঁর আশ্রিত?

৩য়-পারি॥ আশ্রিত ব'লেই তোমার কন্যা তাঁর সর্ব্বপ্রথম শিকার! ত্র্যম্বক, কথায় কথায় কাল ব'য়ে যাচ্ছে; আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না, যা ভাল বোঝ কর।

[প্রস্থান।

ত্র্যম্বক॥ আশ্রিতের প্রতি অত্যাচার—ধর্ম্মে সইবে? হীন লম্পটের আবার ধর্ম্ম! সদাশিবের কথা কি সত্য? মহারাজের প্রকৃতি কি এতটা নীচ হয়েছে? তাই ত—কি করি?

রেবা॥ চল—বাবা, আমরা এখান থেকে চ'লে যাই; এঁর কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। কী স্বার্থ আছে এঁর আমাদের সতর্ক ক'রে দিয়ে? দুর্নীতিপরায়ণ রাজার পৈশাচিক আচরণ ক্রমশঃ বেড়ে উঠে সংক্রামিত হ'তে চলেছে—দীন, দরিদ্র, আশ্রিতে পর্য্যন্ত! কাজ নেই—বাবা, আর এখানে থেকে। চল আমরা চ'লে যাই—যেদিকে দু'চক্ষু যায়! এমন রাজার রাজ্যে বাস করার চেয়ে বনে গিয়ে বাঘ-ভালুকের সঙ্গে হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে বাস করা শতগুণে ভাল!

ত্র্যম্বক॥ তাই চল—মা; যা কখনও মনে স্থান দিতে পারি নি, তাও আজ সত্যে পরিণত হ'তে চলেছে! কালের কী বিচিত্র পরিবর্ত্তন! এও কি সম্ভব ব্যঙ্গচ্ছলে আমি এই

সদাশিবের অশেষ লাঞ্ছনা করেছি, আজ কি সে তার প্রতিশোধ নিতে কৌশলে আমায় গৃহহারা—আশ্রয়হারা কর্‌তে চায়? দুজ্ঞের্য় মনুষ্য-চরিত্র! কিন্তু ভাবতে হবে, মা! ভেবে কাজ না কর্‌লে এরপর অনুতাপ কর্‌তে হবে। রাজ-প্রসাদ-ভোজী একজন চাটুকারের চালাকিতে শেষে নিরাশ্রয় হ'য়ে পথে দাঁড়াতে হবে।

রেবা॥ পথই আমাদের এখন আশ্রয়, বাবা।

ত্র্যম্বক॥ দাঁড়া একটু ভেবে দেখি, কি কর্‌তে পারি।

রেবা॥ ভাব্‌বার কিছু নাই, বাবা। তুমি যে ভয় কর্‌ছিলে—এখন দেখ্‌ছি——

ত্র্যম্বক॥ হাঁ—হাঁ, তা ঠিক বলেছিস্, মা! তবে আর দেরি নয়—ওঠ্।

[নেপথ্য হইতে বহু পদশব্দ শ্রুত হইল]

কে তোমরা ওখানে—ওকি—ওঃ তোমরা?

সশস্ত্র অনুচববর্গসহ প্রথম ও দ্বিতীয় পাবিষদ প্রবেশ করিল।

১ম পা॥ হাঁ ত্র্যম্বক, আমরা—

[অনুচববর্গকে ইঙ্গিত করিল। অনুচরদ্বয় রেবাব দিকে অগ্রসব হইলে ত্র্যম্বক বাধা দিয়া বলিলেন]

ত্র্যম্বক॥ কোথা যাও—কি চাও?

১ম-পারি॥ চাই ঐ সুন্দরীকে। যদি বাঁচ্‌তে চাও—পথ ছাড়। বুঝেছ—এ আমাদের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ! [অনুচরদ্বয় প্রতি] যাও—বিলম্ব ক'রো না—তোমরা তোমাদের কার্য্য কর।

ত্র্যম্বক॥ ব্যঙ্গপ্রিয় আমি—ব্যঙ্গচ্ছলে তোমাদের লাঞ্ছনার

কারণ হয়েছি সত্য ; কিন্তু এই কি তার প্রতিশোধ ? আমার কুমারী কন্যা—না—না—নিরঞ্জন ! তুমি বোধ হয়, ব্যঙ্গ করছ ? আমার সহযোগী সহকর্ম্মী তোমরা—আমার কন্যা তোমাদেরও কন্যাস্থানীয়া। তোমরা কি পার তোমাদের কন্যার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে ? অসম্ভব ! আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, ভাই ! আমায় মার্জ্জনা কর—এই নতজানু হ'য়ে আমি তোমাদের কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি—

[নতজানু হইলেন ; অনুচরদ্বয় পুনরায় অগ্রসর হইলে ত্র্যম্বক ছুটিয়া গিয়া রেবাকে অবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন।]

খবরদার ?

১ম-পারি॥ অকর্ম্মণ্যের দল ! চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে ?

ত্র্যম্বক। খবরদার কুকুরের দল ! জেনো—নিরঞ্জন, আমায় হত্যা না ক'রে কারও সাধ্য নেই যে, আমার কন্যার গায়ে হাত দেয় ! ভয় নেই—রেবা ; তুই আমার কাছে এসে দাঁড়া !

[কম্পিত কলেবরে রেবা ত্র্যম্বকের নিকটবর্ত্তিনী হইলে ত্র্যম্বক সস্নেহে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল]

তোমাদের মা বোন্ মেয়ে নেই ? আজ আমার মেয়েকে রাজার কাছে বেচ্‌তে এসেছ, কাল কি করবে ? [১ম পারিষদের প্রতি] তোমার মেয়েকে—কেমন ? তারপর [২য় পারিষদের প্রতি] ওহে বিশ্বম্ভর ! তোমার গৃহিণীকে—এই ত ? [অনুচরগণের প্রতি] হা—হা—তোমরাও বাদ যাবে না— তার পর—তার পর—তোমাদের বোনগুলোকে হাত-পা বেঁধে

নিয়ে গিয়ে রাজার কামানলে আহুতি দেবে—কি মজা ! কেউ পার পাবে না—পার পাবে না—

[সহসা ১ম পারিষদের ইঙ্গিতে অনুচর কর্ত্তৃক অতর্কিতে লাঠীর আঘাতে ত্র্যম্বক যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ করিয়া ভূপতিত হইল, অনুচরগণ ও পারিষদদ্বয় ত্র্যম্বককে তদবস্থায় রাখিয়া রেবার মুখ বাঁধিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। ক্ষণপরে ত্র্যম্বক সহসা সংজ্ঞালাভে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

কবিরাজের গৃহ-সংলগ্ন ভৈষজ্যালয়

কতিপয় রোগী কবিবাজের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল।

১ম-রোগী॥ [দন্তরোগে ভুগিতেছিল ; একখণ্ড মোটা বস্ত্র দ্বারা তাহার মুখমণ্ডল আবৃত ; বামহস্তে স্বীয় বামগণ্ড চাপিয়া ধরিয়া নতমুখে বসিয়াছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় সে সহসা চীৎকার করিয়া বলিল] গেল—গেল—গেল—

২য় রোগী॥ [উদরাময় রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ অহিফেনের নেশায় মস্‌গুল ; প্রথম রোগীর পার্শ্ববর্ত্তী একটা কাষ্ঠাসনে বসিয়া একটা হুকায় আস্তে আস্তে টান্ দিতেছিল এবং মাঝে মাঝে এক-একবার কাসিতেছিল। প্রথম রোগীর আকস্মিক যন্ত্রণাসূচক চীৎকারে সে চমকিয়া উঠিল ; তাহার শ্লথ হস্তের হুঁকা কলিকা তাহার

পার্শ্ববর্ত্তী রোগীর মাথায় পড়িয়া গেল; সে ভীত, বিস্মিত ও সঙ্কুচিতভাবে বলিয়া উঠিল।] রামচন্দ্র! কোথাকার অর্ব্বাচীন হে?

৩য়-রোগী॥ [বাত ব্যাধিগ্রস্ত—উত্থান-শক্তি নাই বল্লেই হয়; মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে অনুনাসিক স্বরে] খুঁনে বেঁটা—পুঁড়িয়ে মাঁর্লে—ঘঁরে আঁগুন দিঁলে—জঁল—জঁল—

[একটা অপ্রত্যাশিত আতঙ্কে সমাগত অন্যান্য রোগিগণ আত্মরক্ষার জন্য কেহ কেহ পলায়নপর হইল, কেহ কেহ ভৈষজ্যালয়ে রক্ষিত জল বা জলীয় তৈলাদি বিভিন্ন তরল পদার্থের পাত্র তৃতীয় রোগীর মস্তকে ঢালিয়া দিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা বিরাট্ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল; চীৎকারে আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইল। গৃহের আস্‌বাব-পত্রাদি বিপর্য্যস্ত হইল। প্রাণভয়ে অনেকে পলায়ন করিল। যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক গৃহখানির অবস্থা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল।]

ইত্যবসরে কবিরাজের প্রবেশ।

কবিরাজ॥ বলি, হাঁ হে—ব্যাপারখানা কি? একটা ভীষণ ডাকাতি কি খুন রাহাজানি ব্যাপারেও ত এমন গর্দ্দভ-চীৎকার শোনা যায় না? য়্যা—এ সব কি? তোমরা মারামারি কর, আর খুনোখুনি কর, সদর রাস্তায় কর গে—তা নয়, আমায় বুকে ব'সে আমারই দাড়ী ওপ্‌ড়ানো? পাজী বেটারা—নচ্ছার বেটারা—বেল্লিক বেটারা—নিকালো এখান থেকে!

১ম-রোগী॥ গেল—গেল—গেল—

২য়-রোগী॥ ঐ—ঐ বেটাই ত সর্ব্বনাশের গোড়া।

৩য়-রোগী ॥ গোঁড়া তুঁমি—তুঁমিই ওঁ ঘরে আঁগুন দিঁচ্ছিলে হেঁ ! উঁহুঁ—আঁমার টাক ফাঁটিয়ে দিঁয়েছে !

কবিরাজ ॥ নিকালো বেটা মামদো ! নইলে এই মুষলের একটী ঘায়ে তোর টাকের অস্তিত্ব লোপ করব।

৩য়-রোগী ॥ আঁমার কিঁ অঁপরাধ, বাঁবাঁ ? আঁমি ত বাঁতের কাঁমড়ে এইখাঁনে পঁ'ড়ে কাঁত্‌রাচ্ছিলুম !

কবি ॥ এখানে কেন, বাবা ? ঐ তেঁতুল-তলায় প'ড়ে মনের সাধে কাত্‌রাও গে—রোগ-রোগী দুই-ই সেরে যাবে।

৩য়-রোগী ॥ এঁকটু ওঁষুধ—

কবি ॥ ঐ তেঁতুল গাছের হাওয়া—আহার ওষুধ দুই-ই হবে—যাও।

৩য় রোগী ॥ এঁকটা মুঁষ্টিযোঁগ দিঁয়া কঁ'রে দেঁবেন না কি ?

কবি ॥ এই যে দিচ্ছি—[মুষ্ট্যাঘাত করিবার উদ্যোগ]

৩য়-রোগী ॥ ওঁরে বাঁপ্‌রেঁ—

[প্রস্থান।

কবি ॥ তোমরা যে বড় গেলে না ? এক-আধ্‌টা মুষ্টিযোগ চাই নাকি ?

২য়-রোগী ॥ আমার কঠিন উদরাময়—ঘন ঘন দাস্ত—

কবি ॥ তা হ'লে ত তোমাকে আর আস্ত রাখ্‌ব না। যদি ভাল চাও—তবে মানে মানে বিদেয় হও !

২য়-রোগী ॥ এ কবিরাজ ভারি দুর্ম্মুখ !

কবি ॥ দাঁড়া পাজী, এক চাটকায় কৃষ্ণ-চতুর্ম্মুখ ক'রে ছাড়্‌ছি—[চপেটাঘাতোদ্যত]

২য়-রোগী ॥ ও বাবারে—

[প্রস্থান ।

১ম-রোগী । গেল—গেল—গেল—

কবি ॥ তুমিও পথ দেখ ; নইলে ঝাড়্‌ব কি মুষ্টিযোগ ?

১ম রোগী ॥ গেল—গেল—গেল—

[প্রস্থান ।

কবি ॥ বিনামূল্যে ব্যবস্থা নিতে এসে বেটারা আমার যা অবস্থা ক'রে গেল, তার ধাক্কা সাম্‌লাতে আমায় যে কী নাজেহাল হ'তে হবে. তা নারায়ণই জানেন। এমনভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করার চেয়ে অপ্রতিষ্ঠ থাকাই সুখের ! আমি প্রতিষ্ঠা চাই না—

ধাত্রীর প্রবেশ ।

কে তুমি ? কি চাও ?

ধাত্রী ॥ ও হরি ! আমায় চিন্‌তে পার্‌ছেন না, কব্‌রেজ মশাই ? আমি যে ছিদেমের মা গো—রাজকন্যে ইরাবতীর ধাই-মা ?

কবি ॥ ও—তা তুমি কি চাও ?

ধাত্রী ॥ দেখুন, কব্‌রেজ মশাই—আমি ভারি বিপদে পড়েছি ! যদি আপনার দয়ায় এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার পাই, তা'হ'লে—[স্বগত] কার নাম কর্‌ব—মহারাণীর ? না—না—মহারাণী এ সব কিছু জানেন্ না ; যদি টের পায় ত, হিতে বিপরীত হবে। দূর হ'ক্ গে ছাই—রাজকুমারীর কথাই বলি ! না—না—সেও ত নাম কর্‌তে বারণ করেছে। দূর হ'ক্ গে—নিজের কথাই বলি ; কিন্তু নিজের নাম কর্‌লে কি কব্‌রেজ বিশ্বাস কর্‌বে ? যদি বিশ্বাস না হয়, তা' হ'লে যার জন্যে এসেছি. তা০ পাব — —ন পেলে আমার সোনার পুতলী ইরাকে হারাব ! কি করি ! কার নাম

করি? কার নাম করলে বিশ্বাস করবে? দুর হ'ক্ গে, আগে নিজের নাম ক'রেই দেখি—যদি বিশ্বাস না করে, তখন না হয় আর কারও নাম করব।

কবি॥ বল্‌তে বল্‌তে থাম্‌লে কেন? কি ভাব্‌ছ?

ধাত্রী॥ না—না—কিছু ভাবি নি! দুর হ'ক্ গে—ওষুধের নামটাও ছাই মনে আস্‌ছে না! হাঁড়ী, দেখ—আমায় কিন্তু সেটা দিতে হবে—বুঝেছ ত—রাজবাড়ীর কাজ—তোমায় খুব খুসী করব।

কবি॥ [স্বগত] অমঙ্গলগুলোকে বিদেয় ক'রে, দেখা যাচ্ছে মঙ্গলের সূচনা! দেখা যাক্—কোথাকার জল কোথায় মরে! [প্রকাশ্যে] কি চাও—না বল্‌লে আমি কেমন ক'রে প্রতিশ্রুতি দোব—দিতে পারব কি-না?

ধাত্রী॥ পারবে না কেন? মনে করলেই দিতে পার। আকাশের চাঁদও চাই নি—আর বাঘের দুধও চাই নি—চাই একটু বিষ—খুব ঝাঁজালো বিষ! অবিশ্যি এর জন্যে যা চাবে, তাই দোব; তা ছাড়া বলেছে, তোমায় খুসী করবে—না—না—কেউ বলে নি—এই আমিই বল্‌ছি, তোমায় খুসী করব।

কবি॥ বিষ কি করবে?

ধাত্রী॥ বিষ আর কি করব? ভারি দরকার কি না, তাই—

কবি॥ প্রয়োজনের কথা না বল্‌লে আমি দিতে পারি না।

ধাত্রী॥ প্রয়োজন? ভারি প্রয়োজন গো, ভারি প্রয়োজন!

কবি॥ কি প্রয়োজন, তা খুলে বল।

ধাত্রী॥ [স্বগত] তাই ত—কি বলি? [প্রকাশ্যে] ঐ বিষে বিষে বিষক্ষয় করবে কি না, তাই।

কবি ॥ হেঁয়ালী রাখ—খুলে না বল্‌লে আমি দিতে পার্‌ব না।

ধাত্রী ॥ পার্‌ব না বল্‌লে হবে না গো—দিতেই হবে, নইলে আমার সর্ব্বনাশ হবে। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি আমায় বাঁচাও! যা চাও, তাই দোব—তুমি আমায় একটু বিষ দাও!

কবি ॥ কোথাকার পাগলী মাগী! বিষ কি ছেলেখেলার জিনিষ যে, চাইলেই পাওয়া যায়? কি করবে বল, তার পর দোব কি না, ভেবে দেখ্‌ব।

ধাত্রী ॥ ওগো, ভাব্‌বার সময় নেই! তোমার পায়ে পড়ি—আমায় বাঁচাও। এই নাও মোহরের থলি—যত ইচ্ছা নাও—আমায় কেবল একটু বিষ দাও! [মোহরের থলি প্রদর্শন]

কবি ॥ [স্বগত] রাজবাটীর ধাত্রী—এত টাকা দিয়ে বিষ নিতে এসেছে, নিশ্চয়ই ওর নিজের জন্য নয়। রাজা-রাণীর বিবাদ চলেছে, নিশ্চয়ই তারা কেউ এর ভেতর আছে! দূর হ'ক্‌ গে—আমার তাতে কি? একটু বিষের বদলে আশাতীত অর্থলাভ—এ সুযোগ পরিত্যাগ করব না! [প্রকাশ্যে] তুমি যখন এত ক'রে বল্‌ছ, তখন তোমার কথায় আমি দিতে পারি; কিন্তু তুমি শপথ কর—প্রাণান্তেও এ কথা কারও কাছে প্রকাশ করবে না?

ধাত্রী ॥ আমি আমার অন্ধের নড়ী ছেলের দিব্যি ক'রে বল্‌ছি—কারও কাছে প্রকাশ করব না।

কবি ॥ ভাল, আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় এমন বিষ দোব—যার এক কণিকা উদরস্থ হ'তে-না-হ'তে মানুষের ইহ-লীলা সাঙ্গ হবে।

[উভয়ের গৃহমধ্যে প্রবেশ।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রমোদ-কক্ষ

একটী সোফায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রঘুনাথ মদ্যপান করিতেছিলেন। অদূরবর্ত্তী আর একটী সোফায় দুইজন পারিষদ ফুল্লমনে মদ্যপাননিরত। সম্মুখে নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ।—

নৃত্যগীত

যদি পিয়াসা না জাগে পরাণে,
চোখের দেখা সখা দিয়ো না।
বাসিবে না যদি ভাল কভু,
অমন আকুল নয়নে চেয়ো না।
খুলিয়া দিয়াছি মরমের দ্বার,
গরবিনী ভাবি তুমি হে আমার,
সুখের স্বপন আপনি মগন,
আমার এ সুখ কেড়ে নিয়ো না।

রঘু॥ সেই পচা—পুরাণো—একঘেয়ে সব! "ভালবাসি—ভালবাস" শুনে শুনে তিক্ত হ'য়ে গেছে! তোমরা যাও।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

কৈ, কোথায় সেই নবাগতা সুন্দরী?

১ম-পারি॥ এই যে, মহারাজ! পাশের কক্ষেই অবস্থান করছেন।

রঘু ॥ পাশের কক্ষে - একাকী ! মূর্খ, এইখানে নিয়ে এস ।

প্রথম পারিষদ চলিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে
রেবাকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ করিল ।

ওহো হো - এত সুন্দর তুমি ! এতদিন এত রূপ কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে, তুমি রূপের রাণি ? আর. ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, সুন্দরি ? এস—পাশে এসে ব'স । চুপ্ ক'রে রইলে কেন, সুন্দরি ? অভিমান হয়েছে ? কিসের অভিমান ? আমি কে জান ? বিষ্ণুপুরের মহারাজাধিরাজ রঘুনাথ সিংহ ।

রেবা ॥ আপনি এ রাজ্যের রাজা, আমাদের প্রতিপালক ; প্রণাম গ্রহণ করুন । [ভূমিষ্ঠ প্রণাম]

রঘু ॥ [সহাস্যে] শুধু প্রণামে কি হবে ? সেই সঙ্গে রাজ-দর্শনের নজরানা কই ?

রেবা ॥ [নতজানুভরে বসিয়া] আমি গরীবের মেয়ে, নজরানা কি দেব—ভক্তি ছাড়া ?

রঘু ॥ ভক্তি-ফক্তি নয়—বাজে কথা ! প্রেম দাও, আর তার সঙ্গে দাও তোমার ঐ অপরূপ রূপ যৌবনের ডালি—দেহখানি । কে বলে তুমি গরীব ? যে এই রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণী, সে আবার গরীব কিসে ? এস সুন্দরি ! আমার বুকে এস, আর বিলম্ব কেন ? তোমাদের রাজা সৌন্দর্য্যের যথার্থ সমাদর কর্‌তে জানে, চিরদিনই কেবল রূপের সেবক, রূপের নেশায় অহোরাত্র মাতাল হ'য়ে আছে । হৃদয়ে আকুল পিয়াসা—পিপাসিতকে প্রেম-সুধা দানে তৃপ্ত কর, সুন্দরি !

[পারিষদদ্বয়কে ইঙ্গিত করণ, পারিষদদ্বয়ের প্রস্থান ।

রঘু ॥ [টলিতে টলিতে আসন ত্যাগ করিয়া রেবার হস্ত ধারণ করিয়া] এস সুন্দরি !

রেবা ॥ ছেড়ে দিন্—হাত ছেড়ে দিন্—আমি কুমারী ; কুমারীর মর্য্যাদা—

রঘু ॥ [বাধা দিয়া মৃদুহাস্যে] হা—হা—হা—হা ! নির্ব্বোধ রমণি, আশঙ্কা কিসের ? এই কৌমার্য্যের বিনিময়ে লাভ কর্‌বে তুমি রাজ-রাণীর মর্য্যাদা।

রেবা ॥ রাজরাণী—রাজরাণীর মর্য্যাদা—

রঘু ॥ ঠিক রাজরাণী নয়—তার চেয়েও বেশি, তুমি হবে আমার বিলাস-রাস-রঙ্গিণী—আমার প্রমোদ-শয্যার সঙ্গিনী—হৃদয় রাজ্যের রাণী—সর্ব্বে-সর্ব্বা, যেখানে কেবল আনন্দ—আনন্দ আর আনন্দ—অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি। এ কি তোমার সৌভাগ্য নয়, রূপসি !

রেবা ॥ আবাল্য দারিদ্র্যপালিত আমি—দুর্ভাগ্যের সঙ্গেই পরিচিত—দুর্ভাগ্যই আমার কাঙ্ক্ষিত—আমি সৌভাগ্য চাই না। স্নেহময় পিতা আমার, আমার জন্য না জানি কত অস্থির হচ্ছেন। দয়া ক'রে আমায় আমার পিতার কাছে পাঠিয়ে দিন্।

রঘু ॥ কেন ? দরিদ্র পিতার পর্ণকুটিরে কি সুখ—কি শান্তি পাবে, সুন্দরি, যার জন্য তুমি রাজরাণীর সৌভাগ্য স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে চাও ?

রেবা ॥ সে সুখ শান্তির আস্বাদ যে পেয়েছে—সে-ই জানে ; আপনি কেমন ক'রে জান্‌বেন ? বিলাস-ব্যভিচারের পঙ্কিলতার মাঝে নারকীয় পিশাচদলের সংসর্গে থেকে চিরমধুর—চির শান্তিময়—চির পবিত্র স্বর্গীয় সুখের কল্পনা কর্‌বার শক্তি

আপনার কোথায়? মহারাজ! দয়া করুন। পায়ে ধ'রে অনুনয় ক'রে বল্‌ছি—আপনার চির-আশ্রিত দীন প্রজা ত্র্যম্বক রাওয়ের কন্যা আমি—আপনারও কন্যাস্থানীয়া। প্রতিপালক হ'য়ে—রাজা হ'য়ে—পিতা হ'য়ে কেমন ক'রে কন্যাকে এমন সব জঘন্য কথা বল্‌ছেন! দয়া করুন—দয়া করুন—দয়া ক'রে আমায় আমার পিতার কাছে পাঠিয়ে দিন্—জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল কর্‌বেন।

রঘু॥ ব্যস্—ব্যস্—ঢের বক্তৃতা করা হয়েছে, এখন একটু রেহাই দাও, সুন্দরি; বক্তৃতা শোন্‌বার আমার অবসর নেই। চাই শুধু ফুর্‌তি—একটানা ফুর্‌তি। এস—সুন্দরি, দু'জনে সেই একটানা ফুর্‌তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই; এস—এস—[সজোরে আকর্ষণ]

রেবা॥ ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—পিশাচ! [হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া পশ্চাতে সরিয়া গিয়া] মনে করিস্ নি—নিরাশ্রয়া দুর্ব্বলা বালিকা পেয়ে তার উপর যথেচ্ছাচার কর্‌বি, আর তোর মাথার উপর যিনি জগতের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—রাজার রাজা—বিচারকের বিচারক, তিনি তা নীরবে সহ্য কর্‌বেন। তা হয় না—পিশাচ! এখনও আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে—দিনরাত হচ্ছে—এখনও ধর্ম্ম আছেন।

রঘু॥ হা—হা—ধর্ম্ম! যে তোমার মত দুর্ব্বল—অসহায়, সে-ই ভীত হবে তোমার ঐ অসার বাক্যাড়ম্বরে; মহারাজাধিরাজ রঘুনাথ সিংহ নয়। ডাক—সুন্দরি, প্রাণপণে তোমার রক্ষা-কর্ত্তা স্বর্গের কাল্পনিক দেবতামণ্ডলীকে; পারেন তাঁরা—

শক্তিমান্ নরপতি রঘুনাথ সিংহের কবল হ'তে তোমায় উদ্ধার করুন।

[রঘুনাথ পুনরায় রেবাকে ধরিতে উদ্যত, রেবা উন্মত্তার ন্যায় চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, অবশেষে নিরুপায় হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী এক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল]

ভালই হয়েছে, দরজা খোলা মনে ক'রে পালাতে গিয়ে আমারই বিলাস-কক্ষে ঢুকেছ। [নেপথ্য প্রতি দৃষ্টিক্ষেপে] ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করলে কি হবে, সুন্দরি? ওটা যে ব্যাধের ফাঁদ! বাহিরে থেকে খোল্‌বার উপায়ও আমার হাতে— এই যে—

[রঘুনাথ অগ্রসর হইয়া কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।]

পারিষদদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম পারি ॥ কী মজাটাই হ'ল ; আহা-হা, হরিণশিশু, প্রাণ ভয়ে পালাতে গিয়ে সিংহের গহ্বর মধ্যেই ঢুকেছ !

২য় পারি ॥ তা যা বলেছ, দাদা আমার! এইবার নির্ব্বিঘ্নে উদরস্থ।

রঘু ॥ [নেপথ্যে] সুন্দরি! এখন সব অপরাধ ক্ষমা ক'রে—বেশি না—একটি মাত্র চুম্বন।

রেবা ॥ [নেপথ্যে] না—না—না, স'রে যাও—

রঘু ॥ [নেপথ্যে] আচ্ছা একগুঁয়ে মেয়ে দেখ্‌ছি, কিছুতেই বাগ মান্‌তে চায় না। এস—

১ম পারি ॥ ভায়া, ব্যাপার গুরুতর! আর এখানে আমাদের আবির্ভাব ঠিক নয়—এস সুড়্-সুড়্ ক'রে স'রে পড়ি।

[উভয়ের প্রস্থান।

অপর দিক্ দিয়া ত্র্যম্বকের প্রবেশ।

ত্র্যম্বক ॥ কই—কেউ ত এখানে নাই। কোথায় গেল? কি হ'ল? রেবাকে আমার কোথায় নিয়ে গেল?

রঘু ॥ [নেপথ্যে] সুন্দরি, সহজে রাজী হও, তা হ'লে উভয়ের সুখের কারণ হবে। ছিঃ! বেয়াদবী ক'রো না; এস—বুকে এস, এ সময়ে বাধা দেওয়া বৃথা—সখি, একবার মুক্ত ক'রে দাও হৃদি-কমলের দল, অলি তব রুদ্ধ দ্বারে মাথা খুড়ে মরে।

রেবা ॥ [নেপথ্যে] ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও ওকি কর! প্রাণ যায়—

ত্র্যম্বক ॥ একি—কার কণ্ঠস্বর! তবে—তবে কি—
[ব্যাকুলতা প্রকাশ]

রঘু ॥ [নেপথ্যে] সহজে হবে না—বলপ্রয়োগে বাধ্য হ'লেম, সুন্দরি! তাতেই বেশি সুখ পায় ব'লে মত্ত মাতঙ্গের এই নলিনী-দলন!

রেবা ॥ [নেপথ্যে] ওঃ—হাত ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, বড় ব্যথা লাগে, ওঃ—অসহ্য—অসহ্য—প্রাণ যায়—

রঘু ॥ [নেপথ্যে] প্রাণ যাবে না—সুন্দরি, একটু সহ্য কর—নূতন প্রাণ পাবে; তখন নিজেই তুমি আমাকে চোখের অন্তরাল করতে চাইবে না। এত উতলা হ'লে চলে কি?

রেবা ॥ [নেপথ্যে] জ্ব'লে গেল—ম'রে গেলাম—ওঃ—ওঃ—বুক গেল, হৃদয়ে শেল বিঁধে গেল! কী যাতনা! ওগো কে কোথায় আছ—ছুটে এস, বাঁচাও—বাঁচাও—কুমারীর কৌমার্য্য যায়—সতীর সতীত্ব যায়—রক্ষা কর—রক্ষা কর—[আর্ত্তনাদ]

ত্র্যম্বক ॥ একি—এ যে আমার রেবার কণ্ঠস্বর! তবে কি—তবে কি—[উচ্চস্বরে] রেবা—রেবা! ভয় নাই—আমি এসেছি—আমি এসেছি!

[ছুটিয়া গিয়া রুদ্ধদ্বারে সবলে করাঘাত এবং অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া সোদ্বেগে]

ভগবান্! ভগবান্! আমার পাপের শাস্তি দিতে হয়, দাও অন্য রকমে; এ ভাবে নয়—নয়—নয়! মাথা পেতে দিচ্ছি, আমার মাথায় শত বজ্র হান—আমার প্রাণের রেবাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর——

[ছুটিয়া গিয়া রুদ্ধদ্বারে বার বার পদাঘাত করিয়া অবশেষে দ্বারে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে রক্তাক্ত হইয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিল]

রেবা ॥ [নেপথ্যে] প্রাণ যায়—প্রাণ যায়—জ্ব'লে গেল—ওঃ—ওঃ গেলাম যে—

রঘু ॥ [নেপথ্যে] এত উতলা—এত আকুলি-বিকুলি কিসের? এমন সুন্দরী—এত বে-রসিক! ছিঃ—

ত্র্যম্বক ॥ [রক্তাক্ত ললাটে করাঘাত করিতে করিতে, সেই রক্ত দুই হাতে মাখিতে মাখিতে উদাসভাবে ফিরিয়া] ওঃ! ভগবান্—ভগবান্—নাঃ, কে আছে, কাকে বৃথা ডাকি? যাকে

চিরকাল মানি নি—আজ সে কেন আমার ডাক্ শুন্‌বে!
[উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ]

[সহসা বিলাস-কক্ষ মধ্য হইতে রক্তাক্ত—বিস্রস্তবসনা, আলু-লায়িতকুন্তলা রেবা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল ও সম্মুখে ত্র্যম্বককে দেখিয়া তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বুকে মুখ লুকাইয়া সরোদনে আর্ত্তকণ্ঠে কহিল—]

রেবা॥ বাবা—বাবা—তুমি——

ত্র্যম্বক॥ আয় মা, বুকে আয়—তোকে হারিয়ে এতক্ষণ কী কান্নাই কেঁদেছি! এখন তাই ভেবে আমার এত হাসি পাচ্ছে! আবার যে তোকে আমি ফিরে পেয়েছি—একি! এমন ক'রে কাঁদিস্ কেন? বুকে মুখখানা এমন ক'রে লুকিয়ে রাখ্‌লি কেন, মা?

রেবা॥ বাবা! লজ্জায়—ঘৃণায় আমার মাটীতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা কর্‌ছে! বাবা, এ মুখ আমি আর কি ক'রে দেখাব?

ত্র্যম্বক॥ তবে কাঁদ্—মা, কাঁদ্—যত পারিস্ চোখের জল ঢাল্; আমার বুকে আগুন জ্বল্‌ছে—নৈলে জ্ব'লে-পুড়ে ছার্‌খার হ'য়ে যাবে! ঠিক বুঝেছিস্—মা, ঢাল্—ঢাল্—চোখের জল ঢেলে বন্যা বইয়ে দে—

রেবা॥ বাবা! বাবা! বাবা! বুকে বিষের জ্বালা—বিষে বিষক্ষয় হবে; বাবা, এখন বিষ এনে দিয়ে তোমার এ মেয়ের প্রাণ বাঁচাও——

ত্র্যম্বক। বল্ মা, কি হয়েছে—আমাকে সব খুলে বল্।

রেবা॥ কি আর বল্‌ব; বাবা! তোমার রেবা মরেছে!

বাবা, কতদিন কত ভাল-মন্দ জিনিষ এনে আমাকে ভুলিয়েছ ; আজ ভালবেসে একটু বিষ এনে দেবে না, বাবা ?

[সহসা কক্ষমধ্য হইতে রঘুনাথ প্রবেশ করিল এবং কিছু না বলিয়া রেবার হস্ত ধরিয়া প্রবল বেগে ছিনাইয়া লইবার জন্য আকর্ষণ করিতে লাগিল]

ত্র্যম্বক ॥ ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—পিশাচ, আমার কন্যাকে ; নইলে আমি তোকে হত্যা কর্‌ব। ভাব্‌ছ—আমি নিরস্ত্র, কেমন ? শোকে দুঃখে রোষে হাত আমার ভয়ানক কাঁপ্‌ছে, অস্ত্র ধর্‌ব কি ? তবে এই দেখ্‌—এই সব নখ—এই দিয়ে তোর টুটি ছিড়ে ফেল্‌ব !

[সবেগে গমন করতঃ রঘুনাথের কণ্ঠদেশ দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল : শক্তিমান্ রঘুনাথ সবলে তাঁহাকে একটী প্রচণ্ড ধাক্কা দিলে জীর্ণ দুর্ব্বল ত্র্যম্বক সে আঘাতের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ভূপতিত হইল।

রেবা ॥ বাবা—বাবা—ভগবান্—ভগবান্—যার কেউ নেই, তার তুমি আছ ! পিশাচের এই পাশবিক অত্যাচার দমন কর্‌তে কি আজ তুমিও শক্তিহীন ?

রঘু ॥ বেয়াদব ভিক্ষুক ! চ'লে এস, সুন্দরি—

ত্র্যম্বক ॥ রেবা—রেবা—

রেবা ॥ বাবা—বাবা—

ত্র্যম্বক ॥ আকাশ ! তোমাতে একখানাও বজ্র নেই এই পৃথিবীখানাকে চুর্‌মার ক'রে দিতে ? ধরিত্রি ! এতখানি পাপের বোঝা নীরবে বইছ ? বিরাট্ ভূকম্পনে একবার কেঁপে উঠে সমস্ত সৃষ্টিখানা রসাতলে দিতে পার না ? ওঃ - হো—হো—

রঘু॥ কে আছিস্?

রক্ষীদ্বয়ের প্রবেশ।

বেত্রাঘাত করতে করতে এই উন্মাদটাকে এখান থেকে বে'র ক'রে দে।

রক্ষীদ্বয়॥ চল্ বেয়াদব্!

[বেত্রাঘাতপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা, ত্র্যম্বকের বল প্রকাশ।]

ত্র্যম্বক॥ ওঃ—ঈশ্বর! এখনও সইছ? সইতে পারছ? শোন্ পিশাচ, আজ যেমন নিতান্ত অসহায় পেয়ে এই দরিদ্রের কন্যার উপর এই পাশবিক অত্যাচার করছিস, তেমনি একদিন তোরও আস্বে—যখন তুই এমনই অসহায় হ'য়ে প্রাণের দায়ে আকুল হ'য়ে ছুটে ছুটে বেড়াবি! রেবা— মা—বিদায়—

[রক্ষীদ্বয় সহ আকর্ষিত হইয়া প্রস্থান।

রঘু॥ হা—হা—হা—বাতুলের অভিশাপ! চ'লে এস, নব-নলিনী আমার; এ মধুর আস্বাদ যে একবার পেয়েছে, সে ত তোমায় সহজে আর ছাড়্তে পারে না, মধুময়ি! এস—

[রেবার হস্তাকর্ষণ]

রেবা॥ নারায়ণ—নারায়ণ——

লালবাইয়ের প্রবেশ।

লাল॥ মূর্খ রাজা! নিশ্চিন্ত বিলাস-তরঙ্গে বেশ গা-ভাসিয়ে চলেছ—অগ্রপশ্চাৎ চেয়ে দেখ্বারও অবসর নেই; কিন্তু জান কি—রাজা, সম্মুখে কী ভীষণ ঝড় উঠেছে?

রঘু॥ কে—লালি? কি বল্ছ, লালি?

লাল ॥ একজনের সর্ব্বনাশ ক'রে দীপ্ত আগুন নিব্‌তে-না-নিব্‌তে আবার আর একজনের সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছ ; অথচ এতখানি আত্মহারা—নিজের অস্তিত্বটাও ভুলে গিয়েছ ! চতুর্দ্দিকে গাঢ় ঘন বিপজ্জাল মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে তোমায় বেষ্টন করেছে, আর তুমি তীব্র লালসার নেশায় বিভোর ! ধিক্ তোমাকে !

রঘু ॥ লালি—

লাল ॥ পিঞ্জরাবদ্ধ সুপ্ত সিংহিনী জেগে উঠে নব-শক্তিবলে জীর্ণ পিঞ্জর ভেঙেছে—শোণিত-লোলুপা কেশরিণী নর-শোণিত পান করতে ছুটেছে—সাবধান—

রঘু ॥ লালি—লালি—সত্য বল্‌ছ ?

লাল ॥ কথায় বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি না হয়, প্রত্যক্ষ ক'রে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন কর।

রঘু ॥ লালি—না থাক্—সদাশিব !

লাল ॥ খবরদার ! আমি উপস্থিত থাকতে তোমার পাপ-সহচরদের কেউ যেন এ কক্ষে প্রবেশ না করে।

রঘু ॥ ভাল—লালি, তা'হ'লে এই বন্দিনীর ভার তোমার উপর রইল, আর এর জন্য কৈফিয়ৎ দেবে তুমি।

[প্রস্থান।

লাল। যদি নারীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করতে চাও—বালিকা, এই মুহূর্ত্তে এ স্থান ত্যাগ কর।

রেবা ॥ আর তুমি ? তোমাকেই যে এর জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে ?

লাল॥ সে ভাবনা আমার। এর চেয়ে আরও কঠোর কৈফিয়ৎ দিতে হবে আমায়—আমার স্বর্গগত পিতার কাছে; কারণ এখনও আমার পিতৃঋণ শোধ হয় নি—পিতৃ-হত্যার প্রতি-শোধ নেওয়া হয় নি! যাও—বালিকা, আর বিলম্ব ক'রো না!

রেবা॥ মহিমময়ী দেবি—আপনাকে অভিবাদন করি।

[নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

পর্য্যঙ্কে ইরা শায়িতা, পার্শ্বে ধাত্রী।

ধাত্রী। এখন কেমন আছিস্, মা? বিষ খেলি—এখনও ত বিষ নাম্‌ল না?

ইরা। তেমন ঝাঁঝাল বিষ হ'লে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাম্‌ত বোধ হয়, তেমন নয়, তোকে ঠকিয়ে দিয়েছে।

ধাত্রী। না—না—সে ঠকাবে না। বল্‌লে—খুব ঝাঁঝাল বিষ; এর চেয়ে আর ঝাঝালো বিষ তাদের শাস্তরে নেই!

ইরা। হাঁ—তাই বটে!

ধাত্রী। বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ বুঝি—বিষ নাম্‌ছে?

ইরা। হুঁ, ধাই-মা!

ধাত্রী। ওকি—অমন কর্‌ছিস্ কেন, ইরা?

ইরা। ধাই-মা, এ বিষে বিষে বিষক্ষয়! ওঃ—

ধাত্রী। ইরা—ইরা—

ইরা। ধাই-মা, আমায় ক্ষমা ক'রো! অতি সরল প্রাণ তোমার, তাই তোমায় প্রতারণা কর্‌তে পেরেছি। যাই—ধাই মা, বড় যন্ত্রণা—

ধাত্রী। ওমা, বলিস্ কি তুই—কোথায় যাবি?

ইরা। ঐখানে। যে বিষ খেয়েছিলুম, এই বিষই তার মহৌষধ। ধাই-মা, কি বিষ খেয়েছিলুম জান? প্রণয়-বিষ! আমি তাকে ভালবেসেছিলুম; যখন দেখ্‌লুম তাকে পাব না—পাবার উপায় নেই, তখন বিষে বিষক্ষয় করতে সঙ্কল্প করলুম। এখানে পেলুম না—তাই ওখানে পাব ব'লে চলেছি। স্বার্থের জন্য তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছি—তোমার প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, আমায় ক্ষমা কর, ধাই-মা! ওঃ—বড় যন্ত্রণা! যাই—সমর—প্রিয়তম—বি—দা—য়—[মৃত্যু]

ধাত্রী। ইরা—ইরা—মা! হায়—হায়—এ আমি কি সর্ব্বনাশ করলুম! ভাল করব মনে ক'রে শেষে বিষ খাইয়ে মারলুম! মা—মা—ইরা—

[পতন ও মূর্চ্ছা।

সমরেন্দ্রের প্রবেশ।

সমর॥ এই ত ইরার কক্ষ—কারও সাড়া-শব্দ নেই কেন? ইরা—ইরা—ঐ যে বেশ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাচ্ছে। পাষাণী ইরা জানে না—কী ঝড় বইছে এই হতভাগ্য সমরের হৃদয়ে! একদিকে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ আমি কর্ত্তব্যের আহ্বানে ছুটেছি—অন্যদিকে প্রেমময়ী ইরার অপার্থিব প্রেমের আকর্ষণ—অন্তরে বাহিরে অবিশ্রাম সংগ্রাম! তুমুল অবিশ্রান্ত উভয় সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে একটুখানি শান্তির আশায় তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলুম—ইরা; নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে হৃদয়ের আগুন দ্বিগুণ জ্বালিয়ে দিয়েছ! সে আগুনে অহোরাত্র জ্বলছি, তথাপি তোমার আশা ত্যাগ করতে পারি নি—কখনও পারব না, তাই ব্যাকুল

হৃদয়ে আবার তোমার কাছে এসেছি! বল—ইরা, বল—প্রিয়তমে, আমার বুকভরা ভালবাসার এতটুকু প্রতিদান দেবে? ইরা—ইরা—অভিমানিনি—অভিমান পরিত্যাগ কর—চেয়ে দেখ—আজ আমি কী হয়েছি! তবুও নীরব! ইরা—পাষাণি—

ধাত্রী ॥ [সংজ্ঞালাভ করিয়া] চুপ্—গোল ক'রো না—গোল ক'রো না—মা আমার বিষ খেয়ে ঘুমুচ্ছে! ঘুম ভাঙিয়ো না তার—সে বিষে বিষে বিষক্ষয় করেছে! আমি মা কি না, তাই তার কষ্ট দেখ্‌তে পারি নি—নিজের হাতে বিষ এনে দিয়েছি—খুব ঝাঁঝালো বিষ।

সমর ॥ কি বল্‌ছ, ধাই-মা?

ধাত্রী ॥ কে রে—কে রে আমায় ধাই-মা ব'লে ডাক্‌লি? ইরা—ইরা, না—না—তুই ত ইরা ন'স, তবে এমন মিষ্টি ডাক্ কার কাছে শিখ্‌লি? ডাক্—ডাক্—আবার ডাক্—সে ত আর ডাক্‌বে না! আমি রাক্ষসী যে তাকে বিষ খাইয়েছি—বিষ খাইয়েছি—খুব ঝাঁঝালো বিষ!

সমর ॥ একি ধাই-মাও কি পাগল হ'লেন নাকি? বিষের কথা কি বল্‌ছ, ধাই-মা?

ধাত্রী ॥ জান না—জান না—বিষ গো—বিষ! আমি এনে দিয়েছিলাম, ইরা তাই খেয়ে ঘুমুচ্ছে! আহা, মা আমার বিষের জ্বালায় কত যন্ত্রণা পেয়েছে—শেষ আমার হাতে বিষ খেয়ে তবে ঘুমিয়েছে—

সমর ॥ ধাই-মা—ধাই-মা—একি সত্য, ইরা বিষ পান করেছে?

ধাত্রী ॥ সত্যি নয়? ঐ দেখ, বিষের বাটি—এখনও বাটিতে

বিষ লেগে রয়েছে! বলেছে—সমরের জন্যে সে বিষ খেয়েছে! সমরকে সে খুব ভালবাস্‌ত কি না, তাই বিষ খেয়েও কেবল সমর—সমর করেছে!

সমর। ইরা—পাষাণি—তুমি ভেবেছ ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাবে? তা হ'বে না। তোমায় ছেড়ে সমর এ পৃথিবীতে আর এক মুহূর্ত্তও থাক্‌বে না! এখানে আমাদের মিলন অসম্ভব জেনে তুমি চির-মিলনের দেশে চলেছ—ভেবেছ—আমি একা থাক্‌ব? তা হবে না। প্রিয়তমে, তুমি সঙ্গে নাও নি—আমি সঙ্গে যাব—কেউ বাধা দিতে পার্‌বে না।

[বিষপাত্র লইয়া ইরার ভুক্তাবশিষ্ট বিষটুকু পান করিল]

ধাত্রী। তুমিও খাচ্ছ? খাও—খাও—বিষে বিষে বিষক্ষয় হবে—বিষক্ষয় হবে! ঐ—ঐ—আমার ইরা আমায় ডাক্‌ছে। তুমি থাক, আমি যাই। যাই, মা—যাই——

[বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে রঘুনাথ)

রঘু॥ [নেপথ্যে] কেমন চমৎকার প্রতিশোধ! আমার হাতের শিকার মুক্ত ক'রে দিয়েছ—কেমন প্রতিশোধ নিয়েছি!

সমর॥ আহা, ইরার শোকে অভাগিনী উন্মাদিনী হ'ল! পাষাণি! তোর মনে এই ছিল? আর ক'জনকে সঙ্গে নিবি, পাষাণি? একি—মাথায় যেন আগুন জ্ব'লে উঠ্‌ল—পৃথিবীখানা যেন চোখের সাম্‌নে থেকে স'রে যাচ্ছে! দিনের আলো এমন ম্লান হ'য়ে আসে কেন? একটা জমাটবাঁধা অন্ধকারের পাহাড় যেন আমার উপর ভেঙে পড়্‌ছে! ওঃ—কী অসহ্য যন্ত্রণা! অন্ধকার

—সব অন্ধকার! ইরা—ইরা—প্রিয়তমে! দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি—

[ইরার পার্শ্বে পতন ও মৃত্যু]

রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘু॥ কে আর্ত্তনাদ কর্‌লে! এ ত লালবাইয়ের কণ্ঠস্বর নয়! কে তবে? এই ত ইরার উন্মুক্ত কক্ষদ্বার—কেউ ত নেই! ইরা—ইরা—একি! এক শয্যায় সমর-ইরা—লজ্জাহীন-লজ্জাহীনা—এরা নিদ্রিত, না মৃত? বদনমণ্ডল নীলাভ—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তাই! তবে কি—তবে কি—সত্যই ত তাই—এই বিষপাত্র! মিলনের আশা সুদূর-পরাহত জেনে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে! দেখ্—দেখ্—রাক্ষসি, ঈর্ষাপরতন্ত্র হ'য়ে এদের মিলনের পথে অন্তরায় হয়েছিলি—এই তার পরিণাম!

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী॥ মহারাজ! আত্মরক্ষা করুন—পালান্, মহারাণীর একদল সশস্ত্র সেনা আপনাকে বন্দী কর্‌তে এইদিকে ছুটে আস্‌ছে।

রঘু॥ তাই ত—কেমন ক'রে কোন্ দিকে পালাব? ত্র্যম্বকের অভিশাপ বুঝি ফল্‌তে সুরু হ'ল!

রক্ষী॥ এই ছদ্মবেশ পরিধান ক'রে অন্তঃপুরের উদ্যানের পথে পলায়ন করুন।

[ছদ্মবেশ গ্রহণান্তর রঘুনাথের প্রস্থান। অন্যদিক্ দিয়া রক্ষীর প্রস্থান।]

সসৈন্যে মায়াদেবীর প্রবেশ।

মায়া॥ হত্যা ক'রো না—বিধর্ম্মী রাজাকে জীবন্ত বন্দী করা চাই। একি—কোথায় গেল রাজা? পিতৃ-স্নেহান্ধ বালিকা ইরা হয় ত তাকে তার কক্ষে লুক্কায়িত রেখেছে। এই কক্ষ তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান কর—রাজাকে বন্দী করা চাই!

[দুইজন সৈনিক কক্ষে প্রবেশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিল।]

অনুসন্ধান না ক'রে ফিরে এলি যে?

১ম-সৈন্য॥ এখানে মহারাজ নেই। রাজকুমারী——

মায়া॥ রাজকুমারী—[কক্ষ মধ্যে প্রবেশ] ইরা—ইরা—পাপীয়সি—তোর এই আচরণ? নীচের ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রে তোর প্রবৃত্তি এত নীচ হয়েছে? ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! ইরা—ইরা—কুলকলঙ্কিনি—একি, এরা মৃত—না নিদ্রিত? ইরা—ইরা—

ধাত্রীর পুনঃ প্রবেশ।

ধাত্রী॥ এত চেঁচাচ্ছ কেন গা? আমি যে তাকে বিষ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছি, এখনই কাঁচা-ঘুম ভেঙে যাবে যে! তারা দু'জনেই বিষ খেয়ে ঘুমুচ্ছে! ঘুম ভাঙিয়ো না—ঘুম ভাঙিয়ো না—

মায়া॥ কে তুই উন্মাদিনি? কি বল্‌ছিস্?

ধাত্রী॥ আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না? আমি—আমি গো—ইরার ধাই-মা! আদরের একটী মেয়ে—তাই ত তাকে বিষ দিয়েছি—

মায়া॥ য়ঁ্যা, বলিস্ কি—আমার ইরা নেই?

ধাত্রী॥ যাট্‌— যাট্‌—থাক্‌বে না কেন? ঐ ত রয়েছে—বিষ খেয়ে ঘুমুচ্ছে!

মায়া॥ ইরা—ইরা—অভাগিনি—কী কর্‌লি! কেন তোর এমন দুর্ম্মতি হ'ল? হায়—হায়, আমি অভাগিনীই এই সর্ব্বনাশের মূল! স্বামীর প্রতি ঈর্ষাপরতন্ত্র হ'য়ে আমিই এদের মিলনের পথে অন্তরায় হয়েছিলুম; অভিমানিনী কন্যা আমার উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে! ইরা—ইরা—মা আমার! তোর মাকে ক্ষমা কর্‌! স্বামীর মন ফেরাতে পাপিষ্ঠা আমি—আমার ইহকাল-পরকালের দেবতা স্বামীর উপর রূঢ় হয়েছি—তাঁর অশেষ নির্যাতন করেছি—আমার পাপের এই কঠোর শাস্তি! আমি প্রেমহীনা পাষাণী—শুধু স্বার্থের পশ্চাতে ছুটেছি—তাই তোদের এই অপার্থিব প্রেমের ধারণা কর্‌তে পারি নি! সমর—সমর—বাপ্‌ আমার—ফিরে আয়—আমি তোদের সুখের পথে অন্তরায় হ'ব না! ওরে—ওরে—কে আছিস্‌, রাক্ষসীর অত্যাচার-পীড়িত, প্রাণভয়ে পলায়িত তোদের রাজাকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়—আমি তাঁর পায়ে ধ'রে মার্জ্জনা চাইব। ইরা—ইরা—মা আমার——

[ইরার শবদেহ বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

কথোপকথন করিতে করিতে অধিকারী ও মঙ্গলার প্রবেশ।

মঙ্গলা॥ কথায় কথায় আমায় কতদূর আন্‌লি, বল্ দেখি ?

অধি॥ প্রাণের মুংলি, প্রাণের দায়ে কি যে কর্‌ব, কিছুই ভেবে উঠ্‌তে পার্‌ছি না! রোজগার-পত্র ত একেবারে অষ্টরম্ভা—খরচা ত সবই বজায় আছে।

মঙ্গলা॥ আমার খরচ ত ভারি—একটা পেট আর একখানা কাপড়—সোনাদানায় ত গা ভরিয়ে দিয়েছ! খরচ বল্‌তে গেলে তোমার আমিরী চাল্‌টুকু আছে; নেশার ত কোনটাই বাকী নেই—আট্‌প'র তামাকটা ত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়, তা ছাড়া সকাল-সন্ধ্যে দু'ছিলিম ক'রে গাঁজা—দুটী পায়রামটর-ভোর আফিং—মাঝে মাঝে চরসটা চণ্ডুটাও বাদ যায় না—তার ওপর সন্ধ্যার পর একটু ধান্যেশ্বরী পেটে না পড়্‌লে গা'টা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করে! আমার ভিক্ষে ক'রেও দিন কাটে, তোমার ত আর সেটী হবে না ?

অধি॥ সেইজন্যেই ভাব্‌ছি—এ্যাদ্দিন যা হ'য়ে গেছে, তার আর চারা নেই; এখন থেকে মনে করেছি কি জানিস্—পেটে যত খাই—আর না খাই, তোর গায়ে যাতে দু'খানা ওঠে, তার উপায় কর্‌তেই হবে।

মঙ্গলা ॥ বলি—সেটা কি আর তুমি মনে কর্‌লে পার না—খুব পার। তোমার কি গুণ আছে, তা আর কেউ না জান্‌লেও আমি বেশ জানি। তুমি যদি দিন-কতক আমার মতে চল—আমিই তোমায় দেখিয়ে দোব—তোমার ক্ষমতা আছে কি না! যাক্, আজ ক'জন?

অধি ॥ এখনও ত বউনি হয় নি, ক'জন বল্‌ব, বল? যাক্, যা হয় হবে—তুমি এখন যাও।

মঙ্গলা ॥ কতক্ষণে ফির্‌বে?

অধি ॥ তা আর কেমন ক'রে বল্‌ব, বল? দেখা যাক্, অদৃষ্টে কি আছে!

মঙ্গলা ॥ তোমার অদৃষ্টে যা-ই থাক্, আমার অদৃষ্টে সকাল সকাল তোমার দর্শনলাভ লেখা আছে নিশ্চয়ই।

[প্রস্থান।

অধি ॥ মুংলী ত গেল—আমি এখন ঐ গাছতলায় ব'সে একছিলিম চড়াই।

[প্রস্থান।

ত্র্যম্বকের প্রবেশ।

ত্র্যম্বক ॥ গেছে—সব বন্ধন কেটে গেছে; এখন আছে—শুধু প্রতিহিংসার নেশা। আমার উঁচু মাথা হেঁট ক'রে দিয়েছে—একমাত্র নয়নানন্দদায়িনী কন্যা আমার—আজ পিশাচের অত্যাচারে হৃত-সর্ব্বস্ব হ'য়ে লোক-সমাজ হ'তে দূরে কোন্ অজানিত নিভৃত প্রদেশে মুখ লুকিয়ে নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন কর্‌ছে! আর তার পিতা আমি, দুর্ব্বল—অকর্ম্মণ্য—লাঞ্ছিত—পদাহত—অপমানের

প্রতিশোধ নিতে চলেছি কোথায়—কোন্ অজানিত দেশে, কে জানে! কিন্তু প্রতিশোধ নিতেই হবে—প্রাণ পর্য্যন্ত পণ! বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি—এইখানে একটু বসি।

[একপার্শ্বে উপবেশন।]

কদর্য্য-মূর্ত্তি লালবাইয়ের প্রবেশ।

লাল॥ বালিকাকে মুক্তি দেওয়ার অপরাধে আমায় জীবন্ত দগ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিল! রমণীর গৌরবের বস্তু সুদীর্ঘ কেশদাম—তারও অস্তিত্ব নেই! লালবাইয়ের সেই ভুবন-ভুলানো মুখমণ্ডলের শ্রীবৃদ্ধি করছে—দগ্ধ-ক্ষতসমষ্টি! মূর্খ রাজা জানে না যে—প্রতিহিংসাপরায়ণা পাঠান-রমণী বিষধরী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী!

ছদ্মবেশে রঘুনাথের প্রবেশ।

রঘু॥ এক রাক্ষসীর জন্য আজ একে একে সব হারাতে বসেছি। ত্র্যম্বকের অভিশাপ ব্যর্থ হবার নয়—ব্যর্থ হবার নয়!

অদূরে অধিকারীর প্রবেশ।

অধি॥ [স্বগত] লোকটার আকার-প্রকার দেখে সামান্য ব'লে মনে হয় না--একটু নেড়ে-চেড়ে দেখতে হ'ল। [অগ্রসর হইয়া] মশায়ের নিবাস কি এইখানেই?

রঘু॥ না। এ কথা জিজ্ঞাসা করবার তাৎপর্য্য?

অধি॥ মশায়কে দেখে কোন উচ্চ বংশীয় ব'লে মনে হচ্ছে; আর মশায় বোধ হয়, পথশ্রমে কাতর?

রঘু॥ তোমার প্রথম অনুমান সত্য না হ'লেও দ্বিতীয় অনুমান মিথ্যা নয়। বলতে পার, নিকটে কোন চটি আছে কি না?

অধি ॥ চটি ? এখান থেকে বরাবর পূর্ব্বমুখে রসি-কতক গেলেই দেখ্‌তে পাবেন ; সেখানে সব পাওয়া যায়।

রঘু ॥ বটে !

[প্রস্থান।

অধি ॥ [স্বগত] মাছ চারে এসেছে ব'লেই মনে হচ্ছে, এখন টোপ ধর্‌লেই হয়।

লাল ॥ [স্বগত] ছদ্মবেশ ধরেছে বটে, কিন্তু আমার চোখে ধূলো দিতে পার্‌বে না !

[প্রস্থান।

ত্র্যম্বক ॥ [উঠিয়া] ও লোকটার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল, হে ?

অধি ॥ তাতে তোমার কি, হে বাপু ?

ত্র্যম্বক ॥ আমার যত না হোক্, তোমার লাভ হ'তে পারে. যদি ওকে একবার হাতের ভেতর আন্‌তে পার। তা ছাড়া আমিও তোমায় থোক্-থাক্ ঝাড়্‌তে পারি—বাবা, যদি আমার কথা মত কাজ কর।

অধি ॥ তবু কাজটা কি শুনি ?

ত্র্যম্বক ॥ এ কাজ—একেবারে শেষ করা !

অধি ॥ খুন !

ত্র্যম্বক ॥ মিথ্যা ব'লো না—এ কাজে ত তোমরা সিদ্ধহস্ত ! তুমি আর তোমার তিনি—ঐ চটির মালিক ত তোমরা ?

অধি ॥ মশায়, আপনি কে ?

ত্র্যম্বক ॥ আমার পরিচয়ের আবশ্যক নেই ; এই নাও বায়না। [অর্থ প্রদান] যেমন উপদেশ দোব, তেমনি কর্‌বে।

অধি ॥ কথাটা প্রকাশ হবে না ত ?

ত্র্যম্বক ॥ ঘুণাক্ষরেও না।

অধি ॥ তা' হ'লে কখন্ দেখা হবে ?

ত্র্যম্বক ॥ যথাসময়ে। তুমি তোমার আস্তানায় অপেক্ষা কর গে।

[উভয়ের উভয় দিক্ দিয়া প্রস্থান।

রেবার প্রবেশ।

রেবা ॥ সংসারের চক্ষে পতিতা নারীর লোকালয়ে স্থান নেই, তাই লোকালয় ছেড়ে চলেছি, বিশ্বপতির অনন্ত রাজ্যের অজানিত পথে মৃত্যুর সন্ধানে! জীবনের একমাত্র অবলম্বন বৃদ্ধ পিতা। জানি না, তিনি কোথায়? বেঁচে আছেন কি না, কে জানে? ঈশ্বর—ঈশ্বর—একটুখানি দয়া কর—একটুখানি দয়া কর—মরতেই যখন চলেছি, তখন মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার—শুধু একটীবার আমার স্নেহময় পিতাকে দেখ্‌তে দাও—দোহাই ঈশ্বর----

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অধিকারীর গৃহ

মঙ্গলা

মঙ্গলা ॥ তাই ত, দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেক রাত হ'য়ে গেল, এখনও ত মিন্‌সে ফির্‌ল না! কী দুর্দ্দিনই পড়েছে—একটাও শিকার মেলে না! আজ কতদিন থেকে পেটপূরে খেতে পাই নি। পোড়া ভগবান্‌ কি চোখের মাথা খেয়ে দেখ্‌তে পায় না—কানের মাথা খেয়ে শুন্‌তে পায় না?

[বাহিরে দ্বারে করাঘাতের শব্দ]

কে গা?

[নেপথ্যে রঘুনাথ সিংহ]

রঘু ॥ গৃহে কে আছ, দ্বার খোল। বিপন্ন পথিক আমি—কে আছ—দ্বার খোল।

মঙ্গলা ॥ আঃ! মরণ আর কি! বরাতে জোটে যত বাপে-খেদানো, মায়ে-তাড়ানো হতভাগা হা'ঘরে। এখন হবে না—বাপু, আমি বড় কাজে আছি—পার ত খানিক পরে এসো।

রঘু ॥ [নেপথ্য হইতে] ওগো, বড় শ্রান্ত আমি—পিপাসায় প্রাণ যায়—দয়া কর!

মঙ্গলা ॥ কেন মিছে বকাচ্ছ, বল দেখি? বল্‌ছি, এখন আমার অবসর নেই, পার ত খানিক ঘুরে এসো।

রঘু ॥ [নেপথ্য হইতে] অন্ধকার রাত্রি—পথ-ঘাটও চিনি না—কোথায় ঘুর্‌ব—কোথায় যাব ?

মঙ্গলা ॥ যমের বাড়ী—আবার কোথায় ? জ্বালাতন কর্‌লে ! এখন হবে না—হবে না—[কিয়ৎক্ষণ উৎকর্ণ থাকিয়া] বোধ হয়, চ'লে গেছে। জ্বালাতন করে এই সব হা'ঘরের দল ! তাই ত, আজ মিন্‌সেরই বা এত দেরী হচ্ছে কেন ? যেমন নিত্যি করেন, আজও হয় ত তাই ঘুরে-ফিরে হাঁপিয়ে এসে বল্‌বেন—যা দিন-কাল পড়েছে, কিছু সুবিধা হ'ল না—ব্যস্—অম্‌নি গা জল হ'য়ে যাবে আর কি !

[নেপথ্যে আধিকারী]

অধি ॥ মুংলি—মুংলি, দোর্ খোল্।

মঙ্গলা দ্বার খুলিয়া দিলে অধিকারী প্রবেশ করিল।

মঙ্গলা ॥ আজও একা যে ?

অধি ॥ কেউ আসে নি ?

মঙ্গলা ॥ কই ?

অধি ॥ কেউ না ? আমি তাকে এই পথ ব'লে দিলুম, অথচ সে এল না ?

মঙ্গলা ॥ কি জানি, বল ? একটু আগে একজন কে ডাক্‌ছিল দরজা খুলে দিতে ; বল্‌লে—বিপন্ন ক্ষুধার্ত্ত পথিক সে। আমি ভাব্‌লুম—কোন হতভাগা হা'ঘরে, তাই আমি তাকে দোর খুলে দিই নি।

অধি ॥ কী কর্‌লি ! হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌লি ?

মঙ্গলা ॥ আমার আর অপরাধ কি বল ? যারা ঐ রকম

ক'রে আসে, তারা ত সবাই হা'ঘরের দল! তোমার ঐ লক্ষ্মী সরস্বতী চেন্‌বার যো নেই।

অধি ॥ সব মাটি করেছিস্—মুংলি, সব মাটি করেছিস্, এক রাশ টাকা হাতে এসে ফস্‌কে গেল! এই দেখ, বায়না দিয়েছে—একরাশ টাকা, কাজ হাসিল হ'লে—না জানি কত দিত!

মঙ্গলা ॥ এখন যত দোষ মঙ্গলার! বরাত আমার মন্দ, তাই এত-শত ক'রেও বদ্‌নামের ভাগী হ'তে হয় পদে-পদে! এ পোড়াকপালীর বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল! আমি এখনই গলায় দড়ি দিয়ে মরব——

অধি ॥ থাক্—থাক্—আর ম'রে কাজ নেই--একবার ম'রে গেলে আর বাঁচা দায়! আর এ বয়সে অনাথ হ'লে আমারও হাড়ীর হাল! যা হ'য়ে গেছে, তার আর চারা নেই। এখন এই টাকাগুলো তুলে রাখ্, আমি আর একবার ঘুরে আসি।

মঙ্গলা ॥ [টাকা লইয়া] আর এত রাত্রে ঘুর্‌তে যায় না; ঈশ্বর মাপায়—এইখানে ব'সেই জুটবে, না মাপায়—মাথা খুঁড়ে ম'লেও কিছু হবে না।

[কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল]

[নেপথ্যে ত্র্যম্বক]

ত্র্যম্বক ॥ কই—বন্ধু, দোর খোল!

অধি ॥ [দ্বার খুলিয়া] এই যে, আপনি?

ত্র্যম্বক ॥ কি খবর? এখনও আসে নি?

অধি ॥ কই না—

ত্র্যম্বক ॥ চিন্তার প্রয়োজন নেই; নিশ্চয়ই আস্‌বে।

অধি ॥ খুব অন্ধকার !

ত্র্যম্বক ॥ শুধু অন্ধকার নয়—ঘোর ঘন-ঘটায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, এখনই মুষলধারে বৃষ্টি নাম্‌বে—তাকে আবার ফিরে আস্‌তেই হবে। ঐ শোন ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দ—ঐ দেখ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে! প্রস্তুত হও—বন্ধু, তোমার শাণিত অস্ত্র নিয়ে ঐ দ্বারের পার্শ্বে অপেক্ষা কর। যেমন উপদেশ দিয়েছি, ঠিক সেই মত দ্বার খুলে দেবে: প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে। যাও—প্রস্তুত হও—আমি ততক্ষণ ঐ পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে তোমার কার্য্যসিদ্ধির প্রতীক্ষায় থাকি।

[কক্ষে প্রবেশ]

অধি ॥ দেখা যাক্, অদৃষ্টের দৌড়্ কতখানি—হয় এস্‌পার—নয় ওস্‌পার! এদিকে রাতও শেষ হ'য়ে এল—সে বুঝি ফিরেছে।

[অস্ত্র লইয়া দ্বারপার্শ্বে অপেক্ষা করিতে লাগিল ; তুমূল ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। পুরুষবেশে রেবা দ্বারদেশে আসিয়া ডাকিল।]

রেবা ॥ ও গো, কে আছ—দ্বার খোল; দ্বারে বিপন্ন পথিক!

অধি ॥ [স্বগত] ঐ যে, আবার এসেছে—কোথা আর যাবে এই ঝড়-বৃষ্টিতে? [প্রকাশ্যে] অপেক্ষা কর—এলুম ব'লে।

[দ্বারোদ্ঘাটন করিবামাত্র পুরুষবেশী রেবার প্রবেশ। অধিকারী তাহাকে অস্ত্রাঘাত করিল; রেবা আর্ত্তনাদ করিয়া ভূপতিতা হইল।]

বন্ধু—বন্ধু—দেখ্‌বে এস, কাম ফতে!

রেবা ॥ ওহো - হো—গেলুম ! ওঃ - ওঃ—ওঃ—বাঁচ্‌লেম, কি জানি—কার দয়ায় আজ আমি এ কলঙ্কিত জীবনের দায় থেকে মুক্তি পেলুম।

বেগে ত্র্যম্বকের প্রবেশ !

ত্র্যম্বক ॥ কাজ শেষ—বেশ হয়েছে ! এই ত চাই—এই ত চাই। বন্ধু, আমার ইচ্ছা কর্‌ছে—কি ইচ্ছা কর্‌ছে—কি ইচ্ছা কর্‌ছে, জান ? তোমার গলা ধ'রে খুব একবার হো হো ক'রে হেসে নিই। হাঃ—হাঃ—হাঃ—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—চমৎকার প্রতিশোধ [রেবার দেহে সদর্পে বার বার পদাঘাত করিতে লাগিল] হুঁ—হুঁ—হু—ঠিক হয়েছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল !

অধি ॥ বন্ধু, যা বলেছ—তা ছাড়া আরও ভাল রকম বক্‌শিশ চাই।

ত্র্যম্বক ॥ সর্ব্বস্ব দেব তোমায়—সর্ব্বস্ব—সর্ব্বস্ব—

অধি ॥ মুংগ্‌লী ? খান কতক গয়না হলেই—ব্যস্। আমি যাই, তাকে এই খবরটা দিই গিয়ে।

[প্রস্থান।

রেবা ॥ [ক্ষীণকণ্ঠে] ওঃ—কী যন্ত্রণা—যাই যে—

ত্র্যম্বক ॥ একি ! প্রেতাত্মার করুণ বিলাপ ! কে কাঁদে ? কী কণ্ঠস্বর ! ভারি আনন্দ ! রেবা—রেবা ! কোথা আছিস্ ? একবার দেখে যা, কী চমৎকার প্রতিশোধ নিয়েছি।

রেবা ॥ [ক্ষীণকণ্ঠে] কে আমার নাম ধ'রে ডাকে—

ত্র্যম্বক ॥ কে—কে- তবে কি রাজা নয় ? কে তবে ?

কি বলে—ওঃ—যে অন্ধকার—কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না। বিদ্যুৎ! একবার দয়া ক'রে জ্ব'লে ওঠ—[আকাশের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত]

[বিদ্যুদ্বিকাশ]

একি! এ যে রাজা নয়—এ যে বালক—না—না—মাথায় যে একরাশ চুল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—এ যে আমার রেবার মত মুখ! বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ! আর একবার দয়া কর—কি হ'ল —এ কে—এ কে?

[পুনর্ব্বাব বিদ্যুদ্বিকাশ]

এ যে রেবা! রেবা—রেবা! আমার আদরের রেবা! ওরে, এ আমি কী সর্ব্বনাশ করেছি! হায়—এ যে আমারই রেবার রক্তে আমার দুই হাত ভ'রে গিয়েছে! না—না, এ একেবারে অসম্ভব—একি হ'তে পারে? আমার রেবা আমাকে একা ফেলে ছেড়ে যাবে? আমার মাথার ঠিক নাই, তাই এই ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছি। ওঃ—এ যে কী ভীষণ স্বপ্ন! ভগবন্! রক্ষা কর, মুখ তুলে চাও। এ নয়—নয়—আমার রেবা নয়!

[পুনর্ব্বার বিদ্যুদ্বিকাশ]

না—না, এ আমারই রেবা—আমার জীবনের জীবন! তোর এ পিশাচ পিতার এই কাজ—বাবা হ'য়ে মেয়েকে বধেছি, আর কি চাও? কেমন প্রতিশোধ! রেবা—রেবা! ক'—একবার কথা ক' মা, তোর বাবার সঙ্গে। রেবা আমায় চিরকালের জন্য ছেড়ে গেল! এ কি সত্য—না—না, ভগবান্! এ সব দয়া

ক'রে স্বপ্ন ক'রে দাও—প্রভু, দাও—স্বপ্ন ক'রে দাও, একটু পরে জেগে উঠে যেন দেখি, এ সব কিছুই হয় নি, এতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। দেবে না—দেবে না—তবে কি হবে? না—না. ঈশ্বর নাই—তার দয়াও নাই। রেবা—রেবা—মা আমার! তুই তোর বাবাকে দয়া ক'রে একবার কথা ক', তুই ভগবানের মত নিষ্ঠুর হ'স্ নি; তা হ'লে আমি কোথায় যাব—কি করব? তুই ত তোর বাবার কথা কখনো ঠেলিস্ নি; তবে আজ কেন এমন হ'লি? ভগবানের রাজ্যে গিয়ে ভগবানের মত নিষ্ঠুর হ'লি! তোর বাবাকে ভুলে গেলি! না--না, তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস্। রেবা—রেবা—রেবা—

রেবা ॥ [মৃত্যুক্ষীণকণ্ঠে] কে আমায়—রেবা রেবা ব'লে ডাকে—

ত্র্যম্বক ॥ [আনন্দোদ্বেগে] এই যে—এই যে, রেবা কথা কয়েছে—হৃৎস্পন্দন স্পষ্ট! দয়ালু ভগবান্ পাপীর প্রার্থনা শুনেছে—রেবা আমার বেঁচেছে।

[রেবা উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, ত্র্যম্বক তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া ধরিল। রেবার মুক্ত কেশদাম অংশে পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িল এবং দুই পার্শ্বে অবশ অচল হাত দুইখানি এলাইয়া রহিল]

রেবা ॥ [নিমীলিত নেত্রে] কোথায় আমি—

ত্র্যম্বক ॥ রেবা! আমার নয়নের আলো! তুমি কি আমার কথা শুন্‌তে পাচ্ছ না? বুঝ্‌তে পারছ না, আমি কে?

রেবা ॥ কে—বাবা?

ত্র্যম্বক॥ হাঁ—হাঁ, তোমার খুনী বাবা। কী মজার কাণ্ড! বাবা হ'য়ে মেয়ের বুকে ছুরি বসায়! দেখি মা—দেখি, কোথায় লেগেছে? আমার হাত দিতে ভয় কর্‌ছে; তুমি আমার হাতটা আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে সেইখানটা দেখিয়ে দাও দেখি——

রেবা॥ [রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে] বাবা! ঠিক বুকের মাঝখানে—ছুরি বিঁধেছে—বড় জ্বল্‌ছে—

ত্র্যম্বক॥ হায়—হায়! অভাগিনি, কেন তুই এ সময়ে এই দুর্য্যোগে এখানে এলি, রেবা?

রেবা॥ তোমারই সন্ধানে, বাবা! বাবা, আর আমি কথা কইতে পার্‌ছি না—কেমন যেন দম আট্‌কে আস্‌ছে। বাবা, একটু বাতাস কর্‌তে পার—বাতাস—

ত্র্যম্বক॥ রেবা—রেবা! ম'রো না—কিছুতেই মরা হবে না। [চতুর্দ্দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে] বাঁচাও—বাঁচাও—আমার কন্যা মরে, কে আছ, এস—এস—ছুটে এস—[হতাশ ভাবে] কে আছে—কে আস্‌বে? কেউ নাই! আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—রেবা, একটু জলও যদি আন্‌তে পারি। এই যে, পূর্ব্বদিক্‌টায় উষার আলো দেখা দিয়েছে—খুঁজে নিতে পার্‌ব।

[রেবা ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিত জানাইল—"সে চেষ্টা বৃথা হইবে।" পরে নিশ্চেষ্ট হইয়া অপলক সতৃষ্ণ নেত্রে ত্র্যম্বকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

রেবা॥ বাবা, আমাকে একটু তুলে ধর্‌তে পার? আমার শরীর কেমন কর্‌ছে, একটু বাতাস—বাতাস—চোখে যেন সব ঝাপ্‌সা হ'য়ে আস্‌ছে—তুমিও——

ত্র্যম্বক ॥ আর একটু বাঁচ রেবা! প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে তোমাকে আর একটু বাঁচ্‌তেই হবে। এখন রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে—একটু পরেই এদিকে লোক চলাচল কর্‌বে, কোন চিকিৎসক—

রেবা ॥ [অতি কষ্টে] বাবা! আর পারি না, চল্লুম—তুমি আমাকে ক্ষ—মা—ক--র—

[রেবার মৃত্যু হইল এবং তাহার মস্তক ত্র্যম্বকের কণ্ঠে হেলিয়া পড়িল]

ত্র্যম্বক ॥ ওগো—ওগো! আমার রেবা যে মরে—[উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুলকণ্ঠে] কি হ'ল—কি হ'ল—একি সর্ব্বনাশ—স্বর্ণ-প্রতিমা বিসর্জ্জন! ফুলের মালা ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল—[রেবার মৃতদেহের সন্নিহিত হইয়া] রেবা! কথা কও—একটী কথা, বেশী না--একটী—তোমার বাবাকে ভালবেসে একটা কথা কও—[মৃতদেহ দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া] না—না, তুমি মর্‌বে কেন? তুমি কি কখনো এমন নিষ্ঠুর হ'য়ে আমাকে ছেড়ে যেতে পার? তা কি হয়? এ কী! মুখে কথা নাই—চোখে দৃষ্টি নাই, তবে কি হ'ল? সত্যই কি রেবা আমাকে ছেড়ে গেল? ওরে হতভাগি! তোর যদি এতই মনে ছিল, যখন তুই এতটুকু, তখন তোর মার সঙ্গে গেলি না কেন? সব চুকে যেত? ছেলেবেলায় তোর খেলার সঙ্গী—তোকে একটু আঘাত কর্‌লে তাই আমার কী অসহ্য হ'ত, আর আজ এতটা—তাও সহ্য কর্‌তে হচ্ছে, এই আশ্চর্য্য! না—না, রেবা! জাগ—ওঠ—কথা কও, মা আমার!

মঙ্গলার প্রবেশ ।

মঙ্গলা ॥ একি ! মিন্সে ক'রে গেছে কি ! আহা—কা'কে মারতে কা'কে মেরেছে ! আহা—এমন কাজও করে !

কতিপয় ব্যক্তিব প্রবেশ ।

ত্র্যম্বক ॥ [নিকটস্থ একজনের হাতে মোটা লাঠি দেখিয়া তাহার হাত দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া] বন্ধু—বন্ধু, দয়া ক'রে এই লাঠিটা আমার মাথায় বসিয়ে দাও—মাথাটা চৌচির হ'য়ে যাক্—উঃ—মাথার ভেতর বড় জ্বালা—বড় জ্বালা ! দাও—দাও, বন্ধু ! দয়া ক'রে আমার মাথাটা গুঁড়িয়ে দাও—বন্ধু, গুঁড়িয়ে দাও ।

সেই ব্যক্তি ॥ দিচ্ছি—দিচ্ছি, হাত ছাড়—[জোর করিয়া হাত ছিনাইয়া লইয়া] বাপ্—কী কব্জীর জোর—হাতটা ভেঙে দিয়েছিল আর কি !

অন্য-ব্যক্তি ॥ লোকটা খুনে, হে ! খুন ক'রে এখন মাথাটা বিগ্‌ড়ে গেছে ! এস—এস—লোকটাকে ধ'রে একদিকে টেনে রাখা যাক্ ।

[ব্যক্তিগণ ত্র্যম্বককে ধরিয়া একপার্শ্বে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল]

ত্র্যম্বক ॥ না—না—ছেড়ে দাও ; ওগো, আমি যে ও মুখ না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারব না—বাঁচ্‌ব না । ওগো, তোমাদের আমি কোন অপরাধ করি নি—তোমাদের আমি চিনি না, তবে কেন এমন শত্রুতা কর্‌ছ ? দয়া ক'রে ছেড়ে দাও ; ওগো, আমার বড় দুঃখ—[মঙ্গলাকে দেখিয়া] ওগো, তুমি ত মেয়ে মানুষ—তোমার

ত দুঃখ হচ্ছে, ঐ যে তোমার চোখেও জল এসেছে, তুমি দয়া ক'রে এদের আমাকে ছেড়ে দিতে একটু বুঝিয়ে বল-না।

[মঙ্গলা আসিয়া মধ্যস্থতা করায় সকলে ত্র্যম্বককে ছাড়িয়া দিল। ত্র্যম্বক পুনরায় ছুটিয়া আসিয়া রেবার কণ্ঠ জড়াইয়া]

মা আমার—মা আমার—

মঙ্গলা ॥ [ত্র্যম্বককে] একটু ঠাণ্ডা হও—অত উতলা হ'লে তোমাকে আবার ধ'রে রাখ্‌তেই হবে।

ত্র্যম্বক ॥ না—না, চুপ কর্‌ছি। এই যে মার আমার নিঃশ্বাস পড়্‌ছে—এবার সে বাবাকে পেয়ে বেঁচে উঠ্‌বে। ওগো, তোমাদের কেউ গিয়ে কোন কবিরাজকে একবার দয়া ক'রে ডেকে দাও-না ; এই দেখ, এখন আমি কত চুপ ক'রে আছি—আর গোলমাল কর্‌ব না, আমি ততক্ষণ তাকে বুকে চেপে থাকি—

[মাতা যেরূপ ভাবে সন্তানকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরে, সেইরূপ ভাবে ত্র্যম্বক রেবার মৃতদেহ নিজের বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন]

না, মেয়ে ত আমার মরে নি! ভগবান্ কি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারে? ভগবান্ কি জানে না—আমি রেবাকে কত ভালবাসি? এই কুৎসিত কুঁজো কদাকার তার বাপকে এ জগতে কেউ দেখ্‌তে পারে না—জগৎশুদ্ধ ঘৃণা করে; কিন্তু রেবা যে আমাকে একদিন একটুও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে নি ; আমার একটু দুঃখে যে সে প্রাণ ভ'রে কত কেঁদেছে! আহা-হা! কী চমৎকার মেয়ে, সে ম'রে গেল! কী চমৎকার চুলগুলি! যখন দু' বৎসরের, তখন থেকেই

চুলগুলি এমনি কাল কুচ্‌কুচে। [রেবার মৃতদেহ আরও সস্নেহে বক্ষে চাপিয়া-ধরিয়া] আহা-হা ! রেবা যখন আমার খুব ছোটটি, তখন ঠিক সে এমনি ভাবে আমার বুকে জড়িয়ে থাকৃত—আর এমনি ক'রে ঘুমিয়ে পড়্‌ত; এই এখন যেমন ঘুমুচ্ছে—ঠিক এই রকম ! তার পর যখন ঘুম ভেঙে যেত, আমার মুখের দিকে হাসিমাখা চোখে কেমন চেয়ে দেখ্‌ত ! আহা, ঘুমুক্—ঘুমুক্—বাপের বুকে একটু ঘুমুক্, ঘুরে-ঘুরে বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। ওঃ—একটু আগে আমার কী ভয়ই না হয়েছিল ! এই দেখ না, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, দেখ্‌বে রেবা আমার কেমন চোখ চেয়ে জেগে উঠ্‌বে। দেখুন মশায়রা, আমি এখন ঠিক প্রকৃতিস্থ হয়েছি—খুব শান্ত হ'য়ে গেছি, আর তোমাদের কাউকে আমি কিছু বল্‌ব না; তোমাদের যা খুশী তাই কর, কারও কোন অনিষ্ট কর্‌ব না—কেবল আমার রেবাকে আশা মিটিয়ে আমায় দেখ্‌তে দাও। [একদৃষ্টে রেবার মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে] আহা-হা—কী সুন্দর নিষ্কলঙ্ক মুখখানি ! একটুকুও কি কোথাও কোন দাগ আছে—একটুও কোন খুঁৎ—[সহসা চমকিত হইয়া] এই দেখ—কী আশ্চর্য্য ! আমার গায়ে গায়ে লেগে তার গা এই যে এখন বেশ গরম হয়েছে ! এই দেখ—এই হাতখানা নিয়ে নাড়ী ধ'রে দেখ, নাড়ী আবার ফিরে এসেছে !

ইত্যবসরে জনৈক কবিরাজের প্রবেশ।

অন্যান্য সকলে ॥ [ত্র্যম্বককে] এই যে—এই যে—কবিরাজ মশায় এসে—

ত্র্যম্বক ॥ কবিরাজ মশায়, একবার ভাল ক'রে নাড়ীটা আপনি দেখুন দেখি, মেয়েটা হঠাৎ মূর্চ্ছা গেছে ; মূর্চ্ছা—না ?

কবি ॥ ওঃ—কী রক্তপাত ! আঘাত খুব গভীর দেখ্‌ছি, একেবারে ফুস্‌ফুস থেকে রক্ত ছুটছে—[নাড়ী পরীক্ষা করিয়া] না—শেষ !

ত্র্যম্বক ॥ [ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিয়া] ওরে—ওরে—আমিই আমার মেয়েকে মেরে ফেলেছি—মেরে ফেলেছি—[মূর্চ্ছা]

রঘুনাথ সিংহের প্রবেশ।

রঘু ॥ চমৎকার প্রতিশোধ ! দেখ্‌ছ—ত্র্যম্বক, এখনও ধর্ম্ম আছে ! তোমার অভিশাপ আংশিক ফলেছে বটে ; কিন্তু আমি নিষ্পাপ ব'লে আজ দেখ নিশ্চিত মৃত্যু আমার কাছ থেকে কতদূরে !

বেগে ফিরোজাবাই প্রবেশ করিয়া রঘুনাথের বক্ষে ছুরিকাঘাতে ভূপাতিত করিল।

ফিরোজা ॥ দূরে নয়—মূর্খ, অতি নিকটে ! এই মৃত্যু নিয়ে ছায়ার মত সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি—আত্ম-পরিচয় গোপন ক'রে তোমার অন্তঃপুরে দাসী-বৃত্তিও করেছি ; সুযোগ পাই নি ! মূর্খ রাজা, মরণের পূর্ব্বে শুনে রাখ—আর পার ত জন্ম-জন্মান্তরে স্মরণ রেখো—পাঠান-রমণী পিতৃহত্যার প্রতিশোধ এইভাবে নেয়। হা-হা-হা—

বেগে লালবাইয়ের প্রবেশ।

লাল ॥ একটুখানি সবুর সইল না, ভগিনি ? নিজেই কাজ শেষ ক'রে দিলে ? আমায় প্রতিহিংসা পূর্ণ করতে দিলে না ? তবে

আয় লালবাই—তোর কার্য্য শেষ, ঐ খরস্রোতা তরঙ্গিনী তোর তাপিত দেহ স্নিগ্ধ কর্‌তে কল্ কল্ স্বরে আহ্বান কর্‌ছে! চল্—চল্—শান্তি চাস্ ত ছুটে চল্, লালি—

[বেগে প্রস্থান।

ত্র্যম্বক॥ [মূর্চ্ছাভঙ্গে রঘুনাথের মৃতদেহ দেখিয়া] অঁ্যা—কে! রঘুনাথ! যবনিকা প'ড়ে গেছে তারও! হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ [অট্টহাসি] চমৎকার প্রতিশোধ! চমৎকার প্রতিশোধ!! চমৎকার প্রতিশোধ!!!

যবনিকা